প্রকাশনার ৮১ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ০৮ ◆ ৭ - ১৩ মার্চ, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

তপস্যাকাল : মন পরিবর্তনের কাল

আন্তর্জাতিক নারী দিবস
৮ মার্চ, ২০২১

করোনাকালে নারী নেতৃত্ব, গড়বে নতুন সমতার বিশ্ব

নারী নেতৃত্বের সম্ভাবনাময় পৃথিবী

আলোকিত নারী

বিশ্বায়নে নারীর অগ্রযাত্রা

চির বিদায়ের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

"চলেই যদি যাবে
তবে তুমি এসেছিলে কেন? আমারই অন্তরে।"

প্রয়াত যোসেফ রিবেরু
জন্ম : ২ মার্চ, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২ মার্চ, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম : ভুরুলিয়া, নাগরী ধর্মপল্লী

আজ মরলে কাল দুই দিন! দেখতে-দেখতে বছর ঘুরে ফিরে এলো দুঃখ ভারাক্রান্ত সেই দিন। জন্মদিনে আনন্দ না পেয়ে চিরকালের মতো তোমাকে হারিয়েছি। জন্মদিন স্মরণ করব না মৃত্যুবার্ষিকী? উত্তর দাও প্রিয়তম! এই দিনে আমরা শ্রদ্ধাভরে ও শোকার্ত চিত্তে সবসময় যেন তোমাকে স্মরণ করতে পারি। প্রতি সেকেন্ডে, প্রতি মুহূর্তে তোমার শূন্যতা আমাদের ভীষণ কষ্ট দিয়ে কাঁদাচ্ছে। তোমাকে ছাড়া আমরা কিভাবে দিন যাপন করছি তা কি তুমি বুঝনা? এবারে বড়দিনে তোমাকে ছাড়া উৎসব করতে হয়েছে কিন্তু আমরা তোমাকে হৃদয়ভরে স্মরণ করেছি।

প্রিয়তম তুমি ছিলে উদার, পরোপকারী, সমাজসেবক এবং দাতা। তোমার দেওয়া ভুরুলিয়া আর্জিনা শিশু শিক্ষালয় যেন আজীবন চলমান থাকে। তোমার আদর্শ অনুসরণ করে আমরা যেন পথ চলতে পারি। তোমার মৃত্যুর পর উপকারী বন্ধু-বান্ধবী, ফাদার, সিস্টার-ব্রাদারগণ, পাড়া-প্রতিবেশী এত লোক হয়েছিল এমন ভাগ্য ক'জনেরই বা হয়। তোমার মৃত্যুর পর যারা আমাদের পাশে ছিল ও আছে তাদের সকলের মঙ্গল কামনা করি। তোমার চলে যাওয়ার পর ফিরে এসেছে ছোট মেয়ের কোলে একটি সন্তান। তার নাম রাখা হয়েছে যোসেফ! তুমি অবশ্যই খুশী হয়েছো, তাইনা। পরম করুণাময় ঈশ্বর তোমার আত্মাকে চিরশান্তি দান করুন এ কামনায়।

শোকাহত পরিবার
মা : তেরেজা কোড়াইয়া
বড় বোন : মমতা রিবেরু
স্ত্রী : শিউলী হেলেন রিবেরু
বড় মেয়ে জামাই ও নাতী : কচমিতা-তরুন পালমা, বর্ষ আন্তনী পালমা
ছোট মেয়ে ও জামাই - নাতি-নাতনী : নন্দিতা রিবেরু, জয় পালমা (জয়তী ও যোসেফ জর্দান পালমা)
একমাত্র পুত্র : প্রয়াস মার্টিন রিবেরু, অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব।

বিজ্ঞ/৫০/২১

পাওয়া যাচ্ছে! পাওয়া যাচ্ছে!! পাওয়া যাচ্ছে!!

প্রতিবেশী প্রকাশনী'র নতুন বছরের বই সম্ভার

প্রতিবেশী প্রকাশনী সমসাময়িক বেশ কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বই প্রকাশ করেছে। আরও কয়েকজন বিশিষ্ট লেখকের বই প্রকাশের অপেক্ষায়। প্রতিবেশী প্রকাশনী বই প্রকাশে এক উজ্জ্বল সময় অতিবাহিত করছে যা বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীর জন্যে শুভ বারতা বহন করে।

বইগুলোর প্রাপ্তিস্থান

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ
মোহাম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
তেজগাঁও, ঢাকা

বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় মূর্তি, ক্রুশের পথের ছবি (ফাইবার) প্রতিবেশী প্রকাশনী সরবরাহ করে থাকে।
আপনার প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন। – প্রতিবেশী প্রকাশনী

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
বর্ষ : ৮১, সংখ্যা : ০৮
৭ - ১৩ মার্চ, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
২২ - ২৮ ফাল্গুন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
Visit : www.weekly.pratibeshi.

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

নতুন বিশ্ব গড়তে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন

মানব সভ্যতা গড়তে নারী-পুরুষ উভয়েরই অবদান রয়েছে। ঈশ্বরও চেয়েছেন তারা মিলিতভাবেই তা করুক। কেননা নারী-পুরুষ মিলেই পরিপূর্ণ মানব হয়। নারী পুরুষ একজন আরেকজনের পরিপূরক। তাইতো পবিত্র বাইবেল বলে, ঈশ্বর আপন সাদৃশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করলেন। নারী-পুরুষ করেই সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সাদৃশ্যে সৃষ্টি করে তাদের দিয়েছেন সমান মর্যাদা। নারীকে নারীর মর্যাদা ও পুরুষকে পুরুষের মর্যাদা। কিন্তু উভয়কেই মানুষের মর্যাদা দিয়েছেন ঈশ্বর। শারীরিক গঠনে শক্ত ও শক্তিতে সক্ষম হওয়াতে কালের প্রবাহে সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। পুরুষেরাই সমাজ পরিচালনা করতে থাকে। ফলশ্রুতিতে তারা তাদের অনুকূলে বিভিন্ন বিধি-বিধান তৈরি করতে থাকে। ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব ধীরে-ধীরে সমাজ ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। সঙ্গতকারণেই নারীরা বঞ্চিত হতে থাকে তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও মর্যাদা থেকে। পরিবারে নারীর অবদান অত্যন্ত বেশি হলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও মর্যাদায় নারী গৌণ। তাই নারীর প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা, মর্যাদা ও সমান অধিকার প্রদান করার আহ্বান জানিয়ে ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। নারীরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত বলে স্বোচ্চার হন। কিন্তু অনেক সময় তারা জানেন না তাদের অধিকার কি?

নারীর অধিকার মানে হচ্ছে মানুষের অধিকার, স্বাধীনভাবে চলার অধিকার, নিজের নামে পরিচিত হওয়ার অধিকার, মনের ভাব ও মতামত প্রকাশের অধিকার, বৈষম্য ও জবরদস্তি মুক্ত হয়ে বাঁচার অধিকার, শারীরিক ও মানসিকভাবে সর্বোচ্চ মান ভোগের অধিকার, শিক্ষালাভের অধিকার, সম্পদের স্বত্বাধিকারী হওয়ার অধিকার, ভোটাধিকার, কাজ করার অধিকার, উপার্জনের অধিকার, পুরুষের ন্যায় সম-মজুরী লাভের অধিকার, ক্ষমতায়নের অধিকার, সমতায়নের অধিকার, মোট কথা একজন মানুষ যে সকল অধিকার ভোগ করতে পারে সে সকল অধিকার যেন একজন নারীকে পুরুষের সমানভাবে ভোগ করতে দেয়া হয়। বাংলাদেশে পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থা এমন সমাজ গড়ে তুলেছে যে এখানে নারীর জন্ম, বেড়ে ওঠা থেকে শুরু করে শিক্ষা, সামাজিক অবস্থান, রাজনৈতিক অবস্থান, অর্থনৈতিক অবস্থান, এমনকি ধর্মীয়ভাবে বিভিন্ন শৃংঙ্খলে আবদ্ধ। নারীরা জীবনের অনেক ক্ষেত্রে অবহেলিত ও উপেক্ষিত। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হলে তাকে ক্ষমতায়ন করতে হবে পরিবারে ও সমাজের বিভিন্ন স্তরে।

নারীর ক্ষমতায়নের অন্যতম সূচক হচ্ছে নারী নেতৃত্বের সংখ্যা বৃদ্ধি। আমাদের দেশে বিভিন্ন পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেলেও নেতৃত্বে নারী পিছিয়ে রয়েছে। তবে নেতৃত্ব দানেও যে নারী পারদর্শী তা বাংলাদেশ জ্বলন্ত প্রমাণ। সমৃদ্ধ বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে নারীর অবদান এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে এবং সে কারনেই এবছর আর্ন্তজাতিকভাবে Women in leadership: Achieving an equal future in a COVID-19 world বা করোনাকালে নারী নেতৃত্ব, গড়বে নতুন সমতার বিশ্ব বিষয়টিকে প্রতিপাদ্য করা হয়েছে এবং বলা হচ্ছে আমরা যেন নেতৃত্বে নারীর সমান অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করি। সুতরাং আন্তর্জাতিক, দেশ, সমাজে তথা আমাদের খ্রিস্টান সমাজে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য ও সকল ক্ষেত্রে নারী নেতৃত্বের সংখ্যা বৃদ্ধিতে জোর দিতে হবে। কোভিড-১৯ পুরুষ শাসিত বিশ্বকে শিখিয়েছে নারীর জীবন কতো শক্ত, সংকট মোকাবেলায় কত দৃঢ় তাদের মনোভাব। জীবনের ঝুঁকি নিয়েও নারী সম্মুখ সারিতে থেকেই করোনা মোকাবেলায় নেতৃত্ব দিয়েছে। তাই সকল স্তরে নারীকে নেতৃত্বদানের সুযোগ দিলে বিশ্ব আরো উন্নত হবে তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। কোভিড-১৯ উত্তর নতুন বিশ্বে প্রত্যাশা করি নারী-পুরুষ সমান মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে সহ-অবস্থান করুক। পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সম্মান ও মর্যাদার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হোক প্রতিটি পরিবারে ও সমাজে। †

আমি যে জল দেব, সেই জল যে খাবে, তার আর কখনও তেষ্টা পাবে না ; আমি তাকে যে জল দেব, সেই জলই তার অন্তরে এমন এক জলের উৎস হয়ে উঠবে যা অনন্ত জীবনের উদ্দেশে প্রবাহী। *(যোহন ৪:১৪)*

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

EMPLOYMENT NOTICE

Caritas Bangladesh (CB) is a national and non-profit development organization operating in Bangladesh since 1967. It has its Central Office in Dhaka and eight Regional Offices in Barishal, Chattogram, Dhaka, Dinajpur, Khulna, Mymensingh, Rajshahi and Sylhet. CB is implementing 87 on-going projects covering 185 upazila focusing on six main priorities i.e i) Social Welfare for Vulnerable Communities (SWVC), ii) Education and Child Development, iii) Nutrition and Health Education, iv) Disaster Management, v) Ecological Conservation and Food Security (ECFS), and vi) Development of Indigenous Peoples.

Caritas Bangladesh is going to recruit a number of fresh graduates (men and women) with good academic background **as Volunteer** under Caritas Central Office and its Regional/Project Offices as well as to make a panel list of qualified and deserving candidates for future engagement where required. The required Educational Qualification and other qualities/competency are given below:

Educational Qualification and other competencies requirements:

• Bachler degree or Master's degree in English, Finance, Accounting, Management, HRM, Sociology, Social Work/Welfare, Economics, Anthropology, Public Administration, International Relations, Statistics, Information & Communication, Computer Science & Engineering, Disaster Management, Urban and Regional Planning, Development Studies, Geography & Environment, Agriculture, Child Development and Nutrition and Food Science, B.Sc./Diploma in Civil Engineering and related field having good academic result from any reputed educational institutes.

- Knowledge on ICT particularly on MS Excel, MS Word (both Bangla & English), Power point presentation etc.
- Should be fluent in communication both in writing and speaking in English.
- Should be self-driven and positive to work in a team.
- Should have "can do' attitude and able to handle multiple tasks managing priorities.
- Should have self-reliance and an ability to work in challenging and demanding environments.
- Should have awareness, sensitivity and understanding of cross-cultural issues particularly in representing a Catholic agency.
- Should have willingness to serve the people in need.
- Commitment to continuous learning and development.
- Innovative and ready to take field visits.
- Committed to work following organizational aims, values, principal and policies.
- Should be a great teammate with excellent interpersonal, organizational and communication skills.

Age limit: From 23 — 30 years (as on 28/02/2021)

Consolidated Honorarium: Tk. 15,000/- per month.

Apply Instructions:

Eligible and Interested candidates with good academic background are invited to apply with a complete CV with the names of two referees, two passport size photographs and copies of all educational certificates including National ID to: **The Manager (HR), Caritas Bangladesh, 2, Outer Circular Road, Shantibagh, Dhaka-1217 by 21 March 2021.** Incomplete applications will not be considered and the organization reserves the right to reject any application or to cancel or postpone the recruitment process for any reason whatsoever. Applicants are requested to visit **www.caritasbd.org/ or Facebook: https://www.facebook.com/Caritasbangladesh2016** to know about Caritas.

ANY KIND OF PERSONAL CONTACT AND OR PERSUASION WILL BE TREATED AS THE DISQUALIFICATION OF THE CANDIDATE

Caritas Bangladesh (CB) is committed to recognize the personal dignity and rights of all people we work, especially vulnerable groups regardless of gender, race, culture and disability and conduct its programs and operations in a manner that is safe for the children, young people and vulnerable adults it serves. Caritas Bangladesh has zero tolerance towards incidents of violence or abuse against children or adults, including sexual exploitation or abuse, committed either by employees or other affiliates with our work.

Caritas is an equal opportunities employer

বিজ্ঞ/৫১/২১

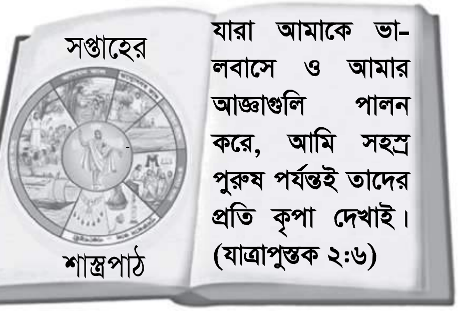

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ
৭ - ১৩ মার্চ, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

৭ মার্চ, রবিবার
যাত্রা ২০: ১-১৭, সাম ১৯: ৮-১১, ১ করি ১: ২২-২৫, যোহন ২: ১৩-২৫
অথবা:
যাত্রা ১৭: ৩-৭, সাম ৯৪: ১-২, ৬-৯, রোমীয় ৫: ১-২, ৫-৮, যোহন ৪: ৫-৪২
(অথবা, ৪: ৫-১৫, ১৯খ-২৬, ৩৯ক-৪২)
(কারিতাস রবিবারের দান সংগ্রহের ঘোষণা ও খাম বিতরন)

৮ মার্চ, সোমবার
২ রাজা ৫: ১-১৫ক, সাম ৪২: ১-২; ৪৩: ৩-৪, লুক ৪: ২৪-৩০

৯ মার্চ, মঙ্গলবার
দানিয়েল ৩: ২৫, ৩৪-৪৩, সাম ২৫: ৪-৫কখ, ৬, ৭খগ, ৮-৯, মথি ১৮: ১-৩৫

১০ মার্চ, বুধবার
২য় বিবরণ ৪: ১, ৫-৯, সাম ১৪৭: ১২-১৩, ১৫-১৬, ১৯-২০, মথি ৫: ১৭-১৯

১১ মার্চ, বৃহস্পতিবার
জেরেমিয়া ৭: ২৩-২৮, সাম ৯৫: ১-২, ৬-৯, লুক ১১: ১৪-২৩

১২ মার্চ, শুক্রবার
হোসেয়া ১৪: ২-১০, সাম ৮১: ৫গ-১০কখ, ১৩, ১৬, মার্ক ১২: ২৮খ-৩৪

১৩ মার্চ, শনিবার
হোসেয়া ৬: ১-৬, সাম ৫১: ১-২, ১৬-১৯খ, লুক ১৮: ৯-১৪
পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস-এর পোপীয় পদাভিষেক দিবস।

১৪ মার্চ, রবিবার
২ বংশাবলি ৩৬: ১৪-১৬, ১৯-২৩, সাম ১৩৭: ১-৬, এফেসীয় ২: ৪-১০, যোহন ৩: ১৪-২১
অথবা: ১ সামুয়েল ১৬: ১খ, ৬-৭, ১০-১৩ক, সাম ২২: ১-৩ক, ৩খ-৪, ৫-৬, এফেসীয় ৫: ৮-১৪
যোহন ৯: ১-৪১ (অথবা ৯: ১, ৬-৯, ১৩-১৭, ৩৪-৩৮) কারিতাস রবিবার - দান সংগ্রহ করা হবে।

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

৭ মার্চ, রবিবার
+ ১৯৭১ ফাদার রিচার্ড ডি' প্যাট্রিক সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৭৬ ফাদার রবার্ট লাভে সিএসসি (চট্টগ্রাম)

৮ মার্চ, সোমবার
+ ১৯২৮ সিস্টার এম. ব্রিজেট হল সিএসসি
+ ২০১৭ সিস্টার মেরী ফিলোমিনা এসএমআরএ

৯ মার্চ, মঙ্গলবার
+ ১৯৮১ সিস্টার লাওড়া সাচেল্লা এসসি (দিনাজপুর)
+ ১৯৯০ ফাদার রবার্ট মিক্কি সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০১১ ফাদার স্টেফান গমেজ সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০১৪ সিস্টার মেরী ইমেল্ডা এসএমআরএ (ঢাকা)

১০ মার্চ, বুধবার
+ ১৯৩০ ফাদার সিনাই শাচ সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮৬ ফাদার যোসেফ পি. দত্ত (ঢাকা)
+ ২০০৫ সিস্টার মেরী মনিকা এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০০৭ সিস্টার মারী লুসি এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)

১১ মার্চ, বৃহস্পতিবার
+ ১৮৯২ সিস্টার এম ফিডেলিস ডোলেন সিএসসি (আকিয়াব)
+ ১৯৪১ সিস্টার মেরী ভিতুস আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮৩ সিস্টার এম এয়োসেবিউস আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮৯ সিস্টার এম ডিক্রেন আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৮ সিস্টার মিকেলিনা কিস্কু সিআইসি (দিনাজপুর)

১৩ মার্চ, শনিবার
+ ১৯৫৯ সিস্টার মেরী বেনেডিক্ট যোসেফ পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)
+ ১৯৭৭ মাদার জার্মেইন লালন্ড সিএসসি
+ ১৯৮৪ ব্রাদার লিও ডুবুয়া সিএসসি
+ ১৯৮৯ ফাদার পিটার সাহা (চট্টগ্রাম)

১৪ মার্চ, রবিবার
+ ১৮৯৮ বিশপ পিয়ের ডুফাল সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৬২ সিস্টার এম কানিসিয়াস মিনাহ্যান সিএসসি
+ ১৯৭৬ সিস্টার অগাষ্টিন মারী হোয়াইট সিএসসি
+ ১৯৮৮ ফাদার রবার্ট আস্কিংস সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৮৯ সিস্টার এম. ডলোরেস আরএসডিএম (ঢাকা)

আমাদের ভাষা আন্দোলনের শিক্ষা

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পাক-ভারত বিভক্ত হবার পর পরই তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানের শাষকগোষ্ঠি আমাদের মাতৃভাষা বাংলা ভাষাকে উপেক্ষা করে রাষ্ট্রভাষা উর্দু করার ঘোষণা দেন। এরপর হতেই মাতৃভাষা বাংলাকে প্রতিষ্ঠা করতে রাজপথে নেমে আসেন বাংলার সাধারণ জনগণ। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্র আমজনতা তদানীন্তন সরকার কতৃক জারিকৃত ১৪৪ধারা ভেঙ্গে মাতৃ ভাষা আন্দোলনে নিজেদের জীবন অকাতরে উৎসর্গ করেন। অতপর প্রতিষ্ঠা পায় বাংলা ভাষা রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে। তাইতো আজও সালাম, জব্বার, বরকত, রফিক, শফিক আমাদের পথ চলার নিদর্শন দিয়ে আছে। মায়ের প্রিয়ভাষাকে মাতৃভাষা করার দাবিতে লড়াই করে জাতি হিসেবে এক ব্যতিক্রম উদাহরণ সৃষ্টি হয়। আজ বিশ্ব সভায় ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তজার্তিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। শহীদ মিনার তারই একটি বিশেষ প্রতীক যা আমাদের উজ্জীবিত করে সর্বক্ষণ। শহীদ মিনার হলো শহীদদের স্মরণে।।

একুশে চেতনার উপলব্ধি করতে হলে আমাদের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের একদম গোড়ায় যেতে হবে। আমাদের হাজার বছরের জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলের সহবস্থানের অসাম্প্রদায়িক মানবিক মূল্যবোধের সংস্কৃতি আমাদের ভাষা চেতনার সংগ্রামী ঐতিহ্যের মূল ভিত্তি। সংগ্রামের সেই পথ অনেক দীর্ঘ। কবি সাহিত্যিক সংস্কৃতিকর্মী ছাত্র আমজনতা হতে রাজনীতি পর্যন্ত উদার অসাম্প্রদায়িক দর্শনে যারা বিশ্বাসী, তারাই রুখে দাঁড়িয়েছেন মাতৃভাষা আন্দোলনে । সুতরাং ভাষা আন্দোলনের মূলে ভাষার প্রতি গভীর ভালোবাসা এবং স্বদেশপ্রেম যা দৃঢ় ভিত্তি দিয়েছে, তা হলো সংগ্রামের ঐতিহ্য। সেই সংগ্রাম মূলত সংস্কৃতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার শিক্ষায় সবাই জেগে উঠি। সেই ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে গড়ে ওঠে পাকিস্তান নামক ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র হতে বাঙালি জাতি স্বাধীন ও শোষনমুক্ত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। তাই ২১ ফেব্রুয়ারি আমাদের ইতিহাসের এক অনন্য ঐতিহাসিক অধ্যায়। বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা হয়েছিল অনেক শহীদের রক্তের বিনিময়ে। পাকিস্তানী শোষকেরা আমদের শিক্ষা, ভাষা, সংস্কৃতির উপর আঘাত হেনেছিল। শুধুমাত্র ধর্মের দোহাই দিয়ে আমাদের উপর উর্দু ভাষাকে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু আমাদের সচেতন ছাত্রসমাজ প্রথম গর্জে উঠে এ অন্যায়কে রুখে দিতে। গণমানুষের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনে গড়ে উঠলো শাষকগোষ্ঠি হত্যা, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও অস্ত্র দিয়ে তা রুখতে পারে না এই শিক্ষা আমাদের ইতিহাসই সাক্ষ্য দেয়। তাইতো ২১ ফেব্রুয়ারি এলেই ভাষা শহীদদের জীবন উৎসর্গ আমাদের পথ চলার আনুপ্রেরণা দেয়। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের সাথে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, আমরা ইদানিং শহীদদের প্রতি সেই সম্মানততটুকু দিচ্ছি না বা মাতৃভাষাকে প্রানভরে ভালোবাসি না। তাই তো অনেক শহীদ মিনার সারা বছর খুবই অবহেলা ও অযত্নে থাকে শুধু একুশ এলেই পরিস্কার করা হয়। সেই সাথে আমাদের অনেক বাবা-মা ও অভিভাবকগণ গর্বের সাথে বলে বেড়ান, আমার সন্তানেরা ইংরেজি ভাষায় কথা বলে, ওরা বাংলা বলতে পারে না, যা সত্যিই বাঙালি জাতি হিসেবে আমাদের জন্য খুবই লজ্জাজনক ও দুঃখজনক। আসুন মাতৃভাষা বাংলাকে ভালোবাসি, শুদ্ধ বাংলা বলি, শহীদ মিনারের পবিত্রতা রক্ষা করি, দেশকে ভালোবাসি এবং দেশের মানুষকে ভালোবাসি। দেশের জন্য সুন্দর কিছু করি এবং হাজর বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলি॥

দিলীপ ভিনসেন্ট গমেজ
মণিপুরীপাড়া, ঢাকা।

ভস্ম বুধবারের পথ ধরে পাস্কার নব জলে ধৌত হওয়া

ফাদার সুশীল লুইস

ছেলেমেয়েরা ধূলিমলিন হলে প্রিয়তমা মায়েরা সন্তানদের পরিষ্কার করে আবার কোলে তুলে নেন। একইভাবে তপস্যাকালে পাপের জন্য অনুতাপ-প্রায়শ্চিত্তের পথে আমাদের মন্দতা পরিষ্কার করে, দূর করে সৃষ্টিকর্তা প্রেমময় ঈশ্বর আমাদের তাঁর কাছে নেবার সুন্দর সুযোগ করেন। আর ভস্মবুধবার থেকে সক্রিয়ভাবে তা শুরু হয়ে চলতে থাকে উপবাসকালের ৪০ দিন। প্রচলন আছে গত বছরের ব্যবহৃত তালপত্র থেকে ছাই প্রস্তুত করে তা চলতি বছর ব্যবহার করা হয় আমাদের জীবনে পাস্কার ধারাবাহিকতা প্রকাশ করতে। যিশুর গৌরবের খেজুর পাতা পুড়িয়ে আমাদের কপালে সেই ভস্ম-টিকা দিয়ে আমরা পুনরায় তাঁর গৌরবে অংশগ্রহণ করতে, স্ব-স্ব জীবনে সার্বিক মুক্ত হতে আশায় পথ চলি।

আমরা বিশেষ বিশেষ সময়ে ও দিনে আমাদের ঘরবাড়ী জিনিস পরিষ্কার করি-তেমনি তপস্যাকাল হল জীবনের পরিষ্কার করার, নতুন হবার এক সুনিয়ন্ত্রিত প্রকল্প পরিকল্পনা। সেভাবে তাই এসময় ব্যবহার করতে হবে সুবিবেচিত ও সচেতনভাবে যিশুর আদর্শে নিজেদের জীবন পরিবর্তন করতে।

ছাই হল ব্যক্তিগত, দলীয় অনুতাপ, দুঃখ, নম্রতা, প্রায়শ্চিত্ত, পরিবর্তনশীলতা, মরণশীলতা প্রভৃতি ব্যক্ত করতে এক প্রকাশ্য ও জনপ্রিয় প্রতীক। যুগে যুগে, ধর্মে-ধর্মে এর ব্যবহার কামনা, বাসনা, আসক্তি প্রভৃতি থেকে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য। আশীর্বাদিত ছাই কপালে গ্রহণ করা হল এক উপসংস্কার এর মাধ্যমে মানুষ প্রায়শ্চিত্ত করে জীবন গভীরতায় প্রবেশ করে সত্যিকার মানুষের মত বাঁচতে চায়।

ছাঁইয়ের পর্ব হল আমাদের পৃথিবীর পর্বদিন-আমরা মাটি-ছাঁই কপালে মেখে নিজেদের পাপময়তা উপলব্ধি করতে করতে পৃথিবীর সাথে একাত্মতা ও ভালবাসা স্বীকার করি: ঈশ্বরের সৃষ্ট সুন্দর পৃথিবী যিশুর সঙ্গে ও সবার অনেক যত্নে সুন্দর, জীবন্ত রাখব। তারপরও মানুষ, প্রকৃতি, জীব সবই মাটি-'একদিন সব শেষ হবে'-দৃশ্যমান সব মাটিতে অদৃশ্য হয়ে যাবে *(আদি ৩:১৯)* যেভাবে দেশের একটি গানে আছে: "মাটির মানুষ মাটিতে মিশিব রে"। মানুষ নিজের ইচ্ছায় চললে সে যা দিয়ে গড়া সেই দেহই তাকে ধ্বংস করতে পারে।

ছাইমেখে, প্রায়শ্চিত্ত করে আমরা ভাল হবো-পুণ্য সঞ্চয় করব, মানুষ ও সুন্দর পৃথিবীর কল্যাণ করব এ প্রতিজ্ঞা করি ভস্ম বুধবারে ও পুরো তপস্যাকালে।

দেশের মহিলাগণ তাদের কপালে নানা বর্ণের টিপ দেন তাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে। তপস্যাকালে প্রথম দিন যিশুর নতুন জীবন ও পবিত্রতার চিহ্নরূপে সুন্দর ও সুসজ্জিত শরীরের সর্বোচ্চ স্থান-কপালে কদর্য/মূল্যহীন ছাঁই-টিপ দিয়ে, বা "গায়ে ধূলো দিয়ে" আমাদের জীবনের অযোগ্যতা, তুচ্ছতা, ভঙ্গুরতা, অশুদ্ধতা, মলিনতা প্রভৃতির ধূসর আলপনা আঁকি, নিজেদের ধিক্কার দেই, অবজ্ঞা করি, আঘাত করি, লজ্জা দেই আর অন্তরের মনুষ্যত্ব, দয়া, অনুতাপ, শক্তি প্রভৃতি খুঁজে নিয়ে নিজেরা সুন্দর, পবিত্র হবার সচেতন অঙ্গীকার ধারণ ও ব্যক্ত করি। আর সেটা যেন জীবনে আমূল পরিবর্তন আনার এক ঘন্টা, সংকেত, সতর্কবাণী। তবে শেষে যিশুর পুনরুত্থান মহোৎসব সেসব কিছুর মাহেন্দ্রক্ষণ।

তপস্যাকাল-তাপ থেকে আসে-তাপে যেভাবে সব ময়লা পুড়ে যায় একই ভাবে জীবনের ত্যাগস্বীকার, প্রায়শ্চিত্তরূপ, উপবাসরূপ আগুনে সব মন্দতা, পাপ, পুরাতন পুড়ে যিশুর জীবনে নতুন মানষ হতে হবে অনেক সাধনায়। একাল হল অনুতাপসূচক সময় যখন মানুষ শিরে ভস্ম মেখে একেবারে নীচে নেমে নিজেদের মূল্য খোঁজে।

তপস্যাকালে সামনে রাখি যিশুর পুনরুত্থান আর পরে রাখি নিজের জীবনের অনুতাপ, স্থায়ী পরিবর্তন, বিকাশ, নতুনত্ব। ঈশ্বর আমাদের প্রতিবছর এভাবে সুযোগ দেন। সমস্ত হৃদয় দিয়ে প্রভুর কাছে ফিরে আসতেই তিনি মানুষকে সর্বদা ডাকেন *(যোয়েল ২:১২-১৩ক)*। আমরা কি সুযোগ, সময় ব্যবহার করব বা অবহেলায় সেসব নষ্ট করব? হতেও তো পারে আগামী বছর এ সুযোগ-সময় আর পাব না! আর এবছরই, এখনই স্বর্ণসময় উৎসবের সাজে জীবন সাজাবার, জীবন পরিবর্তনের, আত্মশুদ্ধির, স্থায়ীভাবে নতুন হবার। সবাই যার যার বাস্তবতায় জীবন পরিবর্তন করে যিশুর সাথে চিরবিজয়ী হব।

এসময় নিজের দীক্ষার সকল বিষয় নিয়ে ধ্যান সাধনা করার সময়। একালে তাই বার বার দীক্ষার কথা স্মরণ করি, দীক্ষার জীবন নবায়ন করি, সময় সুযোগ করে দীক্ষাস্থান দেখতে যাই।

ঈশ্বর ও মানুষের সঙ্গে মিলনের এটি এক বিশেষ সময়। এ দ্বিবিধ মিলনের জন্য নীরবতা, বাণী পাঠ, ধ্যান-প্রার্থনা, উপবাস, যোগ, প্রাণায়াম, ত্যাগস্বীকার, বাসনা দমন প্রভৃতিতে সময় অতিবাহিত করার কাল, সাধন ভজনের সময়। এ কালে উপবাসের সাথে সাথে দয়ার কাজ, দান, স্বার্থ-হীন ভালবাসা প্রভৃতির উপর অনেক জোর দেয়া হয়। এসময় মানুষের জীবনে ক্রুশের যাতনার পথ এক বিরাট শক্তি ও চেতনা দিতে পারে। মানুষ দান, দয়ার কাজ, ভালবাসা প্রভৃতির মাধ্যমে নিজ-নিজ বাস্তবতায় সামাজিক জীবনের উন্নতি আনতে পারে।

এসময় পোশাক নয় হৃদয় ছিঁড়ে ফেলতে হবে। জমি নিড়াতে ধান রেখে ঘাস তুলে ফেলতে হয়-তেমনি অনেক চেষ্টায় অন্তর থেকে সব ধরনের মন্দতা উপড়ে ফেলতে হবে। যিশুর পুনরুত্থানের শক্তিতে নতুন ফসল ফলাতে হবে।

-তপস্যাকাল হয় বসন্ত কালে, তাছাড়া শব্দগত দিকেও এটি বসন্তকালের সঙ্গে যুক্ত। আমাদের জীবনের মন্দতা বিসর্জন দিয়ে, ফেলে দিয়ে আমাদের জীবনের বসন্ত

আনতে সাধনা করতে হবে যিশুর পুনরুত্থানের জীবনের। একাল তাই নতুন জীবনে অঙ্কুরিত হবার বিশেষ সময় ও সুযোগ।

আমাদের উপবাস হল সামগ্রিক বিষয় শুধু না খাবার উপবাস নয়। সেজন্য জীবনের সকল দিকে গুরুত্ব দিয়ে উপবাসকাল পালন করতে হবে। যেমন উপবাস হল বাসনা কমানো আর সেদিক থেকে আমাদের অতিবাসনা কমানো এক বড় উপবাস হতে পারে। আমার অনেক ইচ্ছা হচ্ছে অযথা বেড়াতে যেতে আর বাইরে গিয়ে সময় ও অর্থ নষ্ট করতে সেটা থেকে নিজেকে দূরে রাখা হতে পারে এক উপবাস। নানা নেশা, ধুমপান, মিথ্যা বলা, ঝগড়া করা, চুরি করা, খারাপ কথা বলা প্রভৃতি থেকে জীবন নিয়ন্ত্রণ করা জীবনের বড় ও কঠিন উপবাস হতে পারে। আর এটা বেশি প্রয়োজন সবার জন্য এবং তা অনেক ব্যাপক ও বাস্তব।

এসময় হল প্রার্থনার এক গুরুত্বপূর্ণ সময় আমরা যে যেখানে থাকি কাজে, লেখাপড়ায়, ব্যস্ততায়, ভ্রমণে সব সময় যে যেভাবে পারি একা, পরিবারে, কয়েক পরিবারে, সমবেতভাবে, প্রতিষ্ঠানে, গ্রাম হিসেবে, মাণ্ডলীকভাবে কিছু সময় প্রার্থনা, বাণী পাঠ ও নীরবতায় অতিবাহিত করি। প্রার্থনা দিয়ে দিন শুরু করা আর প্রার্থনা দিয়ে দিন শেষ করা হবে বিশ্বাসীর এক বিশেষ পরিচয়। ছোট বেলায় পরিবার থেকে শিক্ষা পেয়েছি ঈশ্বরের নাম না নিয়ে সকালে কোন কিছুই করব না।

উপবাস কালে শুধু নিয়ম, রীতি পালন নয় কিন্তু জীবন পরিবর্তন, নতুন জীবনে চলা হল বড় কথা। সেটা শুধু বাইরের বিষয় বা লোক দেখানো বাস্তবতা নয় কিন্তু ভিতরের, একান্ত, যা জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে যুক্ত হয়ে আছে। সেখানেই আমাদের প্রথম ও অনেক কাজ করতে হবে।

এ তপস্যাকালে নিজেদের অতিকথা থেকে কিছু কথা কমানো যেতে পারে-বিশেষভাবে স্ব স্ব ফোনে, আর কিছু সময় বাঁচানো যেতে পারে নিজেদের দূরদর্শন যন্ত্রের সামনে থেকে। আর ভালকাজ, অধ্যয়ন, সংস্কৃতিচর্চা, সামাজিকতা, ধ্যান-প্রার্থনা প্রভৃতিতে কিছু সময় বাড়ানো যেতে পারে।

অনেকের জীবনের নানা ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যহীনতা, উদাসীনতা, অনীহা, আত্মকেন্দ্রিকতা, সুখের আশা, বিলাসিতা, সময় অপচয় প্রভৃতি উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে এ বছরের তপস্যাকালে এ সব বিষয়েও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অনেক কিছু করার থাকতে পারে।

জীবনে ভাল কিছু করা, ধর্ম-কর্ম করা, ভাল উপদেশ প্রভৃতি যেন আজ আর কিছু বলে না, বর্তমানে তাই ভক্তদের সেসব বিষয়ে সচেতন হওয়া হল এক বড় বিষয়। তপস্যার দীর্ঘ সময়ের গভীরতায় স্ব-স্ব পাপ, দুর্বলতা, স্বার্থপরতা, বিচ্ছিন্নতা, অত্যাসক্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে সচেতন হওয়া হল গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা। সবার মনে রাখা প্রয়োজন যে, সচেতনতা হল শিক্ষা। আর জীবনে সঠিক শিক্ষা থাকলে সেখানে অনেক ফল আসতে পারে।

ভস্ম বুধবার থেকে শুরু করে তপস্যাকালের কয়েকটি সপ্তাহ হল নতুনত্ব ও পুনর্মিলিত হবার সময়, শান্তি স্থাপনের সময়। প্রত্যেকে নিজের নিজের স্থানে ও বাস্তবতায় নিজের মলিনতা, ক্ষুদ্রতা প্রকাশ ক'রে একে অন্যের কাছে, সৃষ্টির কাছে, স্রষ্টার কাছে, নিজের কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাওয়া উচিত। তাহলে সবার সঙ্গে ও সবকিছুর সঙ্গে এক মধুময় সম্পর্ক গড়ে উঠবে।

আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে, জীবনের গভীরতম স্থানে অনুতাপ, সত্যিকার অশ্রুপাত প্রয়োজন তাহলেই জীবনের সংশোধন ও নতুনত্ব আসতে পারে। আমরা এবছরের তপস্যাকালে সর্বান্তকরণে সেই প্রার্থনা ও প্রত্যাশাই করি।

"গায়ের ধূলো ঝাড়ার" প্রতীকী প্রত্যয় নিয়ে তপস্যাকাল শুরু হয়। ছাইয়ের মত জীবনে যুক্ত থাকা পাপরূপ ময়লা, ধূলিধূসর রূপ তাই-অনেক সচেতনতায়, সদিচ্ছায় পাস্কার শনিবার রাতে আশীর্বাদিত নতুন জলে ধুইয়ে ফেলতে হবে, তবে পাপ-ময়লা আর থাকবে না। আমরা সেই আশায়-বিশ্বাসে যিশুর অনুসরণে ৪০ দিনের পথ চলতে থাকি আর ধূলিমলিন হৃদয় নিয়ে স্রষ্টার কাছে ফিরে আসি। পরে পুণ্য বৃহস্পতিবারে পুণ্য তেলে নিজেদের জীবন আরো সতেজ, সক্রিয় করতে হবে। প্রভু আমাদের সেই শক্তি দাও, এ তপস্যাকালে এই প্রার্থনা করি।

বিগত একবছর ধরে আমরা করোনা ভাইরাসের তাণ্ডবে ছিন্নবিচ্ছিন্ন, ভীত, হতাশ, তারপরও এ তপস্যাকালে আমরা প্রায়শ্চিত্ত-অনুতাপ, প্রার্থনা, দয়ারকাজ ক'রে জীবনের পাপ ময়লা ঝেড়ে যিশুর পবিত্রতার জন্য সাধনা ও সংগ্রাম করি আর তার সঙ্গে পুনরুত্থানের যাত্রায় তার সঙ্গে জয়ী হয়ে সবাই একসঙ্গে বিজয় সংগীত "অল্লেলুইয়া" গান করি। যিশুর পুনরুত্থান উদ্‌যাপনে, তার নব জীবনে নতুন ও পূর্ণ মানুষ হওয়াইতো এ উৎসবের মূল কথা। আমরা সকলে যত ভালভাবে পাস্কা পর্ব উদ্‌যাপন করতে পারব সেসব তত বেশী সফলতা, স্বার্থকতা নিয়ে আসতে পারবে। প্রভু সকলকে সেপথে পরিচালনা, আশীর্বাদ ও শক্তি দান করুন। তবেই সবাই পুনরুত্থানে বলতে ও গাইতে পারব ওম্ শান্তি! মরণজয়ী প্রভুর জয় হোক! ❑

জাগো নারী

সিস্টার তুলি কস্তা আরএনডিএম

জাগো হে নারী
অন্ধকারের মেঘ হতে
প্রভাত সমীরণে আলোক রশ্মি তুমি ।
তুমি দুর্বল নও
তুমি মহান অন্তরক্ষী
পুরুষ জাতির কাছে
আজ তুমি শুধুই বিশ্বজননী।
জীবনের প্রতি পদে পদে
হয়েছ তুমি আলোর দিশারী
নারী তুমি কোনো বস্তু নও
লোভনীয় কোনো খেলনা নও
তুমি হলে মা
প্রতিটি মেয়ের মাঝে
লুকায়িত পরম সত্তা ।
ভেঙ্গে ফেলে সব বাঁধা
জীবন যুদ্ধে এগিয়ে যাবে
পুরুষ দেবে তোমায় যোগ্য সম্মান ।
পুরুষের কর্তৃত্বে নয়
সমানে সমান চলবে পথ
ইতিহাস গড়বে তুমি
পাবে যোগ্য পরিচয় ।।

আমরা নারী

পদ্মা সরদার

আমরা নারী, এমন কিছু নেই
আমরা না পারি।
আমরা রান্না করি, সংসার করি
প্রয়োজন পড়লে অস্ত্র ধরি-
৫২ তে আমরাও অংশ নিয়েছি
৭১'এর আমরাও রক্ত দিয়েছি
আমরা নারী আমরা সবই পারি।
আমাদের বুক খালি হয়েছে
আমাদের কোল খালি হয়েছে
আমরা বুকে সন্তানের লাশ নিয়ে কেঁদেছি-
স্বামীর রক্তমাখা শার্ট এখনো অশ্রুর
জলে ভেজাই,
তবুও হারিনি আমরা
আমরা নারী, আমরা সবই পারি।
আমরা ভালবাসতে পারি
আমরা শাষণ করতে পারি
আমরা সেবা করতে পারি
প্রয়োজন হলে প্রতিবাদ করি।
আমরা নারী,আমরা গড়ি
আমরা সৃষ্টি করি
আমাদের চোখে যেমন জল
বুকেও আছে অনল-
আমরা যেদিন কাঁদতে শিখেছি
সেদিন আমরা ছিনিয়ে নিতেও শিখেছি।
আমরা কোমল,আমরা নরম কিন্তু দুর্বল নই-
আমরা নারী আমরা সবই পারি।

নারী নেতৃত্বে সম্ভাবনাময় পৃথিবী

রীতা রোজলীন কস্তা

অন্যান্য দিনের মতো আজকের দিনটাতেও পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হলো অগনিত মানব শিশু এবং আমরা সমাজ তাদেরকে নাম দিবে। ছেলে শিশু এবং মেয়ে শিশু সে অনুযায়ী তাদের আচরণ, ভূমিকা, পোশাক পরিচ্ছদ আরও অনেক কিছুই নির্ধারণ করে দিব। আর সেই অনুযায়ী তারা বেড়ে উঠবে পুরুষ ও নারী হিসেবে। কেউ হবে ক্ষমতাধর কেউবা হবে ক্ষমতাহীন। বিশ্বের সকল দেশে বিভিন্ন বিষয়ে ভিন্নতা থাকলেও একটি ক্ষেত্রে ভিন্নতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় না আর সেটি হচ্ছে নারীর প্রাপ্য অধিকার প্রদান ও নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে। আর এ প্রেক্ষাপটেই ৮ মার্চের জন্ম হয়েছিলো। যদিও এ দেশে নারী নির্যাতনের হার দিনে-দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে, মহামারী করোনার সময়েও নারীর প্রতি নির্যাতনের মাত্রা কমেনি বরং বিভিন্ন রিপোর্টে অনুযায়ী তা বেড়েছে। নারীরা অপমান লাঞ্ছনা মুখ বুজে সহ্য করছে তবুও ৮ মার্চ বর্ষ পরিক্রমায় আসে। আমরা নারীর কল্যাণে ও সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে নতুন-নতুন কর্ম উদ্যোগ গ্রহণ করি। কাজ করলে এর সুফল পাওয়া যাবে একথা দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথেই বলা যায়। কারণ নারীর অধীনতা-পরাধীনতার যেমন হাজার বছরের ইতিহাস রয়েছে তেমনি নারীর অধিকার, স্বাধীনতা এবং চূড়ান্ত মুক্তির পথে বাধাগুলোও হঠাৎ করে দূরও হবে না। এই জন্য প্রয়োজন সুদীর্ঘ সংগ্রাম। ৮ মার্চ সেই নারী মুক্তির আন্দোলনের অনন্ত অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

নারী প্রগতির আন্দোলন আজও চলছে এবং চলবে। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের নারী সমাজ একই কাতারে দাঁড়িয়ে লড়াই করে চলেছে। অতীতের নারী সমাজের সংগ্রামী ঐতিহ্যের ধারায় আজও আমরা সিক্ত হচ্ছি। তবে নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নারী আজ একা লড়াই করছে না, পুরুষরাও তাদের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে। ৮ মার্চ পালন তাই আজ কেবল নারীদের নয়, নারী-পুরুষের সম্মিলিত উদ্যোগের বিষয়। নারী-পুরুষের সমতার ভিত্তিতে যে সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি, ৮ মার্চ সেক্ষেত্রে যুগ-যুগ ধরেই ধ্রুবতারার মতো আমাদের পথ দেখাবে।

নারীর সামাজিক মর্যাদা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, রাজনৈতিক অধিকার ও সাংস্কৃতিক অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে সারা বিশ্বব্যাপী যে ঐক্যবদ্ধ নারী আন্দোলন গড়ে উঠেছে তার মূল ভিত্তি প্রস্তর ৮ মার্চ স্থাপন করেছে। ১৯১০ থেকে ২০২১ দীর্ঘ সময়, কিন্তু আজও নারী বিভিন্নভাবে বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। তাদের মর্যাদা হচ্ছে ক্ষুন্ন এবং নারীর এই অবস্থা থেকে মুক্তির অন্যতম উপায় হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারী নেতৃত্ব বৃদ্ধি।

নারীর ক্ষমতায়নের অন্যতম সূচক হচ্ছে নারী নেতৃত্বের সংখ্যা বৃদ্ধি। আমাদের দেশে বিভিন্ন পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেলেও নেতৃত্বে নারী পিছিয়ে রয়েছে এবং সমৃদ্ধ, বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে নারীর অবদান এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে এবং সে কারনেই এবছর আন্তর্জাতিকভাবে Women in leadership: Achieving an equal future in a COVID-19 world বিষয়টিকে প্রতিপাদ্য করা হয়েছে এবং বলা হচ্ছে আমরা যেন নেতৃত্বে নারীর সমান অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করি। সুতরাং আন্তর্জাতিক, দেশ, সমাজে তথা আমাদের খ্রিস্টীয় সমাজে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য ও সকল ক্ষেত্রে নারী নেতৃত্বের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর জোর দিতে হবে এবং এলক্ষ্যে সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে।

এক্ষেত্রে প্রথম ধাপ হচ্ছে পরিবার, পরিবারে নারী যেন নিজেকে সঠিকভাবে বিকাশ লাভ করার সুযোগ পায়, ছেলে ও মেয়ে শিশুকে সম দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে গড়ে তুলতে হবে। পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরিকল্পনায় নারীর অংশগ্রহণ ও মতামতের মূল্য দিতে হবে যেন পরিবার থেকেই নারী সঠিক ও কার্যকরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সক্ষমতা নিয়ে গড়ে উঠে ও সে আত্মবিশ্বাসী হয়। পরিবার ও সন্তানদের প্রতি দায়িত্ব নারীদেরকে বাধাগ্রস্ত করে নেতৃত্বে ও চ্যালেঞ্জিং দায়িত্ব গ্রহণে। এক্ষেত্রে পরিবার ও পুরুষ যদি তার সহযোগী হয় তাহলে তার নেতৃত্বের পথটি সুগম হয়।

নারীরা যে অধস্তন অবস্থানে রয়েছে সে সম্পর্কে তার সচেতনতা নাও থাকতে পারে এবং সে সেখান থেকে অধিকারের দাবী নাও করতে পারে কারণ সমাজিকরন প্রক্রিয়ায়, নারী পুরুষের বিদ্যমান বৈষম্যকে নারী স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে। তাই বাইরের শক্তির দ্বারা ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়াকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এই শক্তি নানারূপ হতে পারে। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ একটি বড় শক্তি। প্রতিটা মেয়ে যেন তার সামর্থ্য অনুসারে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ পায়। বিভিন্ন সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়েও নারী সেই শক্তি অর্জন করতে পারে। বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ এর মাধ্যমে সক্ষমতা বিকাশ লাভ করা যেতে পারে। সামাজিক বিভিন্ন কাঠামোতে নারীর অংশগ্রহণ ও নীতি নির্ধারণী পর্যায়েও নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা,নারীদের প্রাপ্য নিশ্চিত করার মধ্যদিয়ে নারীকে সামনের সারিতে এগিয়ে আনা সম্ভব।

নারীর নিজের মধ্যে চেতনা সৃষ্টি নারীর নিজের সম্পর্কে, তার অধিকার, সক্ষমতা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে অবগত হওয়া, জেন্ডার ও অন্যান্য সামাজিক - অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক শক্তিসমূহ কিভাবে নারীর উপর কাজ করছে সে বিষয়ে সচেতন হওয়া। শিশুকাল থেকে নারীর মধ্যে নীচতার যে বোধ মুদ্রিত করা হয়েছে তা থেকে মুক্ত হওয়া। নিজের শক্তি, জ্ঞান, বুদ্ধি ও দক্ষতাকে নিজের ভেতর থেকে স্বীকৃতি দেয়া; সর্বোপরি তারও যে সম্মানিত হবার অধিকার আছে তা বিশ্বাস করা এবং বুঝতে শেখা যে তাকে এ অধিকার আদায় করতে হবে, কেননা যারা ক্ষমতাধারী তারা স্বেচ্ছায় এ ক্ষমতা দেবে না। সুযোগ্য নারী নেতৃত্বের মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব।

আমাদের সমাজে পুরুষদের নারীর সকল কাজে সহযোগী হতে হবে এবং বিশ্বাস করতে হবে যে নারীর ক্ষমতায়ন পুরুষের অধিকারকে খর্ব করেনা বরং পুরুষদের আরও স্বাধীনভাবে জীবন-যাপনে উৎসাহিত করে; পরিবারে অধিক উপার্জনে সহায়তা করে; সন্তানদের উন্নত জীবন গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। সুতরাং সুন্দর, সুখী, সমৃদ্ধ, বৈষম্যহীন এবং শান্তির সমাজ গঠনে নারীর ক্ষমতায়নের ও নারী নেতৃত্বের কোন বিকল্প নেই।

সকল ক্ষেত্রে সমান অধিকার মর্যাদা লাভ করবে নারী এবং সুযোগ্য নেতৃত্বের দ্বারা গড়ে তুলবে নতুন এক সম্ভাবনাময় মহামারীমুক্ত পৃথিবী, এটাই হোক আজকের দিনে আমাদের প্রত্যাশা॥ ❑

আলোকিত নারী

সিস্টার মেরী মিতালী এসএমআরএ

আমি গর্ববোধ করি যে একজন নারী এবং সৌভাগ্যের বিষয় এই যে আমার শৈশব অতিবাহিত হয়েছে একজন নারীর স্নেহ কোমল ভালবাসায়, তারই আদর-যত্নে। আর তিনি হলেন আমার স্নেহময়ী মা যিনি আজ স্বর্গবাসী হয়েছেন। আমার মা যিনি আমার কাছে পৃথিবীর সকল নারীর উর্ধ্বে আজকের এই দিনে সেই মাকে আমি ভক্তিভরে স্মরণ করি এবং মায়ের পরেই স্মরণ করি আমার জীবনের প্রথম শিক্ষিকা যিনি শুধুমাত্র একজন নারীই নয় বরং নিবেদিত প্রাণ একজন সর্বোত্তম শিক্ষিকা। তিনি হলেন সিস্টার মেরী পলিন, এসএমআরএ। তাঁর কাছেই আমি শিশুক্লাশে পড়াশুনা করেছিলাম। আর সেই শিশুকালে উনার মুখে শুনেছিলাম একজন আছেন যিনি সব কিছু দেখেন। এরপর তিনি বোর্ডে একটি ত্রিভুজ অঙ্কণ করে তার ভিতরে একটি চোখ দিয়ে দিতেন এবং এর দ্বারা তিনি আমার মত সকল শিশুদেরকে বুঝাতে চাইতেন যে তিন ব্যক্তিতে এক ঈশ্বর, এক ঈশ্বরে আবার তিন ব্যক্তি। আমাদের তিনি এভাবেই ঈশ্বর সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা প্রদান করতেন। তাঁর মুখেই প্রথম শুনেছিলাম যে ঈশ্বর সব জায়গাতে আছেন, আমাদের সবাইকে ভালবাসেন এবং তিনি সবার সব কিছু জানেন ও দেখে থাকেন। এমন কি মানুষের মনের গোপন কথাগুলিও তার সব জানা আছে। ঈশ্বর সম্বন্ধে আমার সেই যে শিশু মনে দাগ কেটেছে এবং জ্ঞান হয়েছে তা আজও অমলিন রয়েছে। আর এতকাল ধরে বাস্তব জীবনে যে তা প্রত্যক্ষ করেও আসছি। অভিজ্ঞতাও করলাম যে করুণাময় ঈশ্বর মানুষের অর্থাৎ নারী পুরুষ সবার ছোট বড় সকল ভাল কাজেরই হিসাব রাখেন এবং সময় মত তিনি নারী-পুরুষ সবাইকে অবশ্যই পুরস্কৃত করেন। তবে এর পিছনে রয়েছে ব্যক্তির অনেক ধৈর্যধারণ, কষ্টসহিষ্ণুতা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, কোমলতা, সহৃদয়তা ও নম্রতার অনুশীলন। বুদ্ধদেব বলেন, "তোমার জীবন অন্যের জন্য প্রয়োজনীয় করে তোল এবং তাদের দুঃখ কষ্ট লাঘব করার একটি হাতিয়ার কর"। আমি এমনই একজন ব্যক্তিকে আমার এই ক্ষুদ্র লেখনীতে তুলে ধরার চেষ্টা করছি মাত্র যিনি এই বুদ্ধদেবের কথা তার জীবনে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন। আর তিনিও হলেন একজন নারী। তবে নারী কে এ বিষয়ে আমি অতি সাধারণ ভাবেই তুলে ধরতে চাই যে–

"দুঃখ ভুলে হাসেন যিনি
সম্পর্কের বাঁধনে সবাইকে বাঁধেন যিনি
জীবনকে আলোকিত করেন যিনি
তিনিইতো শক্তির আধার, তিনিই নারী।।"

৮ মার্চ হল আন্তর্জাতি নারী বিস। এই আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে সামনে রেখে আজ আমি এক আলোকিত নারীর কথা তুলে ধরতে চাই। তিনি নিরলসভাবে অসহায় দরিদ্র নারীদের পাশে থেকে তাদের মুখে হাসি ফোটাতে অবিরাম সাধনা করতে করতেই কাটিয়েছেন তার জীবন যৌবন এবং উপনিত হয়েছেন আজ একজন বর্ষীয়ান নারীরূপে। আমার দৃষ্টিতে তিনি একজন অনন্য নারী। কেননা তিনিও যে শুধু মাত্র নারীই নয় তিনি একজন নিবেদিত প্রাণ উত্তম সেবিকাও বটে। তিনি ঈশ্বর মনোনীতা এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব, তিনি পরদুঃখ কাতর, সুদক্ষ এক বিস্ময়কর নারী। বয়স তার ৯০ পেরিয়ে ৯১ এ পা রেখেছেন। কিন্ত এখনও তার হাঁটা-চলা, কাজকর্ম, দায়িত্বশীলতা দেখলে মনে হয় না যে তিনি তাঁর জীবনে এতটা পথ অতিক্রম করেছেন।

তবে আমরা দেখি যে যুগ-যুগ ধরে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বিভিন্ন ব্যক্তিকে পাঠান তাঁর ভক্তজনগণের মধ্যে যারা বেশী দুঃখী, দরিদ্র, অসহায় ও নির্যাতীত তাদের সুরক্ষা দানের জন্য। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা সংগ্রামের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনগঠন করার জরুরী প্রয়োজন হয়ে পরে, বিশেষভাবে প্রয়োজন হয় ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অবহেলিত, প্রান্তিক নারীগোষ্ঠীর জন্য পুনর্বাসনের, যারা যুদ্ধের সময় ধর্ষিতা হয়েছিলেন তাদের জন্যও। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের কাথলিক বিশপ সম্মিলনী জনগণকে অর্থনৈতিক দারিদ্রতা থেকে মুক্ত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং "কোর দি জুট ওয়ার্কস" কর্মসূচী শুরু করেন। এতে এসএমআরএ সিস্টারদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। এই প্রৈরিতিক কাজে সিস্টার মেরী লিলিয়ানকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছিল এবং সেই সময় থেকেই তিনি "কোর দি জুট ওয়ার্কস" কর্মসূচীর অধীনে খ্রিস্টান, মুসলিম, হিন্দু নির্বিশেষে হতদরিদ্র নারীদের সর্বান্তকরণে সেবা করে আসছেন। আমরা তার অবদানের কথা আজ বলে শেষ করতে পারবো না। তবুও এই আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আলোকিত এই নারীর কথা কিছু একটু যে উল্লেখ না করলেই নয়।

সিস্টার লিলিয়ানের জন্ম হয়েছিল পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীতে ১৬ অক্টোবর, ১৯৩০ খ্রিস্ট বর্ষে। তার প্রয়াত পিতামাতা হলেন– রামুয়েল গমেজ ও এমিলিয়া গমেজ। সময়ের পূর্ণতায় অর্থাৎ এসএসসি পাশ করার পর তিনি এ দেশীয় সংঘে প্রবেশ করেন। অতপর সিস্টার হয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আশ্রমে অবস্থান কালে গ্রাম্য অঞ্চলের লোকদেরকে ধর্ম শিক্ষা প্রদান করতেন এবং ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের পাঠদান করতেন। তিনি কাজ করেছেন রাঙ্গামাটিয়া, পানজোরা, নাগরী ও তুমিলিয়া ধর্মপল্লীতে। এরই মধ্যে তিনি ইতালী ও ফিলিপাইনে হস্তশিল্পের উপর সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণও লাভ করেছেন। সংঘ কর্ত্রীর মাধ্যমে এই সিস্টার লিলিয়ানকেই ঈশ্বর ভালবেসে তাঁর মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মনোনীত করেছেন। আর তিনি হলেন একজন ঈশ্বরভক্তা ও প্রার্থনার মানুষ এবং সহজ সরল জীবন-যাপন তার। তিনিও যে তার অন্তরে অনুভব করেন অসহায়, দুঃখী মানুষের কষ্ট। তাদের নীরব কান্না, দুরবস্থা তাকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। আর তাইতো তিনি সেই ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগিয়ে এসেছেন এবং আজ অবধি সুদীর্ঘ ৫২ বৎসর ধরে 'কোর দি জুট ওয়ার্কস'– এর অধীনে 'জাগরণী হস্তশিল্প' প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে এই দরিদ্র প্রতিবন্ধী মেয়ে, বিধবা ও হতদরিদ্র মানুষদের সেবাদান কার্যে নিয়োজিত রয়েছেন।

এ কাজে আমরা তার সাফল্যের দিকগুলি দেখি যে– তিনি হতদরিদ্র নারীদের খুঁজে বের করার জন্য গ্রামে-গ্রামে ঘুরে বেরিয়েছেন এবং ধীরে-ধীরে সিস্টার ৩০০০ নারীকে এই কর্মসূচীতে যুক্ত করতে পেরেছিলেন। তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল এবং তারা তাদের উৎপাদিত পন্য বিক্রি করে সামান্য কিছু আয় করতে পেরেছিলেন। সিস্টার তাদের সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এবং এভাবে তারা স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছিলেন। ভূমিহীনেরা জমি কিনে চাষাবাদ শুরু করেছিলেন : তাদের সন্তানদেরকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছিলেন।

এভাবেই তারা তাদের ঋণ থেকে মুক্ত হতে পেরেছিলেন এবং তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পেরেছিলেন। গৃহহীন নারীরা, বিদ্যালয় ছেড়ে দেয়া অশিক্ষিত মেয়েরা, প্রতিবন্ধী মেয়েরা ও বিধবারা মূলত : সুবিধাভোগী ছিলেন। বর্তমানে তাদের অধিকাংশের অর্থনৈতিক অবস্থা স্বচ্ছল এবং তারা সুখী পারিবারিক জীবন-যাপন করছেন। যে সব পরিবারে তিনি তার যৌবন কাল থেকে শুরু করে অদ্যাবধি সেবা রত রয়েছেন সেই সব পরিবার হতে অনেক ছেলেমেয়ে আজ প্রভুর ডাকে সাড়াদান করে ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠার কাজে নিজেদের জীবন সমর্পণ করেছেন। অনেকেই ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টার হয়ে মণ্ডলীতে আনন্দপূর্ণ সেবদান করছেন। তাই দেখি সিস্টার শুধু এই দরিদ্র পরিবারগুলির আর্থিক সমস্যাই দূর করেননি বরং তিনি প্রতিটি পরিবারের আধ্যাত্মিক যত্নও নিয়েছেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিবারে সিস্টার লিলিয়ানের উপস্থিতিই যে এই হতভাগা পথ হারানো অসহায় মানুষদের কাছে আনন্দের উৎস ও আশার আলো স্বরূপ হতো তা সত্য। এই কাজ বাংলাদেশ মণ্ডলীর জন্য এক বিশেষ পালকীয় সেবাকাজ; যা তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে করে আসছেন প্রেরিতগণের রাণী মারীয়ার সঙ্গিনী সংঘের (ল্যাটিন - Sociae Mariae Reginae Apostolorum) সংক্ষেপে এসএমআরএ সংঘের মধ্যদিয়ে। তার এই উদার সেবাকাজের মধ্যদিয়ে আমাদের দরিদ্র নারী সমাজ কর্মসংস্থান লাভ করেছে, তাদের মধ্যে কর্মস্পৃহা জেগে উঠেছে। তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সময়ের সদ্ব্যবহার করে অর্থ উপার্জন করতে শিখেছে। আর এতে করে নারীর ক্ষমতায়নও অনেকটা বৃদ্ধি লাভ করেছে। আমাদের স্থানীয় মণ্ডলীর পালকীয় প্রয়োজন এবং এসএমআরএ সংঘের যে বৈশিষ্ট্য তাও আজ পূর্ণতা লাভ করছে। তাই সর্বজান্তা ঈশ্বর তার প্রতিটি মহৎ কাজের মূল্য দিয়েছেন। তিনি খুশী হয়ে তাকে তাঁর প্রতিটি ভাল কাজের জন্য আজ পুরস্কৃত করেছেন।

আনন্দ ভাগ করলে নাকি তা দ্বিগুণ হয়ে যায়। তাই আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথেই বলছি যে দরিদ্র নারীগোষ্ঠী, বিশেষভাবে যারা বিধবা, বোবা, বধির ও পঙ্গু তাদের প্রতি সিস্টার মেরী লিলিয়ানের আন্তরিক সেবা ও অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিগত ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ্রিস্ট বর্ষে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ক্যাথিড্রালে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের দেয়া বিশেষ সম্মাননা, তাঁরই প্রতিনিধি মহামান্য জর্জ কোচেরী তুলে দিয়েছেন– আমাদের অতিপ্রিয় সিস্টার মেরী লিলিয়ান এর হাতে। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ এবং এসএমআরএ সংঘ এতে সত্যিই অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত।

অতপর গত ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ্রিস্ট বর্ষ, এসএমআরএ সংঘে, মেরী হাউজ, জেনারেলেটে বিভিন্ন কনভেন্ট থেকে আসা সুপিরিওরদের উপস্থিতিতে, শ্রদ্ধেয়া সিস্টার লিলিয়ানকে উষ্ণ অভিনন্দন ও অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়েছে। বর্তমানে সিস্টার লিলিয়ান "কোর দ্যি জুট ওয়ার্কস" -এর একজন আজীবন সদস্য, যে সংস্থাটি গ্রামের নারীদের দ্বারা পরিচালিত কুটির শিল্পের হস্তশিল্প বিক্রি করে থাকেন । সংস্থাটি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা দু'বার পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। এর অনেকটা কৃতিত্বই প্রাপ্য সিস্টার লিলিয়ানের। তাকে নিয়ে এসএমআরএ সংঘ সত্যিই আনন্দিত ও গর্বিত।

তিনি কোর দ্যি জুট ওয়ার্কস - এর 'মা' হিসাবে খ্যাত। কেননা তিনি বাংলাদেশের গ্রাম-গঞ্জের হাজার নারীদের ভাগ্য পরিবর্তন করেছেন। সিস্টার লিলিয়ানের বর্তমানে ৯১ বৎসর চলছে সত্য কিন্তু তাকে এখনো বিভিন্ন গ্রামের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হাসি মুখে কাজ করতে দেখা যায়। ঈশ্বর তার এই সেবা দাসীর মধ্যদিয়ে তাঁর মহৎ কার্য সম্পন্ন করে যাচ্ছেন। তাই আমরা পরম পিতার ধন্যবাদ ও প্রশংসা করি।

শেষে জর্জ হারবার্ট এর একটি উক্তি দিয়ে শেষ করি– তিনি বলেন "কাজের স্বীকৃতি না পেলে কাজ করে আনন্দ পাওয়া যায় না"। জীবনের শেষ দিকে হলেও তিনি যে এই মহা সম্মাননা লাভ করেছেন, তার ভাল কাজের স্বীকৃতি তিনি পেয়েছেন, তা সিস্টারকে অনেক আনন্দ দান করেছে। তিনি ঈশ্বরের কাছে এবং সংঘমাতার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তিনি আজ আমাদের জন্য সত্যিই এক উজ্জ্বল নক্ষত্র যা সেই বেৎলেহেমের তারার মত করে আমাদের সবাইকে পথ দেখিয়ে যাচ্ছেন। তিনি আমাদের সকল ভগ্নীদের জন্যও এক জ্বলন্ত আদর্শ স্বরূপা হয়ে থাকুন! আমার দৃষ্টিতে তিনি জীবনভর অসহায় হতদরিদ্র ভাইবোনদের সেবাদান করে এটাই প্রমান করে যাচ্ছেন যে –

"আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই
কেহ অবনী পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা
পরের তরে, (কামিনী রায়)।" ❑

দড়িপাড়া সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়
দড়িপাড়া, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

বিজ্ঞপ্তি
সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন- ২০২২

পরম করুণাময়ের অসীম অনুগ্রহে, আপনাদের সকলের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আগামী ২০২২ খ্রিস্টাব্দে অত্র বিদ্যালয়ের ৫০ বছর পূর্ণ হতে যাচ্ছে। এই উপলক্ষ্যে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ (সম্ভাব্য) তারিখে বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন করতে চাচ্ছি।

বিদ্যালয়ের সূচনালগ্ন থেকে অদ্যাবধি পর্যন্ত শিক্ষক, শিক্ষার্থী, পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ও শুভাকাঙ্খী সকলের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান সফল করার লক্ষ্যে আপনাদের সুচিন্তিত মতামত, পরামর্শ, অভিজ্ঞতা, সহযোগিতা একান্তভাবে প্রত্যাশা করি। সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপনের বিস্তারিত কর্মসূচী পরবর্তীতে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সবাইকে অবহিত করা হবে।

ধন্যবাদান্তে–

ফাদার অমল খ্রীষ্টফার ডি' ক্রুজ
সভাপতি
ব্যবস্থাপনা কমিটি
দড়িপাড়া সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়
মোবাইল নম্বর: ০১৭১৫০২৪১৩২
ই মেইল: amoldcruze25@gmail.com

সিস্টার মেরী আশীষ এস এম আর এ
সেক্রেটারি/প্রধান শিক্ষিকা
ব্যবস্থাপনা কমিটি
দড়িপাড়া সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়
মোবাইল নম্বর: ০১৬৮৯৪৬১৫৬৭

বিশ্বায়নে নারীর অগ্রযাত্রা

সিস্টার মেরী অরিলিয়া এসএমআরএ

পরমেশ্বর সৃষ্টির শুরুতেই নিজের প্রতিমূর্তিতেই মানুষ সৃষ্টি করলেন। পুরুষের বুকের পাঁজর থেকে হাড় নিয়ে মানুষ অর্থাৎ নারীকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি চেয়েছেন নারী পুরুষ এক সঙ্গেই বেড়ে উঠুক। নারীরা হলেন পুরুষের একটি অংশ। সৃষ্টির শুরু থেকেই আমরা নারী পুরুষের মধ্যকার সমতা ও সমমর্যাদা লক্ষ্য করি। ঈশ্বর কিন্তু কোন বৈষম্য কিংবা কম বেশি ক্ষমতা দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করেননি। তিনি কিন্তু কোন শ্রেণী বৈষম্যের ভেদাভেদও গড়ে তোলেন নি, গড়ে তোলেননি নারীদের জন্য কোন নিয়মের পাহাড়। কিন্তু পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যাবস্থায় নারী পুরুষের মাঝে বিশাল বৈষম্যের দেয়াল গড়ে উঠেছে এতে নারীরা হচ্ছে অবহেলিত ও নির্যাতিত। কিন্তু নারীরা সেই বিশাল দেয়ালকে ভেদ করে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বন্ধ কারাগার থেকে কিছুটা মুক্ত হয়ে আলোয় বেড়িয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। নারীরা আজ কোন ক্ষেত্রেই পিছিয়ে নেই। নারীরা বর্তমানে স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, এমনকি রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বেও পারদর্শিতা অর্জন করেছে। নারীর এই বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে বিশ্বকবি বলেছেন" বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি, চির কল্যাণকর, অর্ধেক তার গড়িয়াছেন নারী অর্ধেক তার নর"। সমাজ সভ্যতার অগ্রযাত্রায় নারীরা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। তাই নারীর প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও সমান অধিকার প্রদান করার জন্য আহ্বান জানিয়ে ৮ মার্চ বিশ্বে আর্ন্তজাতিক নারী দিবস পালিত হচ্ছে। তবে এই নারী দিবসের সাথে জড়িয়ে আছে নারী শ্রমিকদের সংগ্রামের ইতিহাস। ১৮৫৭ খ্রিস্টবর্ষের ৮মার্চ নিউইয়র্কে সেলাই কারখানায় বিপদজনক ও অমানবিক কর্মপরিবেশ, স্বল্পমজুরী ও ১২ ঘন্টা শ্রমের বিরুদ্ধে নারী শ্রমিকেরা প্রতিবাদ করেন। এর পর সময় ও আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯১০ খ্রিস্টবর্ষের ৮ মার্চ ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত হয় ২য় আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন। এই সম্মেলনে জার্মান সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা ক্লরা জেৎকিনির প্রস্তাবে ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ঘোষণা দেওয়া হয়। জাতিসংঘ ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে বিশ্বে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা শুরু করে। একই সময় বাংলাদেশেও ৮ মার্চ নারী দিবস পালন শুরু হয়। এ দিবসটি নারীদের অন্তরে জাগিয়ে তোলে সচেতনতার, স্পৃহা ও মনোবল। আজ নারীরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে পারছে। এমনকি বর্তমানে এমন অনেক নারী আছে যারা নিজেরাই সংসারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন করছে, সন্তানের পড়াশোনার খরচ চালাচ্ছে এবং বৃদ্ধ বাবা-মাকেও দেখাশোনা করছে, যা কিনা পরিবারে ছেলেদের করার কথা। জাগ্রত নারী সমাজের পাশাপাশি এখনো অনেক নারী আছে যারা কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ। জাতীয় শ্রম শক্তির জরিপ অনুসারে দেশে নারী শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৯ লক্ষ। বাংলাদেশে প্রায় শতকরা ৬০ ভাগেরও বেশি নারী তাদের পারিবারিক জীবনে সহিংসতার শিকার হচ্ছেন। পুরুষশাসিত এই সমাজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের গোঁড়ামি, সামাজিক কুসংস্কার, রক্ষণশীলতা, বাধা-বিপত্তি নারী সমাজকে অনেক ক্ষেত্রে মাথা তুলে দাঁড়াতে দেয়নি। কিন্তু বর্তমান বাস্তবতায় বিশ্বায়নের নতুন যুগে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে এটা স্বীকৃত যে, নারীর ক্ষমতায়ণ ছাড়া দেশের উন্নয়ন কখনো সম্ভব নয়। একটি প্রবাদ আছে, "দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।" এসো নারী পুরুষের বৈষম্য ভুলে, নতুন করে গড়ে তুলি এই বিশ্বকে। বিশ্বের নারী সমাজের মাঝে নিয়ে আসি রূপান্তর। তাই একই সুরে বলি- "হে নারী, তুমি পারো, নিজ সতীত্ব বলে শুষ্কবৃক্ষ, রসবৃক্ষে সাজাতে ফুলেফলে। নারী তুমি সম্মানের, নারী তুমি শ্রদ্ধার, নারী তোমায় অভিনন্দন আজকের এই শুভদিনে।" ❑

SIL

VACANCY ANNOUNCEMENT

SIL International Bangladesh

SIL, an international, faith-based NGO helps ethnic language communities to achieve their development goals with global innovations invites applications from the interested and eligible candidates for the following position:

Position: Research Coordinator- SOMPRITI (1 position, Dhaka Based)

Job Nature: Contractual

Minimum Requirements and Qualifications

* **Education:** Master's in any discipline. Preferred in Anthropology/Social Welfare/Development studies.
* **Job experience:** At least 3 years of experience in a Survey or research Management role with a strong background in team management.

Salary : Negotiable

For further details of the announcement, please visit our official website: **http://www.silbangladesh.org/**

Position: Research Assistant– SOMPRITI (1 position, Dhaka Based)

Job Nature: Contractual

Minimum Requirements and Qualifications:

a. Minimum Bachelor's degree is required for this position. Preferred Master's in any discipline.

b. Technical Skills: Knowledge on Word, Excel and SPSS.

d. Job experience: At least 3 years of working experience preferred in the research or survey works.

Salary : Negotiable

For further details of the announcement, please visit our official website: **http://www.silbangladesh.org/**

Apply Instruction:

If you are interested and meet the criteria, please send your application to HR Manager with your Curriculum Vitae including a Passport size photograph at SIL International-Bangladesh, House 974 (6th floor), Road 15, Avenue 2, Mirpur DOHS, Dhaka 1216 or email to **bangladesh_hr@sil.org** on or before **March 15, 2021**.Please write the name of the position in the subject head in your email or top on the envelope. Only short-listed candidates will be called for interview. Any personal persuasion/contact will be treated as disqualification.

বিজ্ঞ/৫২/২১

নারী অধিকার

ডোনাল্ড স্যামুয়েল গমেজ

স্বপন আজ ভীষণ খুশি! প্রতিবেশী ও গ্রামবাসি সকলের মধ্যে মিষ্টি বিলি করছে কারণ আজ তার ঘর আলো করে একটি নতুন চাঁদ জন্ম নিয়েছে। সকলকে অনুরোধ করছে, যেন স্বপনের স্ত্রী শ্রেয়া ও নবজাতিকা মৌ -কে সকলে মিলে আশীর্বাদ করেন। স্বপনের আনন্দে সবাই খুব আনন্দিত। কিন্তু স্বপনের দাদি অখুশি আর ওর মা-বাবাও কেমন যেন লোক দেখানো আনন্দিত বলে মনে হচ্ছে। যদিও স্বপন এই বিষয়গুলো লক্ষ্য করেছে, কিন্তু সে তা উপেক্ষা করে দু-দিন পরে হাসপাতালের সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে বাড়ী ফিরলো। মৌ কয়েকদিনের মধ্যে পরিবারের মধ্যমনি হয়ে উঠলো। তার ছোট ছোট শিশু আচরণগুলো সকলের মাঝে আভা ছড়াচ্ছিল। সবার সকল কর্মের ফাঁকে মৌকে নিয়ে মেতে থাকা যেন আবশ্যক একটি ব্যাপার লক্ষ্য করা গেল। বেশ কয়েকদিন অতিবাহিত হলে স্বপন লক্ষ্য করলো, ওর দাদি ওর স্ত্রীর সাথে মাঝে মাঝেই রুঢ় ব্যবহার করছে। এমনটি ঠিক আগে কখনো ঘটে নি। একদিন হঠাৎ স্বপনের দাদি তাকে ডেকে পাঠালেন। স্বপন দাদির ঘরে গেলে দাদি তাকে ঘরের দরজা বন্ধ করে তার খাটের পাশে রাখা টুলটিতে বসতে বললেন। স্বপন ঠিক তাই করলেন। এবার দাদি বললেন, মৌ কি আমাদের বংশ রক্ষা করতে পারবে? যতদিন বিয়ের বয়স না হয় ততদিন পালতে হবে, অতপর বিয়ে দিয়ে গাছ কেটে ফেলবি। না মাথা থাকবে, না মাথার ব্যথা। তুই তাড়াতাড়ি একটি ছেলে সন্তানের চেষ্টা কর, যে এই বংশের প্রদীপ হয়ে আমাদের বংশ রক্ষা করবে। আর তোর বউকে বলবি, এবার যেন ভুল করেও কোন অবলার জন্ম না দেয়। মেয়েদের কোন দাম আছে এই দুনিয়ায়? কি অধিকার আছে তার? বলে দাদি একা একা বিড়বিড় করতে লাগলেন। শান্তস্বভাবের স্বপন দাদির কথা শুনে ভিষণ রেগে উঠলো কিন্তু কিছু বললো না। এবার স্বপনের সকল হিসাব মিলে গেল কেন ওর দাদি এতদিন তার স্ত্রীর সাথে রুঢ় আচরণ করেছেন। অথচ শ্রেয়াকে যখন স্বপন বিয়ে করেন তখন বাড়ীর সকলে খুব খুশি ছিল। মাঝে মাঝেই শ্রেয়া যখন স্বপনের সাথে একান্তে কথা বলতো, শ্রেয়া নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবতী বলে মনে করতো। আর সে প্রত্যাশা করতো যেন সব মেয়ে ওর মত এমন সুন্দর পরিবার পায় যেখানে বৌ-কে পরের বাড়ীর মেয়ে না বলে আপন করে নেয়া হয়।

স্বপন তার ভাঙ্গা মন নিয়ে দু-দিন ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোন ভাবেই স্বস্তি পাচ্ছে না এবং কোন কাজে যেন ওর মন বসছে না। এমনকি খেতেও ভালো লাগছে না। শ্রেয়া তার স্বামীর চারিত্রিক সকল বৈশিষ্ট্য খুব ভালভাবে জানে। তাই তখন স্বপনকে কিছু না বললেও সে অনুভব করেছে যে, কিছু একটা ঘটনা ঘটেছে যা ঠিক তার স্বামী মেনে নিতে পারছে না। প্রতিদিন রাতে শুতে যাওয়ার সময় শ্রেয়া ও স্বপন তাদের সারা দিনের কার্যক্রম সহভাগিতা করে। আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। স্বপন তার মাঝে আটকে থাকা ও জমাট বাঁধা সকল বিষয় শ্রেয়ার সাথে সহভাগিতা করলো। সব কিছু শুনে শ্রেয়া কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। যেহেতু সে এই পরিবারকে নিজ পরিবার ভাবে এবং সবাইকে খুব ভালোবাসে তাই কোনরূপ নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া না করে ভাবতে লাগলো কি করে এই সমস্যার সমাধান করা যায়। পরের দিন সকালে সে যখন রান্নাঘরে নাস্তা তৈরী করছিল আর ওর শ্বশুর বারান্দার আরাম কেদারায় বসে রেডিও শুনছিল। সে সুস্পষ্টভাবে সব শুনতে পাচ্ছিলো। রেডিও-তে তখন মাত্র সকালের সংবাদ শেষ হয়েছে, আর জে নিরবের একটি প্রোগ্রাম আরম্ভ হয়েছে। হঠাৎ তার মাথায় গতকাল রাতে স্বামীর সহভাগিতা করা সমস্যাটির কথা মনে পরে গেল আর সে সেই সমস্যাটি নিয়ে ভাবছিল, এমন সময় রেডিও থেকে আসা শব্দের কিছু অংশ শ্রেয়ার ভাবনাগুলোকে থামিয়ে এক পাঁক ঘুড়িয়ে দিল। "আগামিকাল ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এ দিবস নারীর অধিকারের দিবস। সারা পৃথিবী এই দিবসকে নারীর অধিকার ও সম-অধিকার নিশ্চিত করতে পালন করে..." আন্তর্জাতিক নারী দিবস।" শ্রেয়া ঠিক করলো এ বিষয়ে তার স্বামীর সঙ্গে আলাপ করবে ও তার দাদি শাশুড়ির সাথেও দু'জনে মিলে কথা বলবে। প্রতিদিনের ন্যায় ঐ দিন রাতে শ্রেয়া তার স্বামী স্বপনের সাথে কথা বলার সময়, ওর পরিকল্পনার কথা স্বামীকে জানালো। স্বপন খুব খুশি হলো শ্রেয়ার পরিকল্পনা শুনে। পরের দিন খুব সকালে বাড়ীর সামনের বাগান থেকে দুইটি গোলাপ ফুল তুলে একটি ফুল স্বপন তার দাদি ও আরেকটি ফুল শ্রেয়ার হাতে দিয়ে তার মাকে দিয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের শুভেচ্ছা জানালো।

এই আন্তর্জাতিক নারী দিবস আবার কি? স্বপনকে প্রশ্ন করলেন দাদি। এবার স্বপন সুযোগ পেয়ে বলতে আরম্ভ করলো, আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হয় নারীর অধিকার, ক্ষমতায়ন ও সমতায়নের বিষয়ের উপর ভিত্তি করে। দাদি অকস্মাৎ বলে উঠলেন, নারীর আবার কিসের অধিকার? কি যে বলিস তোরা! দাদি, নারীর অধিকার মানে হচ্ছে, স্বাধীনভাবে চলার অধিকার, নিজের নামে পরিচিতি হওয়ার অধিকার, মনের ভাব ও মতামত প্রকাশের অধিকার, বৈষম্য ও জবরদস্তি মুক্ত হয়ে বাঁচার অধিকার, শারীরিক ও মানসিকভাবে সর্বোচ্চ মান ভোগের অধিকার, শিক্ষালাভের অধিকার, সম্পদের স্বত্বাধিকারী হওয়ার অধিকার, ভোটাধিকার, কাজ করার অধিকার, উপার্জনের অধিকার, পুরুষের ন্যায় সম-মজুরী লাভের অধিকার, ক্ষমতায়নের অধিকার, সমতায়নের অধিকার, মোট কথা একজন মানুষ যে সকল অধিকার ভোগ করতে পারে সে সকল অধিকার যেন একজন নারীকে পুরুষের সমান ভাবে ভোগ করতে দেয়া হয়।

স্বপন কথা বলতে বলতে ওর দাদি ও মায়ের দিকে একবার তাকালো। দেখলো দু'জনই মন দিয়ে ওর কথাগুলো শুনছে।

স্বপন বললো, জানো মা, প্রথম জাতীয় নারী দিবস উদ্‌যাপন করতে দেখা যায় যুক্তরাষ্ট্রে ২৮ ফেব্রুয়ারি। নিউইয়র্কে কর্ম শর্তের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী গার্মেন্টস কর্মীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্বক আমেরিকার সোসালিস্ট পার্টি সারাদিন ব্যাপি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দ। পরবর্তীতে, সেই জাতীয় নারী দিবসের পথ ধরে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হয় ১৯ মার্চ, ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে যখন ডেনমার্কে ইউরোপীয় প্রতিনিধিগণ সেই আয়োজকদের আয়োজনের স্বীকৃতি দেন। পরবর্তীতে বহু বিষয়ের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন আন্দোলন ও বহু আনুষ্ঠানিকতা এই নারী দিবসের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। জাতিসংঘ প্রথম আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ পালন করে ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে আর ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে ৮ মার্চকে নারী দিবস ও বিশ্ব শান্তি দিবস হিসাবে ঘোষণা করে। বিশ্বের সকল দেশে ও সংস্কৃতিতে নারীর প্রতি বৈষম্যকে নিরুৎসাহিত করা হয়। কারণ বৈষম্য নারীকে অনেক পিছিয়ে দিয়েছে। বিশ্বে পুরুষের তুলনায় নারীরা ২৩% কম উপার্জন করে। বিশ্বব্যাপি সংসদে মাত্র ২৪% নারী আসন সংখ্যা। পুরুষ শাসিত সমাজের কিছু কৌশলগত বেষ্ঠনি ও জেন্ডার ইস্যুর কারণে নারীকে পুরুষের পাশাপাশি কাজ করতে দেয়া হয় না। এছাড়াও বিতর্কিত আইন, বিতর্কিত সমাজ ব্যবস্থা, প্রতি পাঁচ জনে এক জন নারী ও প্রতি ১৫ থেকে ৪৯ বয়সি নারী যৌন হয়রানির শিকার হয়। বিশ্বে প্রায় ৭৫০ মিলিয়ন নারী ১৮ বছরের আগেই বিয়ে হয়ে যায়। বিশ্বে প্রায় ১৮টি দেশে স্বামী তার স্ত্রীকে আইনের বরাত দিয়ে কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়াতে পারে। ৩৯টি দেশে ছেলে এবং মেয়ের সমান অধিকারের ব্যবস্থা নাই এবং ৪৯টি দেশে মহিলা গৃহকর্মীদের সহিংসতা বন্ধের কোন আইন নাই। পৃথিবীতে কৃষি জমির মাত্র ১৩% নারী স্বত্ত্বাধিকারী। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে ঝুঁকিপূর্ণ বাল্য বিবাহের সংখ্যা অনেক বেশি।

বাংলাদেশের ইতিহাসে নারী অধিকারের অবস্থা স্বাধীনতার পূর্বে এবং পরে তেমন ভালো নয়। বিভিন্নভাবে এই অঞ্চলের নারীদের বঞ্চিত করা হতো, এখনো হয়। এখনো দেখা যায় বিভিন্নভাবে নারীরা পদ-দলিত হচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশ জয়ী হয়ে মুক্ত একটি দেশ বা স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া এবং ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে সৃষ্ট সংবিধানে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার রাখা স্বত্ত্বেও বাংলাদেশের নারীরা প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার। অর্থাৎ বাংলাদেশে এমন সমাজ ব্যবস্থা পুরুষ শাসিত সমাজ গড়ে তুলেছে যে, এখানে নারীর জন্ম, বেড়ে ওঠা থেকে আরম্ভ করে শিক্ষা, সামাজিক অবস্থান, রাজনৈতিক অবস্থান, অর্থনৈতিক অবস্থান, ধর্মীয়ভাবে বিভিন্ন শৃঙ্খলাবদ্ধ, নারীর গণজীবন সকল ক্ষেত্রে প্রশ্নবিদ্ধ ও অবহেলিত। তার উপরে পত্র-পত্রিকা খুললে দেখা যায় নারীরা প্রতিনিয়ত কিভাবে অপমানিত হচ্ছে ও বৈষম্যের শিকার হচ্ছে।

এমন চিত্র আমরা প্রায় প্রতিটি পরিবারে, সমাজে, এলাকায় এবং দেশে দেখতে পাই যেখানে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। নারীকে সকল প্রকার সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়। ধারণা করা হয়, নারী কিছুই করতে পারে না। যদিও তা পূর্বের তুলনায় কম। কিন্তু দেখা যায় নারীরা তাদের কর্মের জোরে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। ঘরোয়া কাজকর্মের পাশাপাশি নারীরা সকল পেশায় এখন নিয়োজিত। এমন কি জটিল অস্ত্রোপচার, নভোচারী, দেশরক্ষার বিভিন্ন পেশায়, বিমান চালানো কিংবা বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় এখন নারীরা অংশগ্রহণ করছে। জাতিসংঘ এই ধরনের বৈষম্য দূরীকরণের জন্য নারী এবং পুরুষের সমতায়নের লক্ষ্যে কিছু কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। যাকে বলা হয় পঞ্চম লক্ষ্য। জাতিসংঘের মোট সতেরোটির মধ্যে পঞ্চম লক্ষ্য হচ্ছে জেন্ডার সমতায়ন। যেখানে বলা আছে (১) সর্বত্র মেয়ে ও নারীর প্রতি সকল বৈষম্য বন্ধ করুন। (২) সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে মেয়ে ও নারীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার সহিংসতা, যৌন নিপীড়ণ ও পাচার দূরীকরণ। (৩) সমস্ত ক্ষতিকারক অনুশীলন যেমন শিশু, বাল্য ও জোরপূর্বক বিবাহ এবং নারী যৌনাঙ্গ বিচ্ছেদ বন্ধকরণ। (৪) রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও জনজীবনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল স্তরে নেতৃত্বের জন্য নারীর পূর্ণ অংশগ্রহণ এবং সমান সুযোগ সৃষ্টি করা। (৫) জাতীয় আইন অনুসারে নারীদেরকে অর্থনৈতিক সম্পদের সমান অধিকার প্রদানের পাশাপাশি ভূমিসহ অন্যান্য সম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা করা ইত্যাদি আরো অনেক কিছু। স্বপন এই বার দাদিকে প্রশ্ন করলো দাদি এবার বলো মৌ কে কি আমরা এই সকল সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করবো? না কি সে যেন মানুষের মত মানুষ হয়ে দেশ ও দশের সেবা করতে পারে সেভাবে শিক্ষা দিব।

এই সকল বৈষম্য মুক্ত, সকল নাগরিক সুবিধা ভোগ, পরিপূর্ণ বিকশিত হওয়ার সুযোগ লাভ করা ও মানুষ হিসাবে পৃথিবীর সর্বত্র মূল্যায়িত হওয়া ইত্যাদি বিষয়ের অধিকারের নিমিত্তে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হয়। এবার স্বপনের দাদি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে বলছ, হুমম, বুঝলাম। তোর এত কিছু বলার একটাই কারণ, যেন মৌ-কে আমরা সব ধরনের অধিকার দেই আর, সমান চোখে দেখি তাই তো? তুই আর শ্রেয়া দুজনেই লেখাপড়া করেছিস, বড় হয়েছিস, ভালো বুঝিস যেটা তোদের কাছে ঠিক মনে হয় সেটাই কর। স্বপন ও শ্রেয়া অত্যন্ত খুশি হলো। শ্রেয়া দৌড়ে গিয়ে দাদিকে জড়িয়ে ধরলো আর গালে চুমু খেল। দাদি বললো, শ্রেয়া তোকে "আন্তর্জাতিক নারী দিবসের শুভেচ্ছা।" ❑

একজন ধর্ষিতা নারীর আত্মচিৎকার

দিপালী এম গমেজ

কে আছো, আমাকে বাঁচাও
কিন্তু কেউ পারল না
আমাকে বাঁচাতে।
অবশেষে আমি হলাম ধর্ষিতা।
কিন্তু কেন?
বিধাতা আমাকে সৃষ্টি করেছেন,
সুন্দর পৃথিবীতে, সুস্থভাবে
বাঁচার অধিকার দিয়ে।
লোলুপ দৃষ্টি থেকে,
আমি রক্ষা পেলাম না।
মনের গহীনে লালন করেছি,
কত রঙিন স্বপ্ন।
কিন্তু হায়- আমি হলাম
সমাজের চোখে কুলটা
আর দুশ্চরিত্রা।
কি দোষ ছিল আমার?
এখন চারিদিকে শুনি
সমাবেশ আর শ্লোগান
বিচার চাই, ফাঁসি চাই। সবই হবে।
কিন্তু, কেউ কি ফিরিয়ে দিতে পারবে
আমার সেই সম্মান আর ভালবাসাপূর্ণ
সুস্থ জীবন!!

বইয়ের ভুবন

ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ

বইয়ের সাথে কাগজের নিবিড় সম্পর্ক। তাই বইয়ের উৎসের সাথে কাগজের ইতিহাস জড়িয়ে আছে। কাগজের ইতিহাসে ২৪০০ খ্রিস্টপূর্বে প্যাপিরাসের ব্যবহার শুরু হয়। প্যাপিরাস হচ্ছে নীল নদের আশেপাশের জলা জায়গায় জন্মানো এক ধরনের গাছ। প্যাপিরাস গাছের কাণ্ডের অংশ। যা থেকে উৎপন্ন হয়েছে কাগজ। গাছটির পিথ (কাণ্ডের কেন্দ্র) লম্বালম্বি পাতলা করে কেটে শুকিয়ে নিয়ে মিসরীয়রা তাতে লিখত। গ্রিক আর রোমানদের হাজার বছর আগেই তারা এই প্রযুক্তি রপ্ত করেছিলেন। কাগজ আবিষ্কার হলেও তার উপরে অক্ষর বানিয়ে ছাপার কৌশল আবিষ্কার হতে বহু সময় লেগেছে। এই সময়ে হাতেলেখা বইয়ের প্রচলন ছিল। যা চাহিদা অনুসারে প্রস্তুত করা হত। এদিকে টাইপরাইটারের আগমনে একসময় হাতে কম্পোজ করার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত মার্ক টোয়েনের ‘লাইফ অন দ্য মিসিসিপি’ বইটি টাইপরাইটারের কম্পোজ করা প্রথম বই। অথচ এখনও অনেক লেখক হাতেই লিখছেন, এমনকি কালির কলম দিয়ে; অভ্যাস বলে কথা! লেখক আদতে ব্যক্তি বলেই তার নিজস্বতা আছে; আছে নিজের স্টাইলের স্বাধীনতাও।

লেখালিখির বিষয়ে কোন কোন লেখক অদ্ভুত কিছু নিয়ম মেনে চলতেন। যেমন, ভার্জিনিয়া উলফ দাঁড়িয়ে লিখতেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় পৃথিবী ওলটপালট হয়ে গেলেও প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে লিখতে বসতেন আর টানা লিখে যেতেন। লেখক ড্যান ব্রাউন ‘দ্য ভিঞ্চি কোড’ লেখার সময় প্রতিদিন ভোর চারটায় উঠে লিখতে বসতেন আর প্রতি ৬০ মিনিট পরপর ৫০টা বুকডন দিতেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সমীক্ষায় দেখা যায় ৭৩ শতাংশ আমেরিকান বই পড়ে। আর তাদের মধ্যে ৬৫ শতাংশ পড়ে কাগজের বই। পৃথিবীময় বছরে নয় লাখের বেশি বই প্রকাশিত হয়। অথচ এখনও পৃথিবীর পনের শতাংশ মানুষ লিখতে পড়তে জানে না। এত এত বই আর সাহিত্যের সঙ্গে তাদের হয়তো আরও অনেকের কোন সংশ্লিষ্টতা গড়ে ওঠেনি। তবুও বিভিন্ন উপলক্ষে বই প্রকাশের উৎসব নিরন্তর চলছে। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি পঠিত তিনটি বই হলো, পবিত্র বাইবেল, কোটেশন ফ্রম চেয়ারম্যান মাও সে তুং এবং হ্যারি পটার।

চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে, পাঠের অভ্যাস মানুষকে দীর্ঘজীবী করে, মানসিক চাপ আর আলঝেইমারে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা কমায়। তাই তো প্রতিভা বসু বলেছেন, “বই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ আত্মীয়, যার সঙ্গে কোনদিন ঝগড়া হয় না, কোনদিন মনোমালিন্য হয় না।” কেননা বৈচিত্রময় পৃথিবীতে অপার বিস্ময় লুকিয়ে আছে। এই অজানা, অবারিত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বই আমাদের ধারণা দিতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, “বই হচ্ছে অতীত আর বর্তমানের মধ্যে বেঁধে দেয়া সাঁকো।” বইয়ের মাধ্যমে মানুষ মুহূর্তে ছুটে যেতে পারে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। তাই তো কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যথার্থ বলেছেন, “বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি/ বিশাল বিশ্বের আয়োজন/ মোর মন জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তারই এক কোণ/ সেই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ; ভ্রমণ বৃত্তান্ত আছে যাহা অক্ষয় উৎসাহে।”

দুইরকমের বই ধরা যেতে পারে। জ্ঞানের বই এবং রসের বই। জ্ঞানের বই যাকে আমরা বলি প্রবন্ধের বই। প্রবন্ধের বই আমাদের মস্তিষ্ক গড়তে সাহায্য করে। এটি আমাদের বুদ্ধিকে ধারালো করে। আর গল্প-উপন্যাস-কবিতার বইয়ের লক্ষ্য আমাদের হৃদয়। তা আমাদের মনকে নিজের ছোট গণ্ডির বাইরে নিয়ে যায়। জগত ও মানুষের জন্য ভালবাসা তৈরি করে। বই পড়া আবার নানা প্রকারের। একটি হচ্ছে অনুভূমিক পড়া। আমাদের বেশির ভাগ পড়াই তাই। অনুভূমিক বই পড়াটা হচ্ছে আমরা বই পড়ছি, আনন্দ পাচ্ছি, তথ্যও পাচ্ছি কিছু কিছু। আরেক রকমের বই আছে, যেগুলো সভ্যতাকে বদলে দিয়েছে। মানুষ আগে যেভাবে চিন্তা করত, সে বইটি বেরোনোর পর চিন্তার ভিত্তিই আমূল পাল্টে দিয়েছে। এমন কিছু বই পড়া মানে সভ্যতার একেকটি ধাপে যাওয়া। এমন কিছু বই আছে যা না পড়লে জীবন-ই তো বৃথা। কিংস্টোন বিশ্ববিদ্যালয় জানান যে যারা কল্পকাহিনি পড়ে, তারা সমাজে অন্য মানুষের তুলনায় বেশি আবেগপ্রবণ সহানুভূতিশীল ও উদার মানসিকতার আধিকারী হয়ে থাকে। জীবনের নানা ক্ষেত্রে তাদের ইতিবাচক চালচলন দেখতে পাওয়া যায়।

অন্তহীন জ্ঞানের আধার হল বই, আর বইয়ের আবাসস্থল হল লাইব্রেরি। মানুষের হাজার বছরের ইতিহাস ঘুমিয়ে আছে একেকটি লাইব্রেরির ছোট ছোট তাকে। লাইব্রেরি হল কালের খেয়াঘাট; যেখান থেকে মানুষ সময়ের পাতায় ভ্রমণ করতে পারে। তাই লাইব্রেরি হল আলোর পথে ডেকে চলা নীরব পথ প্রদর্শক। বৃহৎ আয়তনে বই সংগ্রহ ও পড়ার স্থান হচ্ছে লাইব্রেরি। লাইব্রেরিকে বলা হয় জ্ঞানের ভাণ্ডার। তাই তো লাইব্রেরি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, “মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবতার অমর আলোকে কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। ইহারা সহসা যদি বিদ্রোহী হইয়া ওঠে, নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া ফেলে, অক্ষরের বেড়া দগ্ধ করিয়া একবারে বাহির হইয়া আসে! হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত কত বন্যা বাঁধা আছে, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে মানব হৃদয়ের বন্যাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।” তাই ভিনসেন্ট স্টারেট বলেছেন, “আমরা যখন বই সংগ্রহ করি, তখন আমরা আনন্দকেই সংগ্রহ করি।” প্রক্ষান্তরে মার্কাস টুলিয়াস সিসারো বলেছেন, “বই ছাড়া একটি কক্ষ আত্মা ছাড়া দেহের মত।” কেননা সুইফটের মতে,“বই হচ্ছে মস্তিষ্কের সন্তান।”

কাগজের বইয়ের আবেদন কোন অংশেই কম নয়। বইয়ের পাতা উল্টানোর শব্দ, নতুন বইয়ের ঘ্রাণ, ছাপার অক্ষর ছুঁয়ে অনুভব কিংবা বাইরে ঝুম বৃষ্টিতে এক মগ কফি পাশে প্রিয় কোন বইয়ে হারিয়ে যাওয়া সবকিছুর মাঝেই অন্যরকম এক আনন্দ লুকিয়ে আছে। মন ও আত্মার শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য বই পড়ার কোন বিকল্প নেই। নিজেকে এবং বিশ্বকে চিনতে ও জানতে হলে বই-ই হতে পারে শ্রেষ্ঠ দর্পণ। বই পড়ার আনন্দের মধ্যে ডুব দিতে পারলে জগতের কোন কষ্টই স্পর্শ করতে পারে না। দার্শনিক ও নাট্যকার বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছেন, “জীবনের রূঢ় বাস্তবতা ও জটিলতা থেকে মুক্তি পেতে বইয়ের মাঝে ডুব দিতে হয়। কেননা বইয়ের নির্দেশনায় মানুষ খুঁজে পায় সঙ্গতি, সামঞ্জস্য ও এগিয়ে যাওয়ার রাস্তা।” ❑

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সাজ্জাদ শরিফ: বই পড়া, প্র ছুটির দিনে, দৈনিক প্রথম আলো, শনিবার, ৭ ডিসেম্বর ২০১৯।

আফসানা বেগম: বই বৈকি, অন্যআলো, দৈনিক প্রথম আলো, শুক্রবার, ৩১ জানুয়ারি ২০২০।

উন্নয়ন ভাবনা

২৫

ডক্টর ফাদার লিটন এইচ গমেজ সিএসসি

কারাবন্দিদের মঙ্গলবার্তা

১. গতবছর পুণ্য শুক্রবারে ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস কারাবন্দিদের সাথে আধ্যাত্মিক একাত্মতায় ক্রুশের পথ ধ্যান করেছেন। পোপ মহোদয় যিশুর ক্রুশের পথ অনুধ্যান লেখার জন্য আঠারোজনকে আমন্ত্রণ করেছেন। তারা নিজের জীবন অভিজ্ঞতা অনুধ্যান করেছে। আমন্ত্রিতদের মধ্যে পাঁচজন বন্দি, একটি পরিবার যারা হত্যার শিকার হয়েছে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রাপ্ত একজন বন্দির কন্যা, কারাগারের একজন শিক্ষক, একজন সিভিল ম্যাজিস্ট্রেট, একজন বন্দির মা, একজন কারা ধর্মশিক্ষক, একজন স্বেচ্ছাসেবক, একজন কারারক্ষী এবং একজন যাজক যিনি আট বছর বন্দি থেকে মুক্তি পেয়েছেন। কারা অন্ধকারে থেকেও ভাল চোরের মত খ্রিস্টকে অভিজ্ঞতা করার ফলে এক মুহূর্তে জীবন আলোতে উদ্ভাসিত হতে পারে। ঈশ্বরে যাদের অগাধ বিশ্বাস, পবিত্র আত্মার প্রদত্ত আশায় যারা পথ চলে তারাই হৃদয় গভীরে ভালবাসার আলোটি দেখতে পায়। এমনকি কারা অন্তরীণে অন্ধকারেও একটি আশার বাণী শোনতে পায় "কারণ পরমেশ্বরের অসাধ্য কিছুই নেই" *(লুক ১:৩৭)*। আসুন তাদের খ্রিস্টযিশুর অভিজ্ঞতা শুনি।

২. যাবজ্জীবন কারদণ্ড প্রাপ্ত একজন বন্দি ২৯ বছর যাবৎ কারা অন্তরীণে। তার অনুধ্যান- "যখন আমাকে আদালত কক্ষে আনা হয়েছে তখন 'ওকে ক্রুশে দাও, ক্রুশে দাও' এ চিৎকার শুনেছি। আবার খবরের কাগজ ও টেলিভিশন সংবাদে একই শ্লোগান আমি শুনতে পেয়েছি। আমি দোষী আর যিশু নির্দোষ ছিলেন। বাবার সাথে আমি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত আছি। কিন্তু শৈশবে চলার পথে পাবলিক বাসে, শ্রেণিকক্ষে ধনীর ছেলেরা আমাকে ক্রুশবিদ্ধ করেছে দিনের পর দিন, কারণ আমি গরীব। তাদের দ্বারা আমি মানসিক নির্যাতদের শিকার হয়েছি, আমার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। তারা অভিযুক্ত হয়নি, তাদের দণ্ড হয়নি। স্বাস্থ্যগত কিছু সমস্যা ছিল তাই প্রচুর অবজ্ঞা পেতে হয়েছে। তাই শৈশব থেকেই আমি ক্রুশবিদ্ধ। যিশুর যাতনাভোগের কাহিনী পড়ে ২৯ বছর পরেও আমি চোখের জল ফেলে কাঁদতে পারি। আমার সৌভাগ্য- আমার চোখের জল শেষ হয়ে যায়নি, লজ্জাবোধ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলিনি। যিশুর ক্রুশ যাতনাভোগ কাহিনী পড়ে আমি কখনও নিজেকে বারাব্বাস, কখনও পিতর এবং কখনও যুদাস অনুভব করে থাকি। কৃষ্ণকালো মেঘের পরে কররদ্রোজ্জ্ব দুপুরের আশায় জীবন এখনও প্রবাহমান। আমি খ্রিস্টযিশুর সঙ্গে পুনর্মিলিত হতে চাই *(২করি. ৫:২০)*।"

৩. একটি পরিবারের মা যাদের মেয়ে নির্দয়ভাবে হত্যার শিকার হয়েছে। সে অনুধ্যান করেছে- অন্যমেয়েটি কোনোভাবে প্রাণ রক্ষা পেয়েছে কিন্তু মিষ্টি হাসি বিনষ্ট করে দিয়েছে। খুনী এখন কারাগারে বন্দি। সময় চলে যায় কিন্তু ক্রুশের ভার কমে না। কন্যাকে ভুলতে পারি না, সে আমার সাথে থাকতে পারত কিন্তু এখন নেই। আমরা এখন বৃদ্ধ, বাড়িতে দিন দিন বিপদাপন্ন সময় আসছে। তবে হতাশাগ্রস্ত সময়ে যিশু বিভিন্ন উপায়ে আমাদের কাছে এসেছেন। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে আরো ভালবাসতে, আরো সমর্থন করতে অনুগ্রহ পেয়েছি। যিশু আমাদের বাড়ির দরজা দরিদ্র ও হতাশাগ্রস্থদের জন্য উন্মুক্ত রাখতে আহ্বান করেন। আমরা সাড়া প্রদান করি, আবার মানবকল্যাণ কাজ করতে শুরু করি। আমরা মন্দের কাছে আত্ম-সমর্পণ করতে চাই না। দয়া কাজের মাঝে বারে বারে মেয়েকে খুঁজে পাই। ঈশ্বরের ভালবাসায় সত্যই জীবন পুনর্বীকরণ সম্ভব। তাঁর পুত্র যিশু মানুষের দুঃখ লাঘব করতে যন্ত্রণা সহ্য করেছেন।

৪. একজন বন্দি যিশুর মাটিতে পতন অনুধ্যান করেছে- আমার প্রথম পতনটি আমি বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলাম; পৃথিবীতে ভাল বলতে কিছু আছে বুঝিনি। দ্বিতীয়টিতেও আমি বুঝিনি খুনের একটি পরিণতি আছে কারণ আমি ইতিমধ্যে বিবেকের ভিতরে মারা গিয়েছি। আমি বুঝতে পারিনি ধীরে-ধীরে আমার ভিতরেও মন্দতার ভাইরাস সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ছে। কৃষ্ণকালো অন্ধকার মেঘ আমার জীবনকে ঘিরে ফেলেছে এবং যখন-তখন ভয়ানক টর্নেডো হানা দিতে যাচ্ছে। ক্রোধ আমার দয়াশীলতা মেরে ফেলে, আমি জঘন্য মন্দ কাজ করে ফেলি। কারাগারের অন্যের খারাপ আচরণ আমাকে আত্ম-বিশ্লেষণ করতে শেখায়- আমার পরিবারকে আমি নষ্ট করে দিয়েছি। আমার কারণে তারা সুনাম, সম্মান ও মানবিক মর্যাদা হারিয়েছে। আমার পরিবার এখন 'খুনির পরিবার'। এখন আমার শাস্তিটি শেষ পর্যন্ত ভোগ করতে চাই। কারণ কারাগারে আমি এমন লোকদের খুঁজে পেয়েছি যারা আমার বিশ্বাস ফিরিয়ে দিয়েছে। আমি অতিশয় অপরাধী জেনেও দেখতে আসে, আশার কথা শুনায়, আমাকে ভালবেসে আলিঙ্গন করে ও খ্রিস্টকে গ্রহণ করতে সুযোগ করে দেয়।"

৫. অন্য একজন বন্দির অনুধ্যান- "আমার প্রথমবার পতন হয়েছে যেদিন মন্দ আমাকে আকৃষ্ট করেছে, মাদকদ্রব্যগুলো বাবার প্রতিদিন ১০ ঘন্টা পরিশ্রমের চেয়ে বেশি মূল্যবান ছিল। দ্বিতীয় পতন ছিল- যখন পরিবারকে ধ্বংস করেছি। মা এখন তার ছেলেকে দেখতে আসে, কিন্তু বন্দিকে নয়, মায়ের এমন মন আগে বুঝিনি। এখন বুঝতে শিখেছি, মায়ের চোখে তাকিয়ে দেখেছি মা সমস্ত লজ্জা নিজে গ্রহণ করেছে। বাবার মুখে তাকিয়ে দেখেছি বাবা গোপনে ঘরে একা বসে কেঁদে কেঁদে সময় পার করছে।"

৬. একজন বন্দির মায়ের অনুধ্যান- "আমার ছেলের পাপের জন্য আমি নিজে দোষী। আমি আমার নিজের দায়বদ্ধতার জন্যও ক্ষমা চাচ্ছি। আমি প্রার্থনা করি আমার সন্তান অপরাধের মূল্য পরিশোধ করে আমার কাছে নবজীবনে ফিরে আসবে। আমি অবিরাম প্রার্থনা করি- একদিন আমার সন্তান রূপান্তরিত মানুষ হয়ে উঠবে। ঈশ্বরকে, নিজেকে এবং অন্যদের ভালবাসতে শিখবে। মা মারীয়ার মতো আমি নিজেই কালভেরির পথে অভিজ্ঞতা করেছি, সন্তান যখন গ্রেপ্তার হয় সেদিন আমাদের পরিবারের পুরো জীবনটা বদলে গেছে। গ্রেপ্তার হওয়া ছেলের পিছনে পিছনে মা-মারীয়ার মত দীর্ঘপথ হেঁটেছিলাম। আপন বাড়িতে ছেলের সাথে আমরাও কারাগারে বন্দি আছি । মানুষের মন্তব্য একটি ধারালো ছুরির মতো হৃদয়কে বিদীর্ণ করে, হৃদয়ে সবকষ্ট সহ্য করছি কিন্তু তাকে কখনও ত্যাগ করিনি।"

৭. একজন বন্দির অনুধ্যান- "আমি যেদিন কারাগারে প্রবেশ করেছি আর সেদিন কারাগার আমার বাড়িতে প্রবেশ করেছে। আমি আমার শহরে সমাজের জঘন্য ব্যক্তি হয়েছি। সকলে আমাকে খুনি হিসেবে ডাকে, কি দুর্ভাগ্য আমার নামটিও হারিয়েছি। আমি কারাগারে বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছি, আমি যারা কারাগারে সেবাকাজ করতে আসে সেই চ্যাপলেইনদের মধ্যস্থতায় আবার বাঁচতে শিখেছি। আমার বন্দি সঙ্গিরা আমার ক্রুশ বহন করে সাইরিনির সিমোনের মত সাহায্য করছে। আমি স্বপ্ন দেখি একদিন আমি অন্যকে বিশ্বাস করতে সক্ষম হব। কাউকে না কাউকে সুখী করতে অন্যের ক্রুশ বহন করে সাইরিনির সিমোন হয়ে উঠব।"

৮. একজন বন্দির কিশোরী কন্যার অনুধ্যান- "আমি একজন বন্দির মেয়ে, আমি বাবার ভালবাসার অভাব অনুভব করি। আমার মা

হতাশার শিকার কারণ অনেক বছরপূর্বে বাবা কারাবন্দি, সংসার ভেঙে পড়েছে, খুব বেশি আর্থিক সংকট। আমি অল্প বেতনের কাজ শুরু করি, পরিস্থিতি আমাকে প্রাপ্তবয়স্কের অভিনয় করতে বাধ্য করেছে। বাবার পরিণতির জন্য বাড়িতে সমস্ত কিছু ক্রুশবিদ্ধ হয়ে আছে। যাদের বাবা যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ হয়েছে কেবল তারাই বুঝে। যতদূরের কারাগারেই স্থানান্তর করা হোক সেখানেই গিয়ে বাবার সাক্ষাৎ করি। যদি কারাগার কয়েকশ কিলোমিটার দূরেও হয়। আমি এখন বলি-'এটাই জীবন।' শুধু বাবার ভালবাসার কারণে আমি তার ফিরে আসার অপেক্ষায় আছি। এই আশা করাটা আমার অধিকার।"

৯. অন্য একজন বন্দির অনুধ্যান- "আমি কারাগার থেকেই ঠাকুরদাদা হয়েছি। আমার মেয়ের বিয়ে, গর্ভাবস্থা কিছুই দেখিনি। একদিন নাতনীকে আমার জীবনের গল্প শোনাব। আমার মন্দ কাজের গল্প নয়, হতাশার গল্প নয়, দুর্ভোগের গল্প নয়। তবে আমার বিশ্বাসের গল্প। আমি যখন বিশ্বের সবচেয়ে নিসঙ্গ মানুষ ছিলাম, একাকী মনে করেছি, ভেবেছি জীবনের অর্থ নেই, প্রায় যিশুর মত বারে বারে মাটিতে পড়ে যাচ্ছিলাম। নাতনীকে বলব- এমন সময় তোমার জন্ম সংবাদ আমাকে ঈশ্বরের নিকট ফিরে আসতে সাহায্য করেছে। আমি বুঝতে আরম্ভ করেছি ঈশ্বর আমাকে এখনও কত ভালবাসেন। জীবনটা কত সুন্দর, তিনি কত সুন্দর উপহার আমাকে দিয়েছেন। আমি ঈশ্বরের দান নাতনীকে সত্যিই কোলে জড়িয়ে নিব একদিন, এমন আশা আমি করতেই পারি। তাকে বলব- তুমি আমার দেবদূত।"

১০. আট বছর বন্দিজীবন থেকে মুক্ত একজন যাজকের অনুধ্যান" যত লজ্জাই আসুক না কেন, এক মুহূর্তের জন্য আমি সব শেষ হয়ে যেতে দেইনি। আমি স্থির করেছি আমি সর্বদা যাজক থাকব। আইনের মাধ্যমে আমি আমার ক্রুশ কমাতে পারতাম কিন্তু আমি চেয়েছি সবটুকু ক্রুশ বহন করতে। আমি নিয়মিত বিচারকের কাজে সহযোগিতা করেছি। আমি যাজক হিসেবে কয়েক বছর ধরে যাদের সেমিনারীতে পাঠিয়েছি তারা ও পরিবার আমার পাশে থেকে ক্রুশ বহন করতে সাহায্য করেছে। তারা নিয়মিত প্রার্থনা করেছে, আমার চোখের অনেক অশ্রু মুছে দিয়েছে। আমি যেদিন পুরোপুরি মুক্তি পাই, আমি নিজেকে দশ বছর আগের চেয়ে বেশি সুখী মানুষ মনে করেছি। মুক্ত হয়ে আমি আমার জীবনে প্রথম ঈশ্বরের কাজের অভিজ্ঞতা করেছি। ক্রুশে ঝুলন্ত অবস্থায় আমি যাজকত্বের অর্থ আবিষ্কার করেছি। প্রতিটি কারাবন্দির জীবন হউক এক একটি মঙ্গলবার্তা, খ্রিস্ট যিশু আমাদের সঙ্গেই আছেন।" ❑

৩য় মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত : সন্ধ্যা মনিকা পালমা
জন্ম : ২৪ জুন, ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১১ মার্চ, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
রাঙ্গামাটিয়া পশ্চিমপাড়া
রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী,
কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

কে বলে আজ তুমি নাই, তুমি আছ মন বলে তাই-
প্রার্থনা করি, হে প্রভু মাকে দিও
তোমার পাশে স্থান।।

মা,

দেখতে দেখতে পার হয়ে গেল তোমার চির বিদায়ের তিনটি বছর। সময় ও নদীর স্রোত যেমন কোনদিন আপন ঠিকানায় ফিরে আসেনা, ঠিক তেমনি তুমিও আমাদের মাঝে ফিরে আসবে না জানি। তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেলে স্বর্গধামে পরম পিতার কাছে। আমরা সর্বদা তোমার উপস্থিতি আমাদের মাঝে অনুভব করি। তুমি ছিলে বিনয়ী, নম্র, দয়ালু এবং প্রার্থনাশীল মানুষ। তোমার স্মৃতি তোমার আদর্শকে সামনে রেখে আমরাও যেন সব সময় চলতে পারি এমন আশীর্বাদ তুমি আমাদের দান কর। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন তোমার আত্মার চির শান্তি দান করেন এবং তোমাকে তাঁর কাছে স্থান দান করেন।

পরিবারের পক্ষে-
স্বামী : আব্রহাম কস্তা

বিপ্র/৪৬/২১

আমি বাংলায় কথা বলি

মার্সেল কান্টা

আমি বাঙাল জাত বাংলায় কথা বলি
প্রাণভরে মুই ভালোবাসি বুক ফুলিয়ে চলি।
ঝড়ঝাপটা বাঁধাবিঘ্নে আমি দৃঢ়চিত্ত নির্ভয়,
মাতৃভাষায় মা ডেকে সারা বিশ্বকে করি জয়।
পূজা বড়দিন ঈদ উৎসবে কাটে মোর দিন কাল,
পাজামা-পাঞ্জাবী ধুতি শাড়ি সাদাসিদে হালচাল ।
জারি সারি বাউল গানে মাঠঘাঠ উঠে মেতে,
নিত্যদিনের আরাধনায় আপনারে দেই পেতে।
চিতই পিঠা নব অন্ন চেঁপা শুঁটকি কই,
পেঁয়াজ লবন পান্তা-ইলিশ কাঁচালঙ্কা জুতসই!
শাকপিটুলী চচ্চড়ি রকমারি স্বাদের ভর্তা,
গিন্নি বসে রাঁধেন কঁসে চেটেপুটে খান কর্তা।
দিগন্তের প্রান্ত জুড়ে ঘন সবুজের ছায়া,
ষড় ঋতুর রাগ-বিরাগে অপরূপ স্নেহমায়া ।
যা আছে সব নিখাদ খাঁটি বাংলা মোদের গর্ব,
মূল্যমানে হয়তো তুচ্ছ চাই না তবুও স্বর্গ।

ছোটদের আসর

অতিথি

ড. আলো ডি'রোজারিও

করোনাকালের একদিন। দেখা হলো এক অতিথির সাথে। আমাদের গ্যারেজে। সাদাকালোয় মেশানো গায়ের রং। ডাকলো সেদিন সে মিষ্টি সুরে। একবার কী দু'বার । ডাক শুনে আমি অতিথির দিকে তাকালাম। সে দৌড়ে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল।

পরদিন ভোরে আবার দেখা। বসে আছে গ্যারেজে, সিঁড়ির পাশে। চুপচাপ। আমার দিকে তাকালো। কিন্তু শব্দ করে ডাকলো না। আমার হাতে ময়লার বালতি। গ্যারেজের এক পাশে রাখা ড্রামে আমি ময়লা ফেললাম। ময়লা ফেলে ফিরে আসছিলাম। পেছন ফিরে দেখি অতিথি ময়লাভরা ড্রামের ওপর। পা নেড়ে খাবার খুঁজছে। মুখ নেড়ে খাবার চিবুচ্ছে। আমি জানি ওর মুখের ভেতর কী; মাছের কাঁটা। এই মাত্র আমি ফেললাম তো।

এইভাবে চললো বেশ কয়েকদিন। আমি ময়লা ফেলতে যাই। আমার পেছন পেছন সে আসে। আমি ফিরলে লাফ দিয়ে উঠে ড্রামের ওপর। খাবার খোঁজে। পেলে খায়। এই গাড়ি সেই গাড়ির নিচে ঘুমায়। কেউ গাড়িতে উঠলে সে দৌড়ে পালায়। জীবন বাঁচাতে সে খুবই সতর্ক।

তিন দিন আগে ভোরবেলা দেখলাম সে এক কাণ্ড। দরজা খুলেই দেখি পাপোশের ওপর মস্ত বড় এক ইঁদুর। ঘাড় মটকানো। সদ্য মরা। পাশে বসে আছে আমাদের সেই অতিথি। আমাকে দেখে একবার তাকায় আমার দিকে, আর একবার আধমরা ইদুঁরের দিকে। আমি কী করবো ঠিক বুঝে ওঠতে পারছিলাম না। আমার এই অবস্থা দেখে হঠাৎ সে ইদুঁরটা খপ করে মুখে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল।

আমি নামলাম পিছু পিছু। আমার হাতের ময়লার বালতি খালি করলাম। আজ আর তার ময়লার ড্রামের দিকে যাবার কোনো তাগিদ নেই। তো থাকার কথাও না। সামনে যে তার কত বড় সুস্বাদু খাবার! শুরু করে দিল সে পরম সুখে খাওয়া। আমি যেমন মজা করে মুরগীর রোস্ট খাই।

তো অতিথির কথা ঘরে ফিরে আজই প্রথম সবার কাছে বললাম। একজন বাদে সবার পরামর্শ একদম পাত্তা না দেবার। পাত্তা দিলে ঘরে ঢুকে যাবে। ঘরে ঢুকলে বিপদ হবে। পরিবারের সবচেয়ে ছোট পাঁচ বছর বয়সী নম্রতা বললো, ওকে ঘরে নিয়ে আসো। আমি দেখে রাখবো। কারো কোনো ক্ষতি সে করতে পারবে না।'

সন্ধ্যায় আগে আগে দরজা খুলে দেখি সেই অতিথি পাপোশের ওপর বসে আছে। আমি সরতে বললাম। সে সরলো না। উল্টো এগিয়ে এসে আমার পা ঘেঁষে দাঁড়ালো। আমি পিছিয়ে এসে ধমক দিলাম। ধমকটা আস্তে দিলাম পাছে না আবার নম্রতা শুনে ফেলে। শুনলে আবদার করতে পারে, অতিথিকে ঘরে নিয়ে আসতে।

আমার ধমককে অতিথি কোনো পাত্তাই দিল না। কোনো কিছু শুনতে পায়নি এমন ভাব করে বরং ঘরে ঢুকতে এগিয়ে এল। আমি এবার বেশ জোরে ধমক দিয়ে বললাম, 'কী সাহস!' আমার কড়া ধমক শুনে অতিথির কাতর চোখে ডাক- মিউ মিউমিউ, মিউ মিউমিউ। অতিথির ডাক শুনে নম্রতা দৌড়ে আমার কাছে এসে বললো:

- দাদু, ও বলছে- 'আমাকে ঘরে ঢুকতে দাও'।
- তা তুমি বুঝলে কীভাবে? আমি জানতে চাইলাম।

- আমি তো ওর কথা বুঝতে পারি।

- তাই !

আমি রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে নম্রতার দিকে তাকালাম। এই ফাঁকে অতিথি ঘরে ঢুকে গেল॥ ❑

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

মানুষের আচরণ

এলেক্স প্যাট্রিক গমেজ

পৃথিবীতে এমনও মানুষ আছে, যারা
নিজের স্বার্থ বোঝে

আবার এমনও আছে, যারা নিজেকে
রিক্ত করে সকলের মাঝে।

পৃথিবীতে এমনও মানুষ আছে, যারা
ঈশ্বরের পূজা করে

আবার এমনও মানুষ আছে, যারা
টাকাকে ঈশ্বর বলে মানে।

পৃথিবীতে এমনও মানুষ আছে, যারা
নিজের মা-বাবাকে বিক্রি করতে দ্বিধা
নাহি করে

আবার এমনও মানুষ আছে, যারা নিজের
মা-বাবাকে নিত্য ভালবাসে।

পৃথিবীতে এমনও মানুষ আছে, যারা
সৃষ্টির যত্ন নেওয়ার বদলে নষ্ট করে আগে

আবার এমনও মানুষ আছে, যারা সৃষ্টির
যত্ন নেওয়ার জন্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে।

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

কার্ডিনাল তাগলে ভাতিকান ট্রেজারি ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সদস্য হলেন

পোপ ফ্রান্সিস গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ বিশ্বাস বিস্তার সংস্থার প্রিফেক্ট কার্ডিনালে লুইস আন্তনিও তাগলেকে ভাতিকানের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ প্রশাসনের সদস্য করেছেন। এই প্রশাসন ভাতিকান ট্রেজারি ও ভাতিকান ব্যাংক দেখাশুনা করেন। উক্ত অফিস রোমান

কার্ডিনাল লুইস আন্তনিও তাগলে

কুরিয়ার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল সরবরাহ করার জন্য ভাতিকানের নিজস্ব ধারাগুলো নিয়ে কাজ করে। বর্তমানে ইতালিয়ান বিশপ নুস্যিও গালানতিনো এই প্রশাসনের প্রধান। এই অফিস ভাতিকানসিটির কর্মীদের বেতন ও পরিচালনা ব্যয় সংকুলান করে থাকে। ভাতিকানের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ প্রশাসনের প্রায় ১০০জন কর্মী ও সহযোগী রয়েছে এবং ৮জন কার্ডিনাল রয়েছেন যারা প্রেসিডেন্টের সাথে কাজ করেন। সম্প্রতি পোপ ফ্রান্সিস ভাতিকানের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ প্রশাসন বা এপিএস এর নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছেন ভাতিকানের আর্থিক সেক্টর ও ভাতিকানসিটির কেন্দ্রীয় প্রশাসনের মালিকাধীন রিয়েল এস্টেট হোল্ডিংসসমূহ।
কার্ডিনাল তাগলে ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বাস বিস্তার সংস্থার প্রধান হিসেবে ভাতিকানে রয়েছেন। একই বছরের মে মাসে তাকে 'কার্ডিনাল বিশপ' পদমর্যাদায় উন্নীত করা হয়। 'কার্ডিনাল বিশপ' কার্ডিনাল পরিষদে সর্বোচ্চ মর্যাদা। 'কার্ডিনাল বিশপ' থেকেই কার্ডিনালদের ডিন নির্বাচিত হন; যিনি পোপশূণ্য অবস্থায় পোপীয় নির্বাচনে সভাপতিত্ব করেন। জুলাই মাসে কার্ডিনাল তাগলে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ পরিষদের সদস্য হন। এতসব দায়িত্বের সাথে কার্ডিনাল তাগলে দ্বিতীয়বারের মতো কারিতাস ইন্টারন্যাশনালিজের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

এখানে দু'জন পোপ নেই

- পোপ এমিরিতুস ষোড়শ বেনেডিক্ট

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ পোপ এমিরিতুস ষোড়শ বেনেডিক্ট তার পোপীয় শাসন-ক্ষমতা থেকে অব্যাহতি দেন। ২০২১ খ্রিস্টাব্দের একই দিনে ইতালিয়ান পত্রিকা কুরিয়ার দেল্লা সেররা'কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, পোপীয় শাসন-ক্ষমতা থেকে অব্যাহতি নেওয়ার সিদ্ধান্তটি কঠিন হলেও সম্পূর্ণ সচেতন ও স্বেচ্ছাতেই তা করেছেন। তাই তার কোন অনুশোচনা আসেনি। কিছু ধর্মান্ধ বন্ধুরা যারা পোপ বেনেডিক্টের অব্যাহতিকে ষড়যন্ত্র হিসেবে অভিহিত করার দুরভিসন্ধি করেন। তাদেরকে কুরিয়ার দেল্লা সেররার মাধ্যমে তাঁর একই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে বলেন, তাঁর সিদ্ধান্তটি কঠিন হলেও সঠিক। তিনি তা করে ভাল করেছেন। যদিও তাঁর কিছু গোড়া বন্ধুরা তাঁর এই সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করতে চায়নি। তারা ভাতিলিকস্ স্ক্যাণ্ডালের কথা বলে আমার বিবেকপ্রসূত সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনীহা করে। কিন্তু আমি আমার বিবেকের কাছে পরিপূর্ণভাবে পরিস্কার। ইতালিয়ান পত্রিকার সাথে সাক্ষাৎকারে পোপ ফ্রান্সিসের ইরাক সফরের প্রসঙ্গ এনে বলেন, 'আমি মনে করি এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রৈরিতিক সফর হবে যদিও দুর্ভাগ্যবশত তা কঠিন সময়ে হতে যাচ্ছে। তাই কোভিড সময়ে নিরাপত্তাজনিত কারণে তা বিপদজ্জনক সফরও হতে পারে। এ সময়টি ইরাকও অস্থির সময় অতিক্রম করছে। প্রার্থনাতে আমি পোপ ফ্রান্সিসের সাথে আছি।'

ইরাকে পোপ ফ্রান্সিসের প্রৈরিতিক সফর

বেশ আগেই পোপ ফ্রান্সিস তার ইরাক সফরের কথা জনগণকে জানিয়েছিলেন। ভাতিকানের প্রেস অফিস ৩ মার্চ ২০২১ খ্রিস্টাব্দে পোপ মহোদয়ের ইরাক সফরের বিস্তারিত তুলে ধরেছে। পোপ মহোদয়ের এই সফর শুরু হবে মার্চ ৫ থেকে এবং শেষ হবে ৮ মার্চ, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ। ৫ মার্চ সকালে রোমের এয়ারপোর্ট থেকে যাত্রা শুরু করে দুপুরে বাগদাদ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে এসে পৌছবেন। পোপীয় সফরের আনুষ্ঠানিকতায় প্রথমেই রয়েছে স্বাগত-অভ্যর্থনা যা সংগঠিত হয় বাগদাদের প্রেসিডেন্ট

প্রাসাদে। এরপর অনতিবিলম্বে পোপ মহোদয় সৌজন্য সাক্ষাৎ দান করবেন ইরাকের প্রেসিডেন্টকে। এর পরপরই প্রশাসনের কর্মকর্তা ও ডিপ্লোমেটিক গ্রুপের সদস্যদের সাথের পোপ মহোদয় সৌজন্য সাক্ষাৎ দিবেন। একইদিনে বাগদাদে অবস্থিত আমাদের মুক্তিদায়িনী মায়ের ক্যাথিড্রাল গির্জায় সকল বিশপ, পুরোহিত, উৎসর্গীকৃত নারী-পুরুষ, সেমিনারীয়ান ও ধর্মশিক্ষকদের সাথে দেখা করবেন। ৬ মার্চ পোপ মহোদয় বাগদাদ থেকে নাযাফ যাবেন। সেখানে গ্র্যাণ্ড আয়াতুল্লাহ সায়ীদ আলী আল-হোসামী আল-সিস্টানীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে আন্তঃধর্মীয় সমাবেশে যোগ দিতে নাসিরাতে চলে যাবেন। একইদিনে বাগদাদে ফিরে এসে বাগদাদে অবস্থিত সাধু যোসেফের কালসেদীয়ান ক্যাথিড্রালে পবিত্র খ্রিস্টযাগ করবেন। ৭ মার্চ রবিবার পোপ মহোদয় ইরাকের ঐতিহাসিক শহর এব্রিল ও মসুল এ যাবেন। এব্রিলে ইরাকি কুর্দিস্তানের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতারা পোপ মহোদয়কে অভ্যর্থনা জানাবে। সেখান থেকে হেলিকপ্টারযোগে পোপ ফ্রান্সিস যাবেন মসুলে। সেখানে গিয়ে সকলের সাথে বিশেষ করে যারা যুদ্ধের কারণে হতাহত হয়েছেন তাদের মঙ্গলের জন্য রোজারিমালা প্রার্থনা করবেন। কোরাকুশ গোষ্ঠীকে দেখে পোপ মহোদয় পুনরায় এব্রিলে ফিরে যাবেন এবং ফ্রান্সো স্টেডিয়ামে সকলের জন্য পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করবেন। বিদায় অভ্যর্থনার পর তিনি দিনের শেষভাগে রোমে ফিরবেন।

উল্লেখ্য ইরাকি খ্রিস্টানেরা অনেকদিন ধরেই পোপ মহোদয়ের সফরের প্রত্যাশায় রয়েছেন। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে সাধু পোপ ২য় জন পল পরিকল্পনা করেছিলেন মহান জুবিলীর যাত্রার সূচনায় পরিত্রাণের জায়গাগুলো সফরের। তাই তিনি কালদেসের উর এ গুরুত্বপূর্ণ তীর্থ যাত্রা করতে চেয়েছিলেন। ইহুদী, খ্রিস্টান ও মুসলিমদের কাছে গ্রহণীয় বিশ্বাসীদের পিতা আব্রাহামের স্থান থেকেই তা শুরু করতে চেয়েছিলেন। পোপ ২য় জন পলের সেই সফর ঐ সময়ের ইরাকী শাসক সাদ্দাম হোসেনকে আরো বেশি শক্তিশালী করে তোলার সম্ভাবনা থাকায় অনেকেই তা থেকে বিরত থাকতে বলেন। যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও পোপ ২য় জন পল ইরাক সফরে দৃঢ় ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু একদম শেষ মুহূর্তে ইরাকী প্রেসিডেন্টের বিরোধিতার কারণে প্রৈরিতিক সেই সফরটি হয়ে ওঠেনি। ইরাক সফর করতে না পারা পোপ ২য় জন পলের অন্তরে একটি গভীর ক্ষত ছিল। অবশেষে পোপ ফ্রান্সিস ইরাক সফরে গেলেন। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ ইরাকে খ্রিস্টানদের সংখ্যা ছিল বর্তমানের তিনগুনেরও বেশি॥

- তথ্যসূত্র : *news.va*

তুইতাল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

পোস্ট অফিস : দাউদপুর, জেলা: ঢাকা, বাংলাদেশ

রেজি নং ০১, তারিখঃ ২০/০৮/১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ সংশোধিত রেজি নংঃ ৬৫, তারিখ: ১৭/১১/২০০৯ খ্রিস্টাব্দ

৪৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি
(১ জুলাই ২০১৯ খ্রীষ্টাব্দ হতে ৩০ জুন ২০২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)

এতদ্বারা তুইতাল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যাদেরকে জানাই সমবায়ী প্রীতি ও শুভেচ্ছা। সেই সাথে আপনাদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ৯ এপ্রিল, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার সকাল ০৯:৩০ মিনিটে ফাদার ল্যারী পালকীয় মিলনায়তনে তুইতাল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর ৪৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্ধারিত সময়ে সকল সদস্য-সদস্যাদেরকে উপস্থিত থেকে সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে -

খ্রীষ্টফার গমেজ
চেয়ারম্যান
তুইতাল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

অঞ্জলী মারীয়া দেছা
সেক্রেটারি
তুইতাল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ [সকাল ৮টা থেকে ১০টার মধ্যে যারা নাম রেজিষ্টেশন করবেন, তাদের নামই কেবল কোরাম পূর্তি র‍্যাফেল ড্রতে অর্ন্তভূক্ত করা হবে। কোরাম পূর্তি র‍্যাফেল ড্রতে আর্কষনীয় পুরষ্কার প্রদান করা হবে।]

অনুলিপি ঃ
১. সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
২. উপজেলা সমবায় অফিস
৩. অফিস নোটিশ বোর্ড।

বিপ্র/৫৩/২১

ধরেন্ডা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

ফাঃ লিউ জে.সালিভ্যান (সি.এস.সি) ভবন, ধরেন্ডা মিশন, ডাকঘর-সাভার, জেলা-ঢাকা
ফোন: ০১৮৭৭-৭৫৮৬৭১, ই-মেইল : dcccu.ltd@gmail.com
ওয়েব সাইট: www.dcccul.com, স্থাপিত ঃ ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ
রেজি. নং-৮-১০/১০/১৯৮৫ খ্রীঃ ও পুনঃ রেজি. নং-৪২-৩/১২/২০০৩ খ্রীঃ

৩২ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ধরেন্ডা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট সকলের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১৬ এপ্রিল, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখ, রোজ শুক্রবার সকাল ১০:০০ ঘটিকায় ধরেন্ডা মিশন মাঠ প্রাঙ্গণে সমিতির **"৩২তম বার্ষিক সাধারণ সভা"** (স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ করে)অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের সম্মানিত সকল সদস্যকে সমিতির নিজ নিজ সদস্য আইডি কার্ড, বার্ষিক সাধারণ সভার প্রতিবেদনসহ সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে যথা সময়ে উপস্থিত হয়ে সভার কার্যক্রমকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি।

ধন্যবাদান্তে,

মাইকেল জন গমেজ
প্রেসিডেন্ট
ধরেন্ডা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

জুয়েল সিরিল কস্তা
সেক্রেটারি
ধরেন্ডা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

তারিখ ঃ ২৭/০২/২০২১ খ্রিস্টাব্দ

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ

(ক) সমবায় সমিতি আইন ২০০১ (সংশোধনী-২০১৩) এর ধারা ৩৭ মোতাবেক কোন সদস্য সমিতিতে শেয়ার,ঋণ ও অন্যান্য কোন প্রকার খেলাপী হলে তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত সদস্য সাধারণ সভায় তার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না।

(খ) উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় যে সকল নিয়মিত সদস্য সকাল ৮:০০ ঘটিকা থেকে সকাল ১০:০০ ঘটিকার মধ্যে সভাস্থলে উপস্থিত হয়ে হাজিরা বহি'তে স্বাক্ষর করবেন শুধুমাত্র তাদেরকেই তাৎক্ষণিক কোরাম পূর্তি লটারীর পুরস্কার প্রদান করা হবে।

বিপ্র/৫৪/২১

রমনায় এনিমেটর গঠন প্রশিক্ষণ কোর্স-২১

নিশাত এ্যান্থনী ■ ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশনের আয়োজনে বিগত ১৮-২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ ঢাকা আর্চডায়োসিসান সেন্টার, রমনায় "এনিমেটর যুবা সহযাত্রী" উক্ত মূলসুরে যুবা এনিমেটর গঠন প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। এই কোর্সের উদ্বোধনী দিনে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ। তিনি তার উপদেশবাণীতে বলেন, এনিমেটর হওয়ার অর্থ হল একটি আহ্বানে সাড়া দান করা। যখন আমরা অন্তর-মনে যিশুর সাথে যুক্ত হই তখন যিশু আমাদের সহযাত্রী হন কিংবা আমরা যখন যিশুর সহযাত্রী হই তখন আমরা অন্যের মধ্যে জীবন আনয়ন করতে পারি। রাতে ছিল পরিচিতিপর্ব। এর শুরুতে সকল যুবাদের মঙ্গল ও আলোকিত জীবন কামনায় পঞ্চপ্রদীপ প্রজ্বলন করা হয়। বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ সহ একজন এনিমেটর এবং অংশগ্রহণকারী যুবা ভাই-বোনদের মধ্য থেকে তিনজন প্রদীপ প্রজ্বলন করেন। এরপর এনিমেটরদের নৃত্য এবং ক্ষুদ্র নাটিকার মাধ্যমে পরিচিতি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। তারপর ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় কমিটি-কমিশন এর সমন্বয়কারী ফাদার রনজিত সিপ্রিয়ান গমেজ সেন্টার ব্যবহারে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দান করেন। উক্ত কোর্সের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন যুব সমন্বয়কারী ফাদার নয়ন লরেন্স গোছাল। তিনি বলেন, যিশুই হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ এনিমেটর বা জীবন সঞ্চারী। কেননা তিনি সর্বপ্রথমে নিজ জীবন দিয়ে মানুষের জন্যে নব জীবন আনয়ন করেছেন। পরের দিন সকালে খ্রিস্টযাগ দিনের কার্যক্রম শুরু হয়। উক্ত দিনে এনিমেটর কে? তার প্রয়োজনীয়তা, যুব গঠনে ও যুব কার্যক্রমে তার ভূমিকা, সঙ্গ, সৃজনশীলতা ও দায়িত্ব-কর্তব্য-এর উপর সহভাগিতা করেন এপিসকপাল যুব কমিশনের সমন্বয়কারী ব্রাদার উজ্জ্বল পেরেরা সিএসসি। এরপর এনিমেটরদের দক্ষতা ও গুণাবলী - ফাদার পিটার শ্যানেল গমেজ এবং এনিমেশন, সঞ্চালনা, উপস্থাপনা, অভিনয়, ঘোষণা অনুশীলন এর উপর বিশেষ অধিবেশন পরিচালনা করেন- তিয়াস পালমা। ঐদিন সন্ধ্যায় পবিত্র ক্রুশের আরাধনা হয়। এতে অংশগ্রহকারীগণ পুনর্মিলন সংস্কার গ্রহণ করে। পরের দিন "অনুষ্ঠান সঞ্চালনা"- এর উপর অধিবেশন পরিচালনা করেন নটরডেম কলেজ এর পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক তিতাস রোজারিও। পরে অংশগ্রহকারীগণ দলীয় আলোচনা এবং প্রতিবেদন পেশ করে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সার্টিফিকেট বিতরণ করেন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই। তিনি সমাপনী দিনের খ্রিস্টযাগের উপদেশে যুবাদের খ্রিস্টীয় বিশ্বাসে গঠন লাভের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। একই সাথে তিনি বলেন, যিশু হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ এনিমেটর, যিনি সেবা পেতে নয় সেবা করতে এ জগতে এসেছিলেন এবং সেবা করেছেন। সেবা করতে করতে তিনি নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন তাই আমরা এনিমেটর হতে চাইলে আমাদের সেবক হতে হবে। খ্রিস্টযাগের পর আর্চবিশপ মহোদয় কোর্সের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করেন। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশনের যুব সমন্বয়কারী ফাদার নয়ন লরেন্স গোছাল উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সকে সফল করতে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। উক্ত কোর্সে ৩৩জন ছেলে এবং ১৮জন মেয়ে মোট ৫১জন অংশগ্রহণকারী, কমিশনের ১৪জন এনিমেটর, ১জন ফাদার ও ১জন সিস্টারসহ মোট ৬৬জন এতে অংশগ্রহণ করে॥

বান্দরবানে শিশুমঙ্গল সেমিনার

সিস্টার চামেলী এলএইচসি ■ গত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, রবিবার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে, চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিসের সাধু পিতর ধর্মপল্লী, লামায় অর্ধদিন ব্যাপী শিশুমঙ্গল সেমিনার করা হয়। এই সেমিনারে শিশু এনিমেটরসহ ৬০জন শিশু অংশগ্রহণ করে। সকালের খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে এই সেমিনার শুরু হয়। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন পাল-পুরোহিত ডমিনিক রোজারিও ওএমআই। খ্রিস্টযাগের পর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহীদ দিবস উপলক্ষে গির্জা প্রাঙ্গণে নির্মিত শহীদ মিনারে বীর শহীদদের প্রতি ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়। শ্রদ্ধা নিবেদনের পর সিস্টার এস্থার এলএইচসি এর স্বাগত বক্তব্য ও মূলসুরের শুভ উদ্বোধনের মধ্যদিয়ে শিশুদের নিয়ে দিনের কর্মসূচী শুরু হয়। এই সেমিনারের

মূলসুর ছিল "আমি ঈশ্বরের প্রিয় সন্তান"। এই মূলসুরের উপর সিস্টার এস্থার শিশুদের উপযোগি করে সুন্দর গঠনমূলক সহভাগিতা করেন। তিনি বলেন, যিশু আমাদের সব সময় তাঁর সাথে থাকার আহ্বান করেন। আমরা সবাই ঈশ্বরের প্রিয় সন্তান। শিশু হিসাবে আমাদের করণীয় দায়িত্ব হলো প্রার্থনা করা, লেখাপড়া করা, বাবা-মার কথা শোনা, গির্জায় প্রতিদিন খ্রিস্টযাগে যোগদান করা, শিশুমঙ্গল ক্লাশে অংশগ্রহণ করা ও পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। সহভাগিতার পর সিস্টার চামেলী এলএইচসি এর পরিচালনায় শ্রেণীভিত্তিক চিত্রাঙ্কণ ও প্রতিভা বিকাশ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এরপর সিস্টার প্রনালীকা এলএইচসি প্রায়শ্চিত্তকালের তাৎপর্য শিশুদের মাঝে সহভাগিতা করেন। পরিশেষে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। আয়োজক কমিটি সকল সিস্টার, এনিমেটর ও শিশুদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। শিশুদের সক্রিয় অংশগ্রহণে ও সুন্দর আনন্দঘন পরিবেশে শিশু মঙ্গল সেমিনার সমাপ্ত হয়॥

কারিতাস চট্টগ্রাম অঞ্চলের চন্দনাইশে মনো-সামাজিক জীবন দক্ষতা ও নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ ২০২১

ভিনসেন্ট ত্রিপুরা ■ গত ১৭-১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, খানদিঘী বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, চন্দনাইশ চট্টগ্রাম এর কিশোর-কিশোরীদলের পিয়ার লিডার এবং কোর লিডার মোট ৩২জন ছেলেমেয়েদের নিয়ে তিনদিনব্যাপী " মনো-সামাজিক জীবন দক্ষতা ও নেতৃত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ" অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমদিন সকাল ৯:৩০ মিনিট হতে প্রশিক্ষণের রেজিস্ট্রেশন এবং ১০ ঘটিকায় উক্ত প্রশিক্ষণের উদ্বোধন পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। সহায়ক হিসেবে

দায়িত্ব পালন করেন লিটন রেমা ও লতিকা কস্তা, মিরপুর, ঢাকা এবং মিসেস্ জসিন্তা দাশ ও ভিনসেন্ট ত্রিপুরা।

প্রশিক্ষণ পূর্বক যাচাই, শিশু বৃদ্ধি, বিকাশ, চাহিদা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শৈশব, কৈশোর বয়সের জীবনরেখা তৈরী, জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ ও নিরাপদ মাতৃত্ব বিষয়, কৈশোর কালীন পরিবর্তন ও সংকট, মানব প্রজনন তন্ত্রের পরিচিতি ও গর্ভধারণ এবং মাইক্রোপ্ল্যান তৈরী ও কৌশল। মনো-সামাজিক জীবন দক্ষতা ও বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট, মূল্যবোধ ও অনুভূতি প্রকাশ, বিভিন্ন চাপ, সমঝোতা ও দূর্যোগকালীন ঝুঁকি প্রতিরোধ পদ্ধতি, ধূমপান ও মাদকাসক্ততা প্রতিরোধ আমাদের দায়িত্ব, যৌন নিপীড়ন/নির্যাতন ও আমাদের দায়িত্ব, জীবন দক্ষতা শিক্ষার মাধ্যমে আচরণিক পরিবর্তন। যৌনরোগ, এইচআইভি ও এইডস প্রতিরোধ, জেন্ডার বৈষম্য ও স্বাস্থ্যগত প্রভাব, সুষ্ঠু মনোনয়ন ও বিবাহ এবং বিবাহের দায়িত্ব ও কর্তব্য, নেতৃত্বের ধারণা ও একজন যোগ্য নেতার গুণাবলী, পিয়ার এডুকেটর, অধিকার ও স্থানীয় সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান, সুপারভিশন ও রিপোর্ট এবং সর্বশেষ প্রশিক্ষণ উত্তর যাচাই। দ্বিতীয় দিনের অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: জয়নাল আবেদীন, সহকারী প্রধান শিক্ষক, খানদিঘী বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম। অশংগ্রহণকারীদের মতামত ও শিক্ষণীয় বিষয়ের সহভাগিতার পর তিনদিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর পরিসমাপ্তি ঘটে॥

জাফলং ধর্মপল্লীতে পরিবার ও ভক্তজনগণ বিষয়ক সেমিনার

যোশুয়া খংস্লিং ■ গত ২১ ফেব্রুয়ারি, রবিবার ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, সাধু প্যাট্রিকের গির্জা জাফলং গোয়াইনঘাট, সিলেট এ "আমরা সবাই ভাইবোন এর আলোকে প্রকৃতির যত্নে আমাদের করণীয়" এই মূলসুরের আলোকে এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে ২জন ফাদার ও ১৩৫জন খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করেন। সকাল ১০টায় খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ফাদার বাপ্পী এনরিকো ক্রুজ। তিনি বাণীপাঠের আলোকে সুন্দর সহভাগিতা করেন। তিনি বলেন, ঈশ্বর সবাইকে ভালবাসেন, তিনি মানুষের ধ্বংস চান না। তিনি চান মানুষ যেন পরিত্রাণ লাভ করে। তাঁর ভালবাসা সব সময় মানুষের সঙ্গে থাকে তা আবিষ্কার করতে হয়। তাছাড়া বাস্তবতার আলোকে তিনি সুন্দর, প্রাণবন্ত সহভাগিতা করেন। যা সবাইকে আরও ঈশ্বরের ভালবাসা উপলব্ধি করতে অনুপ্রাণিত করেছে। খ্রিস্টযাগের শেষে জাফলং ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা পোপের পালকীয় পত্র "আমরা সবাই ভাই বোন এর আলোকে প্রকৃতির যত্নে আমাদের করণীয়", এ বিষয়ের উপর সহভাগিতা করেন। তিনি বলেন, প্রকৃতি ঈশ্বরের দান। এ দানের মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের উপস্থিতি বুঝতে পারি। এই গোটা বিশ্বের সবাই আমরা একই পরিবারের সদস্য- সদস্যা। এই পরিবারের সদস্য সদস্যা হিসেবে আমরা সবাই ভাই-বোন। আমাদের একের প্রতি অন্যের দায়িত্ব রয়েছে আমরা যেন সর্বদা একে অন্যের মঙ্গল করার চেষ্টা করি। অন্যকে জীবনের পথ দেখাই। প্রকৃতি আমাদের বিশ্ব পরিবারেরই অংশ। আমরা যেন এর যত্ন নেই রক্ষনাবেক্ষণ করি। প্রকৃতি সুস্থ্য থাকলে আমরা সুস্থ থাকব। আমরা যেন পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে রোধ করি। তাছাড়া প্রত্যেকে যেন এই বিশেষ বর্ষে ২টি করে গাছ লাগাই। এর মধ্যদিয়ে প্রকৃতিকে মানুষের বাসযোগ্য করে গড়ে তুলি। ফাদার বাপ্পী এনরিকো ক্রুজ উপবাসকাল সম্পর্কে সুন্দর সহভাগিতা করেন। তার সহভাগিতার মধ্য দিয়ে প্রকৃত উপবাস কি তা জানতে পেরেছে। ওয়েলকাম লম্বা পালকীয় পরিষদের সেক্রেটারী উপবাস কালে আমাদের করণীয় কি? এবং কিভাবে আমরা মণ্ডলীতে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারি সেই বিষয়ে তাদের উপযোগী করে খাসিয়া ভাষায় সহভাগিতা করেন। তার সহভাগিতার মধ্য দিয়ে তারা কিভাবে উপবাস কালে আরও সক্রিয়ভাবে মণ্ডলীতে অংশগ্রহণ করবে সেই নিকনির্দেশনা লাভ করেছে। সবাই এই সেমিনারের মধ্য দিয়ে পোপের দুটি পালকীয় পত্র সম্পর্কে জানতে পেরেছে ডনবস্কো খংলা সবাইকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য ও সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানান। দুপুর ১২:৩০ মিনিটে এই সেমিনার শেষ হয়॥

ফৈলজানা ধর্মপল্লীতে শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন

ফাদার বিকাশ কুজুর সিএসসি ■ বিগত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ রবিবার ফৈলজানা ধর্মপল্লীতে শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। সকাল ৯:৩০ মিনিটে শিশুদের মঙ্গল কামনায় দিনের দ্বিতীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের পন্টিফিক্যাল মিশন সোসাইটি'র (পিএমএস) সদস্য ফাদার পিউস গমেজ। উপদেশে তিনি বলেন, "আজকের শিশুরাই ফৈলজানার ভবিষ্যৎ। তাই তাদের বিশেষ যত্ন নিতে হবে। পিতা-মাতাগণ যেন তাদের সন্তানদের কাছে সঠিক শিক্ষা ও আদর্শ প্রচার করেন। পাশাপাশি, বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখান।" খ্রিস্টযাগের পর ছেলেমেয়েরা হাতে ফুল নিয়ে 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' গানটি গাইতে গাইতে সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স জুনিয়র হাইস্কুলে যায়। সেখানে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে বাইবেল ভিত্তিক বিভিন্ন স্লোগান দিতে দিতে আবার মিশনে ফিরে আসে। অতপর সকলে হাল্কা জলযোগ করে। দিনের দ্বিতীয় পর্বে সকলে ধন্য বাসিল আন্তনী মেরী মরো হলঘরে একত্রিত হয়। অতপর ধর্মপল্লীর পালক পুরোহিত ফাদার এ্যাপোলো লেনার্ড রোজারিও সিএসসি সকলের উদ্দেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন। পরে ছেলেমেয়েরা ক্লাশ অনুযায়ী প্রার্থনা ও বাইবেল কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অতপর ফৈলজানা শিশুমঙ্গল সংঘের আহ্বায়ক সিস্টার অর্ঘ্য এসএমআরএ সকলের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। শেষে দুপুরের আহারের মধ্য দিয়ে এ বিশেষ দিবসের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়॥

বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর কমিশন ও সংস্থাসমূহের বার্ষিক সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি ■ বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীতে ১৫টি কমিশন ও সংস্থা রয়েছে যা এক কথায় 'এপিসকপাল বডি' নামে পরিচিত। প্রতিটি এপিসকপাল বডি তাদের বাৎসরিক কর্মকাণ্ডের বিবরণ, কর্মক্ষেত্রে কি ধরণের সমস্যা বা চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হয়েছে তার বিবরণ এবং সঙ্গে সঙ্গে নতুন বৎসরের পরিকল্পনা ও কিছু প্রস্তাবনাসহ রিপোর্ট প্রস্তুত করে আগেই সিবিসিবি সেক্রেটারীয়েটে জমা দেন। সিবিসিবি সেক্রেটারীয়েট সমন্বয় কমিটি রিপোর্টগুলোর সারসংক্ষেপ প্রস্তুত করে। প্রস্তুতকৃত সংক্ষিপ্ত রিপোর্টটিই বার্ষিক সভাতে পেশ করা হয়। গোটা বিষয়টিই মাল্টি মিডিয়ার মাধ্যমে সকলের সামনে তুলে ধরা হয়। বিশপ সম্মিলনীর কমিশন ও সংস্থাসমূহ তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে।

সেবাকাজ বিষয়ক কমিশন হলো: উপাসনা ও প্রার্থনা, ধর্মশিক্ষা ও বাইবেল সেবাকাজ, পারিবারিক জীবন, স্বাস্থ্যসেবা, ন্যায্যতা ও শান্তি, খ্রীষ্টীয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ, সামাজিক যোগাযোগ কমিশন ও ঐশতত্ত্ব বিষয়ক কমিশন।

ব্যক্তি বিষয়ক কমিশন হলো : যুব, ভক্তজনসাধারণ, পুরোহিত ও সন্ন্যাসব্রতী সংঘ এবং সেমিনারী কমিশন।

সংস্থাগুলো : কারিতাস বাংলাদেশ, বাংলাদেশ কাথলিক শিক্ষা বোর্ড, বাণী ঘোষণা ও পন্টিফিক্যাল মিশন সোসাইটিজ।

ফেব্রুয়ারি ২৬, ২০২১ রোজ শুক্রবার সকাল ৮:৩০ মিনিটে প্রার্থনা দিয়ে সভা শুরু হয়। তারপর বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর নব-নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই, ভাইস প্রেসিডেন্ট বিশপ জের্ভাস রোজারিও, সেক্রেটারী জেনারেল বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসি এবং ট্রেজারার চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশের মনোনীত আর্চবিশপ, বিশপ সুব্রত লরেন্স হাওলাদার সিএসসি কে ফুলের মালা দিয়ে ও গান করে শুভেচ্ছা-অভিনন্দন জানানো হয়। তারপর সিবিসিবি'র নতুন প্রেসিডেন্ট পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই সভায় উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম জানান এবং আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। সেক্রেটারী জেনারেল পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ পনেন কুবি সিএসসি উপাসনা কমিশনের নতুন সেক্রেটারী ফাদার পিটার শ্যানেল গমেজ ও কারিতাস বাংলাদেশ এর নতুন পরিচালক মি: রঞ্জন ফ্রান্সিস রোজারিও'কে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান এবং তাদেরকে ফুলের তোড়া দেওয়া হয়। তাছাড়াও ফাদার জয়ন্ত রাকসাম (বিদায়ী সেক্রেটারী, উপাসনা কমিশন এবং অতুল ফ্রান্সিস সরকার (বিদায়ী নির্বাহী পরিচালক, কারিতাস বাংলাদেশ) তাদের নাম উল্লেখ ক'রে এপিসপকপাল বডি'র মাধ্যমে মণ্ডলী ও সমাজে সেবাদানের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়।

তারপর প্রস্তুতকৃত সংক্ষিপ্ত রিপোর্টগুলো মাল্টিমিডিয়ার সাহায্যে একে একে পেশ করা হয়। প্রতিটি পর্যায়ের রিপোর্ট করার পর সবিস্তারে উন্মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন কমিশনের করণীয় দিকগুলো পর্যালোচনা করা হয়। কমিশনগুলোর কার্যক্রম কিভাবে আরো সমন্বিত করা যায় বা অন্যান্য কমিশনের সাথে সঙ্গতি রেখে কিভাবে মণ্ডলীর কাজে আরো সফলতা আনা যায় তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়। পরিশেষে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কতগুলো প্রাধান্য নির্ধারণ করা হয় যেগুলোর প্রতি সকলের অংশগ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। তার মধ্যে রয়েছে 'সাধু যোসেফের বর্ষ' গুরুত্বসহকারে পালন করা, পরিবারের উপর পুণ্য পিতা পোপ ফ্রান্সিসের প্রৈরিতিক প্রেরণাপত্র "ভালবাসার আনন্দ" (*Amoris Laetia*) এর শিক্ষা আরো অধিকজনের নিকট পৌঁছে দেয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা, পুণ্য পিতা পোপ ফ্রান্সিসের সর্বজনীন প্রেরণাপত্র 'ফ্রাতেল্লি তুত্তি' (*Fratelli tutti*) এর মূল কথা ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক সুসম্পর্ক স্থাপনে পোপ মহোদয় যে সকল 'কালো মেঘ' বা চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরেছেন তা মোকাবেলা করে সমাজে ও গোটা বিশ্বে ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক সুসম্পর্ক আরো জোরদার করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। যুবাদের জন্য পোপ মহোদয়ের প্রৈরিতিক পত্র 'খ্রীসতুস ভিভিত' (Christus vivit) মূল কথা অনুসারে যুবাদের সাথে সহযাত্রা, যেভাবে পুনরুত্থিত যিশু এম্মাউসের পথে দু'জন শিষ্যের সাথে সহযাত্রা করে তাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। বর্তমান সময়ে মিডিয়ার গুরুত্ব ও যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষা, মিডিয়ার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ধর্মপ্রদেশ ও জাতীয় পর্যায়ে স্পোক পার্সন (Spoke Person) থাকা এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করা, ডিজিটিলাইজেসন, সংস্কৃতির পরিবর্তন এবং তার প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা লাভ করা, মিডিয়াতে ভাল এবং ইতিবাচক বিষয়বস্তু আরো বেশী করে উপস্থাপন ও প্রচার করা প্রয়োজন। তাছাড়াও শিশু-কিশোর, যুব, পরিবার ও ভক্তজনসাধারণের বিশ্বাস গঠনদান আরো জোরদার করা, বিবাহ ও পরিবার সম্পর্কে মণ্ডলীর শিক্ষা ধর্মপল্লী পর্যায়ে আরো জোরদার করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী বিশেষ গুরুত্বসহকারে উদ্‌যাপন, এ উপলক্ষে বিভিন্ন জাতীয় দিবসসমূহ যথাযথ মর্যাদায় পালন করা, স্বাধীনতা যুদ্ধে ও তার পরবর্তী সময়ে জাতি ও দেশ গঠনে খ্রিস্টান সমাজের নানাবিধ অবদান তুলে ধরা। ধর্মপ্রদেশ পর্যায়ে এবং জাতীয় পর্যায়ে খ্রিস্টান সমাজের পক্ষ থেকে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন করার মাধ্যমে সাক্ষ্যদান। আমাদের বিভিন্ন কমিশন ও সংস্থাসমূহের মাধ্যমে পালকীয় ভালবাসা ও সেবাদান, বৃদ্ধা-বৃদ্ধা ও রোগীদের পালকীয় যত্ন, মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষা বিস্তার, দয়া ও সেবাকাজ, খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের আলোকে জীবন গঠন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পরিশেষে বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর সভাপতি পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ ওএমআই বার্ষিক সভায় আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান। সেক্রেটারী জেনারেল পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসি সিবিসিসি কোর্ডিনেটিং কমিটির সকলকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানান বার্ষিক সভার সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য এবং সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। দুপুর ১:১৫ মিনিটে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে বার্ষিক সভা সমাপ্ত হয়॥

বাংলাদেশ কাথলিক সম্মিলনীর কমিশন ও সংস্থাসমূহের সভাপতি ও সেক্রেটারীদের নাম

সকলের অবগতির জন্য বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর বিভিন্ন কমিশন, জাতীয় সংস্থার সভাপতি ও সেক্রেটারীর নাম দেয়া হলো- বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর **সভাপতি** পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ ওএমআই, **সেক্রেটারী জেনারেল** পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসি, **সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল** ফাদার জ্যোতি এফ. কস্তা। **উপাসনা ও প্রার্থনা কমিশনের সভাপতি** বিশপ জের্ভাস রোজারিও, সেক্রেটারী ফাদার পিটার শ্যানেল গমেজ। **ধর্মশিক্ষা ও বাইবেল সেবাকাজ কমিশনের সভাপতি** বিশপ জেমস রমেন বৈরাগী, সেক্রেটারী ফাদার মেলেসিও এসএক্স। **পরিবার কল্যাণ কমিশনের সভাপতি** বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসি, সেক্রেটারী ফাদার জ্যোতি এফ কস্তা। **স্বাস্থ্যসেবা কমিশনের সভাপতি** বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসি, সেক্রেটারী মিসেস লিলি এ গমেজ। **ন্যায় ও শান্তি কমিশনের সভাপতি** বিশপ জের্ভাস রোজারিও, সেক্রেটারী ফাদার লিটন এইচ গমেজ, সিএসসি। **আন্তঃমাণ্ডলিক ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশনের সভাপতি** বিশপ বিজয় এন. ডি' ক্রুজ ওএমআই, সেক্রেটারী ফাদার প্যাট্রিক গমেজ। **খ্রীষ্টিয় যোগাযোগ কমিশনের সভাপতি** বিশপ জেমস রমেন বৈরাগী, সেক্রেটারী ফাদার আগষ্টিন বুলবুল রিবেরু। ঐশতত্ত্ব বিষয়ক কমিশনের **সভাপতি** পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ ওএমআই, সেক্রেটারী ফাদার ইম্মানুয়েল রোজারিও। **যুব কমিশনের সভাপতি** বিশপ সুব্রত লরেন্স হাওলাদার সিএসসি, সেক্রেটারী ব্রাদার উজ্জ্বল পেরেরা সিএসসি। **ভক্তজনগণ বিষয়ক কমিশনের সভাপতি** বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ, সেক্রেটারী মিঃ থিওফিল নিশারণ নকরেক। **যাজক ও সন্ন্যাসব্রতী কমিশনের সভাপতি** বিশপ সুব্রত লরেন্স হাওলাদার সিএসসি, সেক্রেটারী ফাদার অনল টেরেন্স ডি' কস্তা সিএসসি। **সেমিনারী কমিশনের সভাপতি** বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ, সেক্রেটারী ফাদার প্যাট্রিক শিমন গমেজ। **ঐশবাণী ঘোষণা ও পিএমএস কমিশনের সভাপতি** বিশপ সেবাষ্টিয়ান টুডু, সেক্রেটারী ফাদার রোদন রবার্ট হাদিমা। **কারিতাস বাংলাদেশের সভাপতি** বিশপ জের্ভাস রোজারিও, নির্বাহী পরিচালক মিঃ রঞ্জন ফ্রান্সিস রোজারিও।

উপাসনা কমিশনের আওতাভুক্ত বাংলাদেশ কাথলিক ক্যারজমেটিক রিনওয়ালের সমন্বয়কারী ফাদার ষ্ট্যানলী কস্তা, সেক্রেটারী ডোরা ডি' রোজারিও। ধর্মশিক্ষা ও বাইবেল সেবাকাজ কমিশনের আওতাভুক্ত বাইবেল সেবাকাজ ডেক্স এর কনভেনার ফাদার প্যাট্রিক শিমন গমেজ। পরিবার কল্যাণ কমিশনের আওতাভুক্ত ম্যারেজ এনকাউন্টারের দায়িত্বে মিঃ ও মিসেস রবি ও রুবি দরেস, সিএফসি (Couples for Christ) এর দায়িত্বে মিঃ কর্নেলিয়াস মূর্মু। স্বাস্থ্যসেবা কমিশনের আওতাভুক্ত কমিউনিটি হেলথ ও প্রাকৃতিক পরিবার পরিকল্পনার দায়িত্বে জ্যোৎস্না মার্গারেট গমেজ, বাংলাদেশ কাথলিক নার্সেস গিল্ডের সভাপতি আগ্নেস হালদার, বারাকার পরিচালক ব্রাদার সুবল এল রোজারিও সিএসসি, বাংলাদেশ কাথলিক ডক্টরস্ এসোসিয়েশনের সভাপতি ডাঃ এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও, সেক্রেটারী ডাঃ নেলসন পালমা। ন্যায্যতা ও শান্তি কমিশনের আওতাভুক্ত প্রিজন মিনিস্ট্রি এর আহ্বায়ক ফাদার লিটন এইচ গমেজ, সিএসসি, অভিবাসী ডেস্ক এর কনভেনার মিঃ জ্যোতি গমেজ, জলবায়ু পরিবর্তন ডেক্স এর কনভেনার মিঃ আগষ্টিন বৈরাগী, শিশু রক্ষা ডেস্ক এর কনভেনার মিস মার্গারেট অনিতা। ভক্তজনগণ কমিশনের আওতাভুক্ত সিসিপি'র পরিচালক ফাদার ষ্ট্যানিসলাস গমেজ, সেক্রেটারী সিষ্টার মেরী আঞ্জেলিকা, এসএমআরএ, এসোসিয়েশন ও সংগঠন বিষয়ক ডেক্স এর কো-অর্ডিনেটর মিসেস রেবেকা কুইয়া, নারী বিষয়ক ডেক্স এর কনভেনার মিসেস রোজলীন রিটা কস্তা, যাজক ও সন্ন্যাসব্রতী কমিশনের আওতাভুক্ত বাংলাদেশ ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ভ্রাতৃসংঘের সভাপতি ফাদার জয়ন্ত গমেজ, সেক্রেটারী ফাদার শিশির গ্রেগরী। বিসিআর-এর সভাপতি ব্রাদার সুবল এল. রোজারিও, সিএসসি, সেক্রেটারী সিষ্টার এডলিন পিরিচ, সিআইসি।

বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ০৮
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 08

Regd. No. DA-33

❖ 7 - 13 March, 2021, ২২ - ২৮ ফাল্গুন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত টিনা জুলিয়েট কোড়াইয়া
জন্ম : ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৮ মার্চ, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

স্মরণে তোমায়

মৃত্যুর প্রথম বছর ৮ মার্চ, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ। গতবছর ৬ অক্টোবর, ২০১৯ যখন তোমার Gall Bladder ক্যান্সার সনাক্ত হয়। তার আগ মুহূর্তেও বুঝতে পারিনি আমাদের জীবনের সব থেকে বড় আঘাতটি অপেক্ষা করছে। ডাক্তার যখন তোমার প্রথম রিপোর্ট দেখে জানালো তোমার বেঁচে থাকার অধিকার মাত্র কয়েকটি মাস। সেই বিভীষিকাময় যন্ত্রণার ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তোমার কাছে সব গোপন রাখা হয়েছিল কারণ চাইনি মারা যাবার আগেই মারা যাও। মাত্র ১২ বছর সংসার আমাদের। এরই মাঝে এসেছে স্বর্গীয় আশীর্বাদে ২টি সন্তান। কত স্বপ্ন, কত ভালবাসা, কত মায়া মমতা, সাজানো গোছানো সংসার তোমার। কত কিছুই না দেখার ছিল, উপভোগ করার ছিল। কিন্তু স্বর্গীয় ইচ্ছায় পরম করুণাময় ঈশ্বরের কাছে চলে গেলে। বিশ্বাস করি যতটুকু সম্মান তুমি তোমার স্বামী, বাবা-মা, শ্বশুর-শ্বাশুড়ী, মুরুব্বি, আত্মীয়-স্বজনদের দিয়েছে তার হাজার গুণ বেশি যিশু খ্রিস্ট তোমাকে সম্মানিত করেছেন। তুমি আমাদের ভালবাসা, প্রার্থনা ও স্মৃতিতে আছো এবং থাকবে।

ধন্যবাদান্তে,
স্বামী : রনাল্ড নিউটন ছেড়াও (তুষার)
মেয়ে : ফিওনা ম্যাগডেলিনা ছেড়াও
ছেলে : আরিয়ান আন্তনী ছেড়াও
বাবা-মা : পরিমল ও মায়া কোড়াইয়া
শ্বশুর-শ্বাশুড়ী : রবিন ও লতিকা ছেড়াও
২/বি উজ্জ্বল হাউস, পূর্ব রাজাবাজার, তেজগাঁও, ঢাকা।

বিজ্ঞা/৪৬/২১

প্রতিবেশী'র ইস্টার সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিন

পুণ্য তপস্যাকালের পরেই আসছে প্রভু যিশুর গৌরবময় পুনরুত্থান পর্ব বা ইস্টার সানডে। আপনার প্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী' আসন্ন ইস্টার সানডে উপলক্ষে জ্ঞানগর্ভ, অর্থপূর্ণ ও আকর্ষণীয় সাজে সজ্জিত হয়ে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। **সম্মানিত পাঠক, লেখক-লেখিকা ও সুধী,** আসন্ন ইস্টার সানডে উপলক্ষে আপনি কি প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে চান কিংবা আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে চান? এবারও ভিতরের পাতায় রঙিন বিজ্ঞাপন ছাপার সুযোগ রয়েছে। তবে আর দেরী কেন? আজই যোগাযোগ করুন।

ইস্টার সানডে'র বিশেষ বিজ্ঞাপন হার

শেষ কভার পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	২৫,০০০ টাকা	বুক্‌ড
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	১৫,০০০ টাকা	বুক্‌ড
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	১৫,০০০ টাকা	বুক্‌ড
ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা রঙিন	=	১০,০০০ টাকা	
ভিতরে অর্ধেক পৃষ্ঠা রঙিন	=	৬,০০০ টাকা	
ভিতরে এক চতুর্থাংশ রঙিন	=	৩,০০০ টাকা	
ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা সাদাকালো	=	৭,০০০ টাকা	
ভিতরে অর্ধেক পৃষ্ঠা সাদাকালো	=	৪,০০০ টাকা	
ভিতরে এক চতুর্থাংশ সাদাকালো	=	২,৫০০ টাকা	

যোগাযোগ করুন – বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন বিভাগ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫, মোবাইল : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২ (বিকাশ)

Edited & Published by Fr. Bulbul Augustine Rebeiro, Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : wklypratibeshi@gmail.com, Web: weekly.pratibeshi.org

প্রকাশনার ৮১ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ০৮ ❖ ৭ - ১৩ মার্চ, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

তপস্যাকাল : মন পরিবর্তনের কাল

আন্তর্জাতিক নারী দিবস
৮ মার্চ, ২০২১

করোনাকালে নারী নেতৃত্ব, গড়বে নতুন সমতার বিশ্ব

নারী নেতৃত্বের সম্ভাবনাময় পৃথিবী

আলোকিত নারী

বিশ্বায়নে নারীর অগ্রযাত্রা

চির বিদায়ের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

"চলেই যদি যাবে
তবে তুমি এসেছিলে কেন? আমারই অন্তরে।"

প্রয়াত যোসেফ রিবেরু
জন্ম : ২ মার্চ, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২ মার্চ, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম : ভুরুলিয়া, নাগরী ধর্মপল্লী

আজ মরলে কাল দুই দিন! দেখতে-দেখতে বছর ঘুরে ফিরে এলো দুঃখ ভারাক্রান্ত সেই দিন। জন্মদিনে আনন্দ না পেয়ে চিরকালের মতো তোমাকে হারিয়েছি। জন্মদিন স্মরণ করব না মৃত্যুবার্ষিকী? উত্তর দাও প্রিয়তম! এই দিনে আমরা শ্রদ্ধাভরে ও শোকার্ত চিত্তে সবসময় যেন তোমাকে স্মরণ করতে পারি। প্রতি সেকেন্ডে, প্রতি মুহূর্তে তোমার শূন্যতা আমাদের ভীষণ কষ্ট দিয়ে কাঁদাচ্ছে। তোমাকে ছাড়া আমরা কিভাবে দিন যাপন করছি তা কি তুমি বুঝনা? এবারে বড়দিনে তোমাকে ছাড়া উৎসব করতে হয়েছে কিন্তু আমরা তোমাকে হৃদয়ভরে স্মরণ করেছি।

প্রিয়তম তুমি ছিলে উদার, পরোপকারী, সমাজসেবক এবং দাতা। তোমার দেওয়া ভুরুলিয়া আর্জিনা শিশু শিক্ষালয় যেন আজীবন চলমান থাকে। তোমার আদর্শ অনুসরণ করে আমরা যেন পথ চলতে পারি। তোমার মৃত্যুর পর উপকারী বন্ধু-বান্ধবী, ফাদার, সিস্টার-ব্রাদারগণ, পাড়া-প্রতিবেশী এত লোক হয়েছিল এমন ভাগ্য ক'জনেরই বা হয়। তোমার মৃত্যুর পর যারা আমাদের পাশে ছিল ও আছে তাদের সকলের মঙ্গল কামনা করি। তোমার চলে যাওয়ার পর ফিরে এসেছে ছোট মেয়ের কোলে একটি সন্তান। তার নাম রাখা হয়েছে যোসেফ! তুমি অবশ্যই খুশী হয়েছো, তাইনা। পরম করুণাময় ঈশ্বর তোমার আত্মাকে চিরশান্তি দান করুন এ কামনায়।

শোকাহত পরিবার
মা : তেরেজা কোড়াইয়া
বড় বোন : মমতা রিবেরু
স্ত্রী : শিউলী হেলেন রিবেরু
বড় মেয়ে জামাই ও নাতী : কচমিতা-তরুন পালমা, বর্ষ আন্তনী পালমা
ছোট মেয়ে ও জামাই - নাতি-নাতনী : নন্দিতা রিবেরু, জয় পালমা (জয়তী ও যোসেফ জর্দান পালমা)
একমাত্র পুত্র : প্রয়াস মার্টিন রিবেরু, অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব।

বিজ্ঞ/৫০/২১

পাওয়া যাচ্ছে! পাওয়া যাচ্ছে!! পাওয়া যাচ্ছে!!

প্রতিবেশী প্রকাশনী'র নতুন বছরের বই সম্ভার

প্রতিবেশী প্রকাশনী সমসাময়িক বেশ কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বই প্রকাশ করেছে। আরও কয়েকজন বিশিষ্ট লেখকের বই প্রকাশের অপেক্ষায়। প্রতিবেশী প্রকাশনী বই প্রকাশে এক উজ্জ্বল সময় অতিবাহিত করছে যা বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীর জন্যে শুভ বারতা বহন করে।

আজই আপনার কপি সংগ্রহ করুন।

বইগুলোর প্রাপ্তিস্থান

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ
মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
তেজগাঁও, ঢাকা

বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় মূর্তি, ক্রুশের পথের ছবি (ফাইবার) প্রতিবেশী প্রকাশনী সরবরাহ করে থাকে।
আপনার প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন। – প্রতিবেশী প্রকাশনী

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
বর্ষ : ৮১, সংখ্যা : ০৮
৭ - ১৩ মার্চ, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
২২ - ২৮ ফাল্গুন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
Visit : www.weekly.pratibeshi.

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

নতুন বিশ্ব গড়তে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন

মানব সভ্যতা গড়তে নারী-পুরুষ উভয়েরই অবদান রয়েছে। ঈশ্বরও চেয়েছেন তারা মিলিতভাবেই তা করুক। কেননা নারী-পুরুষ মিলেই পরিপূর্ণ মানব হয়। নারী পুরুষ একজন আরেকজনের পরিপূরক। তাইতো পবিত্র বাইবেল বলে, ঈশ্বর আপন সাদৃশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করলেন। নারী-পুরুষ করেই সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সাদৃশ্যে সৃষ্টি করে তাদের দিয়েছেন সমান মর্যাদা। নারীকে নারীর মর্যাদা ও পুরুষকে পুরুষের মর্যাদা। কিন্তু উভয়কেই মানুষের মর্যাদা দিয়েছেন ঈশ্বর। শারীরিক গঠনে শক্ত ও শক্তিতে সক্ষম হওয়াতে কালের প্রবাহে সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। পুরুষেরাই সমাজ পরিচালনা করতে থাকে। ফলশ্রুতিতে তারা তাদের অনুকূলে বিভিন্ন বিধি-বিধান তৈরি করতে থাকে। ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব ধীরে-ধীরে সমাজ ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। সঙ্গতকারণেই নারীরা বঞ্চিত হতে থাকে তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও মর্যাদা থেকে। পরিবারে নারীর অবদান অত্যন্ত বেশি হলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও মর্যাদায় নারী গৌণ। তাই নারীর প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা, মর্যাদা ও সমান অধিকার প্রদান করার আহ্বান জানিয়ে ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। নারীরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত বলে স্বোচ্চার হন। কিন্তু অনেক সময় তারা জানেন না তাদের অধিকার কি?

নারীর অধিকার মানে হচ্ছে মানুষের অধিকার, স্বাধীনভাবে চলার অধিকার, নিজের নামে পরিচিত হওয়ার অধিকার, মনের ভাব ও মতামত প্রকাশের অধিকার, বৈষম্য ও জবরদস্তি মুক্ত হয়ে বাঁচার অধিকার, শারীরিক ও মানসিকভাবে সর্বোচ্চ মান ভোগের অধিকার, শিক্ষালাভের অধিকার, সম্পদের স্বত্বাধিকারী হওয়ার অধিকার, ভোটাধিকার, কাজ করার অধিকার, উপার্জনের অধিকার, পুরুষের ন্যায় সম-মজুরী লাভের অধিকার, ক্ষমতায়নের অধিকার, সমতায়নের অধিকার, মোট কথা একজন মানুষ যে সকল অধিকার ভোগ করতে পারে সে সকল অধিকার যেন একজন নারীকে পুরুষের সমানভাবে ভোগ করতে দেয়া হয়। বাংলাদেশে পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থা এমন সমাজ গড়ে তুলেছে যে এখানে নারীর জন্ম, বেড়ে ওঠা থেকে শুরু করে শিক্ষা, সামাজিক অবস্থান, রাজনৈতিক অবস্থান, অর্থনৈতিক অবস্থান, এমনকি ধর্মীয়ভাবে বিভিন্ন শৃংঙ্খলে আবদ্ধ। নারীরা জীবনের অনেক ক্ষেত্রে অবহেলিত ও উপেক্ষিত। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হলে তাকে ক্ষমতায়ন করতে হবে পরিবারে ও সমাজের বিভিন্ন স্তরে।

নারীর ক্ষমতায়নের অন্যতম সূচক হচ্ছে নারী নেতৃত্বের সংখ্যা বৃদ্ধি। আমাদের দেশে বিভিন্ন পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেলেও নেতৃত্বে নারী পিছিয়ে রয়েছে। তবে নেতৃত্ব দানেও যে নারী পারদর্শী তা বাংলাদেশ জ্বলন্ত প্রমাণ। সমৃদ্ধ বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে নারীর অবদান এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে এবং সে কারনেই এবছর আর্ন্তজাতিকভাবে Women in leadership: Achieving an equal future in a COVID-19 world বা করোনাকালে নারী নেতৃত্ব, গড়বে নতুন সমতার বিশ্ব বিষয়টিকে প্রতিপাদ্য করা হয়েছে এবং বলা হচ্ছে আমরা যেন নেতৃত্বে নারীর সমান অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করি। সুতরাং আন্তর্জাতিক, দেশ, সমাজে তথা আমাদের খ্রিস্টান সমাজে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য ও সকল ক্ষেত্রে নারী নেতৃত্বের সংখ্যা বৃদ্ধিতে জোর দিতে হবে। কোভিড-১৯ পুরুষ শাসিত বিশ্বকে শিখিয়েছে নারীর জীবন কতো শক্ত, সংকট মোকাবেলায় কত দৃঢ় তাদের মনোভাব। জীবনের ঝুঁকি নিয়েও নারী সম্মুখ সারিতে থেকেই করোনা মোকাবেলায় নেতৃত্ব দিয়েছে। তাই সকল স্তরে নারীকে নেতৃত্বদানের সুযোগ দিলে বিশ্ব আরো উন্নত হবে তা নিদ্বির্ধায় বলা যায়। কোভিড-১৯ উত্তর নতুন বিশ্বে প্রত্যাশা করি নারী-পুরুষ সমান মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে সহ-অবস্থান করুক। পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সম্মান ও মর্যাদার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হোক প্রতিটি পরিবারে ও সমাজে। †

আমি যে জল দেব, সেই জল যে খাবে, তার আর কখনও তেষ্টা পাবে না ; আমি তাকে যে জল দেব, সেই জলই তার অন্তরে এমন এক জলের উৎস হয়ে উঠবে যা অনন্ত জীবনের উদ্দেশে প্রবাহী। *(যোহন ৪:১৪)*

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

EMPLOYMENT NOTICE

Caritas Bangladesh (CB) is a national and non-profit development organization operating in Bangladesh since 1967. It has its Central Office in Dhaka and eight Regional Offices in Barishal, Chattogram, Dhaka, Dinajpur, Khulna, Mymensingh, Rajshahi and Sylhet. CB is implementing 87 on-going projects covering 185 upazila focusing on six main priorities i.e i) Social Welfare for Vulnerable Communities (SWVC), ii) Education and Child Development, iii) Nutrition and Health Education, iv) Disaster Management, v) Ecological Conservation and Food Security (ECFS), and vi) Development of Indigenous Peoples.

Caritas Bangladesh is going to recruit a number of fresh graduates (men and women) with good academic background **as Volunteer** under Caritas Central Office and its Regional/Project Offices as well as to make a panel list of qualified and deserving candidates for future engagement where required. The required Educational Qualification and other qualities/competency are given below:

Educational Qualification and other competencies requirements:

• Bachler degree or Master's degree in English, Finance, Accounting, Management, HRM, Sociology, Social Work/Welfare, Economics, Anthropology, Public Administration, International Relations, Statistics, Information & Communication, Computer Science & Engineering, Disaster Management, Urban and Regional Planning, Development Studies, Geography & Environment, Agriculture, Child Development and Nutrition and Food Science, B.Sc./Diploma in Civil Engineering and related field having good academic result from any reputed educational institutes.

- Knowledge on ICT particularly on MS Excel, MS Word (both Bangla & English), Power point presentation etc.
- Should be fluent in communication both in writing and speaking in English.
- Should be self-driven and positive to work in a team.
- Should have "can do' attitude and able to handle multiple tasks managing priorities.
- Should have self-reliance and an ability to work in challenging and demanding environments.
- Should have awareness, sensitivity and understanding of cross-cultural issues particularly in representing a Catholic agency.
- Should have willingness to serve the people in need.
- Commitment to continuous learning and development.
- Innovative and ready to take field visits.
- Committed to work following organizational aims, values, principal and policies.
- Should be a great teammate with excellent interpersonal, organizational and communication skills.

Age limit: From 23 — 30 years (as on 28/02/2021)

Consolidated Honorarium: Tk. 15,000/- per month.

Apply Instructions:

Eligible and Interested candidates with good academic background are invited to apply with a complete CV with the names of two referees, two passport size photographs and copies of all educational certificates including National ID to: **The Manager (HR), Caritas Bangladesh, 2, Outer Circular Road, Shantibagh, Dhaka-1217 by 21 March 2021.** Incomplete applications will not be considered and the organization reserves the right to reject any application or to cancel or postpone the recruitment process for any reason whatsoever. Applicants are requested to visit **www.caritasbd.org/ or Facebook: https://www.facebook.com/Caritasbangladesh2016** to know about Caritas.

ANY KIND OF PERSONAL CONTACT AND OR PERSUASION WILL BE TREATED AS THE DISQUALIFICATION OF THE CANDIDATE

Caritas Bangladesh (CB) is committed to recognize the personal dignity and rights of all people we work, especially vulnerable groups regardless of gender, race, culture and disability and conduct its programs and operations in a manner that is safe for the children, young people and vulnerable adults it serves. Caritas Bangladesh has zero tolerance towards incidents of violence or abuse against children or adults, including sexual exploitation or abuse, committed either by employees or other affiliates with our work.

Caritas is an equal opportunities employer

বিজ্ঞ/৫১/২১

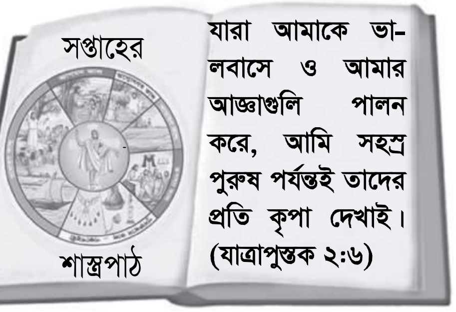

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ
৭ - ১৩ মার্চ, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

৭ মার্চ, রবিবার
যাত্রা ২০: ১-১৭, সাম ১৯: ৮-১১, ১ করি ১: ২২-২৫, যোহন ২: ১৩-২৫
অথবা:
যাত্রা ১৭: ৩-৭, সাম ৯৪: ১-২, ৬-৯, রোমীয় ৫: ১-২, ৫-৮, যোহন ৪: ৫-৪২
(অথবা, ৪: ৫-১৫, ১৯খ-২৬, ৩৯ক-৪২)
(কারিতাস রবিবারের দান সংগ্রহের ঘোষণা ও খাম বিতরন)

৮ মার্চ, সোমবার
২ রাজা ৫: ১-১৫ক, সাম ৪২: ১-২; ৪৩: ৩-৪, লুক ৪: ২৪-৩০

৯ মার্চ, মঙ্গলবার
দানিয়েল ৩: ২৫, ৩৪-৪৩, সাম ২৫: ৪-৫কখ, ৬, ৭খগ, ৮-৯, মথি ১৮: ১-৩৫

১০ মার্চ, বুধবার
২য় বিবরণ ৪: ১, ৫-৯, সাম ১৪৭: ১২-১৩, ১৫-১৬, ১৯-২০, মথি ৫: ১৭-১৯

১১ মার্চ, বৃহস্পতিবার
জেরেমিয়া ৭: ২৩-২৮, সাম ৯৫: ১-২, ৬-৯, লুক ১১: ১৪-২৩

১২ মার্চ, শুক্রবার
হোসেয়া ১৪: ২-১০, সাম ৮১: ৫গ-১০কখ, ১৩, ১৬, মার্ক ১২: ২৮খ-৩৪

১৩ মার্চ, শনিবার
হোসেয়া ৬: ১-৬, সাম ৫১: ১-২, ১৬-১৯খ, লুক ১৮: ৯-১৪
পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস-এর পোপীয় পদাভিষেক দিবস।

১৪ মার্চ, রবিবার
২ বংশাবলি ৩৬: ১৪-১৬, ১৯-২৩, সাম ১৩৭: ১-৬, এফেসীয় ২: ৪-১০, যোহন ৩: ১৪-২১
অথবা: ১ সামুয়েল ১৬: ১খ, ৬-৭, ১০-১৩ক, সাম ২২: ১-৩ক, ৩খ-৪, ৫-৬, এফেসীয় ৫: ৮-১৪
যোহন ৯: ১-৪১ (অথবা ৯: ১, ৬-৯, ১৩-১৭, ৩৪-৩৮) কারিতাস রবিবার - দান সংগ্রহ করা হবে।

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

৭ মার্চ, রবিবার
+ ১৯৭১ ফাদার রিচার্ড ডি' প্যাট্রিক সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৭৬ ফাদার রবার্ট লাভে সিএসসি (চট্টগ্রাম)

৮ মার্চ, সোমবার
+ ১৯২৮ সিস্টার এম. ব্রিজেট হল সিএসসি
+ ২০১৭ সিস্টার মেরী ফিলোমিনা এসএমআরএ

৯ মার্চ, মঙ্গলবার
+ ১৯৮১ সিস্টার লাওড়া সাচেল্লা এসসি (দিনাজপুর)
+ ১৯৯০ ফাদার রবার্ট মিক্কি সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০১১ ফাদার স্টেফান গমেজ সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০১৪ সিস্টার মেরী ইমেল্ডা এসএমআরএ (ঢাকা)

১০ মার্চ, বুধবার
+ ১৯৩০ ফাদার সিনাই শাচ সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮৬ ফাদার যোসেফ পি. দত্ত (ঢাকা)
+ ২০০৫ সিস্টার মেরী মনিকা এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০০৭ সিস্টার মারী লুসি এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)

১১ মার্চ, বৃহস্পতিবার
+ ১৮৯২ সিস্টার এম ফিডেলিস ডোলেন সিএসসি (আকিয়াব)
+ ১৯৪১ সিস্টার মেরী ভিতুস আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮৩ সিস্টার এম এয়োসেবিউস আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮৯ সিস্টার এম ডিক্লেন আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৮ সিস্টার মিকেলিনা কিস্কু সিআইসি (দিনাজপুর)

১৩ মার্চ, শনিবার
+ ১৯৫৯ সিস্টার মেরী বেনেডিক্ট যোসেফ পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)
+ ১৯৭৭ মাদার জার্মেইন লালন্ড সিএসসি
+ ১৯৮৪ ব্রাদার লিও ডুবুয়া সিএসসি
+ ১৯৮৯ ফাদার পিটার সাহা (চট্টগ্রাম)

১৪ মার্চ, রবিবার
+ ১৮৯৮ বিশপ পিয়ের ডুফাল সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৬২ সিস্টার এম কানিসিয়াস মিনাহ্যান সিএসসি
+ ১৯৭৬ সিস্টার অগাষ্টিন মারী হোয়াইট সিএসসি
+ ১৯৮৮ ফাদার রবার্ট আস্কিংস সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৮৯ সিস্টার এম. ডলোরেস আরএসডিএম (ঢাকা)

আমাদের ভাষা আন্দোলনের শিক্ষা

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পাক-ভারত বিভক্ত হবার পর পরই তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানের শাষকগোষ্ঠি আমাদের মাতৃভাষা বাংলা ভাষাকে উপেক্ষা করে রাষ্ট্রভাষা উর্দু করার ঘোষণা দেন। এরপর হতেই মাতৃভাষা বাংলাকে প্রতিষ্ঠা করতে রাজপথে নেমে আসেন বাংলার সাধারণ জনগণ। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্র আমজনতা তদানীন্তন সরকার কতৃক জারিকৃত ১৪৪ধারা ভেঙ্গে মাতৃ ভাষা আন্দোলনে নিজেদের জীবন অকাতরে উৎসর্গ করেন। অতপর প্রতিষ্ঠা পায় বাংলা ভাষা রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে। তাইতো আজও সালাম, জব্বার, বরকত, রফিক, শফিক আমাদের পথ চলার নিদর্শন দিয়ে আছে। মায়ের প্রিয়ভাষাকে মাতৃভাষা করার দাবিতে লড়াই করে জাতি হিসেবে এক ব্যতিক্রম উদাহরণ সৃষ্টি হয়। আজ বিশ্ব সভায় ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তজার্তিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। শহীদ মিনার তারই একটি বিশেষ প্রতীক যা আমাদের উজ্জীবিত করে সর্বক্ষণ। শহীদ মিনার হলো শহীদদের স্মরণে।।

একুশে চেতনার উপলব্ধি করতে হলে আমাদের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের একদম গোড়ায় যেতে হবে। আমাদের হাজার বছরের জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলের সহবস্থানের অসাম্প্রদায়িক মানবিক মূল্যবোধের সংস্কৃতি আমাদের ভাষা চেতনার সংগ্রামী ঐতিহ্যের মূল ভিত্তি। সংগ্রামের সেই পথ অনেক দীর্ঘ। কবি সাহিত্যিক সংস্কৃতিকর্মী ছাত্র আমজনতা হতে রাজনীতি পর্যন্ত উদার অসাম্প্রদায়িক দর্শনে যারা বিশ্বাসী, তারাই রুখে দাঁড়িয়েছেন মাতৃভাষা আন্দোলনে । সুতরাং ভাষা আন্দোলনের মূলে ভাষার প্রতি গভীর ভালোবাসা এবং স্বদেশপ্রেম যা দৃঢ় ভিত্তি দিয়েছে, তা হলো সংগ্রামের ঐতিহ্য। সেই সংগ্রাম মূলত সংস্কৃতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার শিক্ষায় সবাই জেগে উঠি। সেই ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে গড়ে ওঠে পাকিস্তান নামক ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র হতে বাঙালি জাতি স্বাধীন ও শোষনমুক্ত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। তাই ২১ ফেব্রুয়ারি আমাদের ইতিহাসের এক অনন্য ঐতিহাসিক অধ্যায়। বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা হয়েছিল অনেক শহীদের রক্তের বিনিময়ে। পাকিস্তানী শোষকেরা আমদের শিক্ষা, ভাষা, সংস্কৃতির উপর আঘাত হেনেছিল। শুধুমাত্র ধর্মের দোহাই দিয়ে আমাদের উপর উর্দু ভাষাকে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু আমাদের সচেতন ছাত্রসমাজ প্রথম গর্জে উঠে এ অন্যায়কে রুখে দিতে। গণমানুষের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনে গড়ে উঠলো শাষকগোষ্ঠি হত্যা, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও অস্ত্র দিয়ে তা রুখতে পারে না এই শিক্ষা আমাদের ইতিহাসই সাক্ষ্য দেয়। তাইতো ২১ ফেব্রুয়ারি এলেই ভাষা শহীদদের জীবন উৎসর্গ আমাদের পথ চলার আনুপ্রেরণা দেয়। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের সাথে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, আমরা ইদানিং শহীদদের প্রতি সেই সম্মানততটুকু দিচ্ছি না বা মাতৃভাষাকে প্রানভরে ভালোবাসি না। তাই তো অনেক শহীদ মিনার সারা বছর খুবই অবহেলা ও অযত্নে থাকে শুধু একুশ এলেই পরিস্কার করা হয়। সেই সাথে আমাদের অনেক বাবা-মা ও অভিভাবকগণ গর্বের সাথে বলে বেড়ান, আমার সন্তানেরা ইংরেজি ভাষায় কথা বলে, ওরা বাংলা বলতে পারে না, যা সত্যিই বাঙালি জাতি হিসেবে আমাদের জন্য খুবই লজ্জাজনক ও দুঃখজনক। আসুন মাতৃভাষা বাংলাকে ভালোবাসি, শুদ্ধ বাংলা বলি, শহীদ মিনারের পবিত্রতা রক্ষা করি, দেশকে ভালোবাসি এবং দেশের মানুষকে ভালোবাসি। দেশের জন্য সুন্দর কিছু করি এবং হাজর বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলি॥

দিলীপ ভিনসেন্ট গমেজ
মণিপুরীপাড়া, ঢাকা।

ভস্ম বুধবারের পথ ধরে পাস্কার নব জলে ধৌত হওয়া

ফাদার সুশীল লুইস

ছেলেমেয়েরা ধূলিমলিন হলে প্রিয়তমা মায়েরা সন্তানদের পরিষ্কার করে আবার কোলে তুলে নেন। একইভাবে তপস্যাকালে পাপের জন্য অনুতাপ-প্রায়শ্চিত্তের পথে আমাদের মন্দতা পরিষ্কার করে, দূর করে সৃষ্টিকর্তা প্রেমময় ঈশ্বর আমাদের তাঁর কাছে নেবার সুন্দর সুযোগ করেন। আর ভস্মবুধবার থেকে সক্রিয়ভাবে তা শুরু হয়ে চলতে থাকে উপবাসকালের ৪০ দিন। প্রচলন আছে গত বছরের ব্যবহৃত তালপত্র থেকে ছাই প্রস্তুত করে তা চলতি বছর ব্যবহার করা হয় আমাদের জীবনে পাস্কার ধারাবাহিকতা প্রকাশ করতে। যিশুর গৌরবের খেজুর পাতা পুড়িয়ে আমাদের কপালে সেই ভস্ম-টিকা দিয়ে আমরা পুনরায় তাঁর গৌরবে অংশগ্রহণ করতে, স্ব-স্ব জীবনে সার্বিক মুক্ত হতে আশায় পথ চলি।

আমরা বিশেষ বিশেষ সময়ে ও দিনে আমাদের ঘরবাড়ী জিনিস পরিষ্কার করি-তেমনি তপস্যাকাল হল জীবনের পরিষ্কার করার, নতুন হবার এক সুনিয়ন্ত্রিত প্রকল্প পরিকল্পনা। সেভাবে তাই এসময় ব্যবহার করতে হবে সুবিবেচিত ও সচেতনভাবে যিশুর আদর্শে নিজেদের জীবন পরিবর্তন করতে।

ছাই হল ব্যক্তিগত, দলীয় অনুতাপ, দুঃখ, নম্রতা, প্রায়শ্চিত্ত, পরিবর্তনশীলতা, মরণশীলতা প্রভৃতি ব্যক্ত করতে এক প্রকাশ্য ও জনপ্রিয় প্রতীক। যুগে যুগে, ধর্মে-ধর্মে এর ব্যবহার কামনা, বাসনা, আসক্তি প্রভৃতি থেকে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য। আশীর্বাদিত ছাই কপালে গ্রহণ করা হল এক উপসংস্কার এর মাধ্যমে মানুষ প্রায়শ্চিত্ত করে জীবন গভীরতায় প্রবেশ করে সত্যিকার মানুষের মত বাঁচতে চায়।

ছাঁইয়ের পর্ব হল আমাদের পৃথিবীর পর্বদিন-আমরা মাটি-ছাঁই কপালে মেখে নিজেদের পাপময়তা উপলব্ধি করতে করতে পৃথিবীর সাথে একাত্মতা ও ভালবাসা স্বীকার করি: ঈশ্বরের সৃষ্ট সুন্দর পৃথিবী যিশুর সঙ্গে ও সবার অনেক যত্নে সুন্দর, জীবন্ত রাখব। তারপরও মানুষ, প্রকৃতি, জীব সবই মাটি-‘একদিন সব শেষ হবে’-দৃশ্যমান সব মাটিতে অদৃশ্য হয়ে যাবে *(আদি ৩:১৯)* যেভাবে দেশের একটি গানে আছে: “মাটির মানুষ মাটিতে মিশিব রে”। মানুষ নিজের ইচ্ছায় চললে সে যা দিয়ে গড়া সেই দেহই তাকে ধ্বংস করতে পারে।

ছাইমেখে, প্রায়শ্চিত্ত করে আমরা ভাল হবো-পুণ্য সঞ্চয় করব, মানুষ ও সুন্দর পৃথিবীর কল্যাণ করব এ প্রতিজ্ঞা করি ভস্ম বুধবারে ও পুরো তপস্যাকালে।

দেশের মহিলাগণ তাদের কপালে নানা বর্ণের টিপ দেন তাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে। তপস্যাকালে প্রথম দিন যিশুর নতুন জীবন ও পবিত্রতার চিহ্নরূপে সুন্দর ও সুসজ্জিত শরীরের সর্বোচ্চ স্থান-কপালে কদর্য/মূল্যহীন ছাঁই-টিপ দিয়ে, বা “গায়ে ধূলো দিয়ে” আমাদের জীবনের অযোগ্যতা, তুচ্ছতা, ভঙ্গুরতা, অশুদ্ধতা, মলিনতা প্রভৃতির ধূসর আলপনা আঁকি, নিজেদের ধিক্কার দেই, অবজ্ঞা করি, আঘাত করি, লজ্জা দেই আর অন্তরের মনুষ্যত্ব, দয়া, অনুতাপ, শক্তি প্রভৃতি খুঁজে নিয়ে নিজেরা সুন্দর, পবিত্র হবার সচেতন অঙ্গীকার ধারণ ও ব্যক্ত করি। আর সেটা যেন জীবনে আমূল পরিবর্তন আনার এক ঘন্টা, সংকেত, সতর্কবাণী। তবে শেষে যিশুর পুনরুত্থান মহোৎসব সেসব কিছুর মাহেন্দ্রক্ষণ।

তপস্যাকাল-তাপ থেকে আসে-তাপে যেভাবে সব ময়লা পুড়ে যায় একই ভাবে জীবনের ত্যাগস্বীকার, প্রায়শ্চিত্তরূপ, উপবাসরূপ আগুনে সব মন্দতা, পাপ, পুরাতন পুড়ে যিশুর জীবনে নতুন মানষ হতে হবে অনেক সাধনায়। একাল হল অনুতাপসূচক সময় যখন মানুষ শিরে ভস্ম মেখে একেবারে নীচে নেমে নিজেদের মূল্য খোঁজে।

তপস্যাকালে সামনে রাখি যিশুর পুনরুত্থান আর পরে রাখি নিজের জীবনের অনুতাপ, স্থায়ী পরিবর্তন, বিকাশ, নতুনত্ব। ঈশ্বর আমাদের প্রতিবছর এভাবে সুযোগ দেন। সমস্ত হৃদয় দিয়ে প্রভুর কাছে ফিরে আসতেই তিনি মানুষকে সর্বদা ডাকেন *(যোয়েল ২:১২-১৩ক)*। আমরা কি সুযোগ, সময় ব্যবহার করব বা অবহেলায় সেসব নষ্ট করব? হতেও তো পারে আগামী বছর এ সুযোগ-সময় আর পাব না! আর এবছরই, এখনই স্বর্ণসময় উৎসবের সাজে জীবন সাজাবার, জীবন পরিবর্তনের, আত্মশুদ্ধির, স্থায়ীভাবে নতুন হবার। সবাই যার যার বাস্তবতায় জীবন পরিবর্তন করে যিশুর সাথে চিরবিজয়ী হব।

এসময় নিজের দীক্ষার সকল বিষয় নিয়ে ধ্যান সাধনা করার সময়। একালে তাই বার বার দীক্ষার কথা স্মরণ করি, দীক্ষার জীবন নবায়ন করি, সময় সুযোগ করে দীক্ষাস্থান দেখতে যাই।

ঈশ্বর ও মানুষের সঙ্গে মিলনের এটি এক বিশেষ সময়। এ দ্বিবিধ মিলনের জন্য নীরবতা, বাণী পাঠ, ধ্যান-প্রার্থনা, উপবাস, যোগ, প্রাণায়াম, ত্যাগস্বীকার, বাসনা দমন প্রভৃতিতে সময় অতিবাহিত করার কাল, সাধন ভজনের সময়। এ কালে উপবাসের সাথে সাথে দয়ার কাজ, দান, স্বার্থ-হীন ভালবাসা প্রভৃতির উপর অনেক জোর দেয়া হয়। এসময় মানুষের জীবনে ক্রুশের যাতনার পথ এক বিরাট শক্তি ও চেতনা দিতে পারে। মানুষ দান, দয়ার কাজ, ভালবাসা প্রভৃতির মাধ্যমে নিজ-নিজ বাস্তবতায় সামাজিক জীবনের উন্নতি আনতে পারে।

এসময় পোশাক নয় হৃদয় ছিঁড়ে ফেলতে হবে। জমি নিড়াতে ধান রেখে ঘাস তুলে ফেলতে হয়-তেমনি অনেক চেষ্টায় অন্তর থেকে সব ধরনের মন্দতা উপড়ে ফেলতে হবে। যিশুর পুনরুত্থানের শক্তিতে নতুন ফসল ফলাতে হবে।

-তপস্যাকাল হয় বসন্ত কালে, তাছাড়া শব্দগত দিকেও এটি বসন্তকালের সঙ্গে যুক্ত। আমাদের জীবনের মন্দতা বিসর্জন দিয়ে, ফেলে দিয়ে আমাদের জীবনের বসন্ত

আনতে সাধনা করতে হবে যিশুর পুনরুত্থানের জীবনের। একাল তাই নতুন জীবনে অঙ্কুরিত হবার বিশেষ সময় ও সুযোগ।

আমাদের উপবাস হল সামগ্রিক বিষয় শুধু না খাবার উপবাস নয়। সেজন্য জীবনের সকল দিকে গুরুত্ব দিয়ে উপবাসকাল পালন করতে হবে। যেমন উপবাস হল বাসনা কমানো আর সেদিক থেকে আমাদের অতিবাসনা কমানো এক বড় উপবাস হতে পারে। আমার অনেক ইচ্ছা হচ্ছে অযথা বেড়াতে যেতে আর বাইরে গিয়ে সময় ও অর্থ নষ্ট করতে সেটা থেকে নিজেকে দূরে রাখা হতে পারে এক উপবাস। নানা নেশা, ধুমপান, মিথ্যা বলা, ঝগড়া করা, চুরি করা, খারাপ কথা বলা প্রভৃতি থেকে জীবন নিয়ন্ত্রণ করা জীবনের বড় ও কঠিন উপবাস হতে পারে। আর এটা বেশি প্রয়োজন সবার জন্য এবং তা অনেক ব্যাপক ও বাস্তব।

এসময় হল প্রার্থনার এক গুরুত্বপূর্ণ সময় আমরা যে যেখানে থাকি কাজে, লেখাপড়ায়, ব্যস্ততায়, ভ্রমণে সব সময় যে যেভাবে পারি একা, পরিবারে, কয়েক পরিবারে, সমবেতভাবে, প্রতিষ্ঠানে, গ্রাম হিসেবে, মাণ্ডলীকভাবে কিছু সময় প্রার্থনা, বাণী পাঠ ও নীরবতায় অতিবাহিত করি। প্রার্থনা দিয়ে দিন শুরু করা আর প্রার্থনা দিয়ে দিন শেষ করা হবে বিশ্বাসীর এক বিশেষ পরিচয়। ছোট বেলায় পরিবার থেকে শিক্ষা পেয়েছি ঈশ্বরের নাম না নিয়ে সকালে কোন কিছুই করব না।

উপবাস কালে শুধু নিয়ম, রীতি পালন নয় কিন্তু জীবন পরিবর্তন, নতুন জীবনে চলা হল বড় কথা। সেটা শুধু বাইরের বিষয় বা লোক দেখানো বাস্তবতা নয় কিন্তু ভিতরের, একান্ত, যা জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে যুক্ত হয়ে আছে। সেখানেই আমাদের প্রথম ও অনেক কাজ করতে হবে।

এ তপস্যাকালে নিজেদের অতিকথা থেকে কিছু কথা কমানো যেতে পারে-বিশেষভাবে স্ব স্ব ফোনে, আর কিছু সময় বাঁচানো যেতে পারে নিজেদের দূরদর্শন যন্ত্রের সামনে থেকে। আর ভালকাজ, অধ্যয়ন, সংস্কৃতিচর্চা, সামাজিকতা, ধ্যান-প্রার্থনা প্রভৃতিতে কিছু সময় বাড়ানো যেতে পারে।

অনেকের জীবনের নানা ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যহীনতা, উদাসীনতা, অনীহা, আত্মকেন্দ্রিকতা, সুখের আশা, বিলাসিতা, সময় অপচয় প্রভৃতি উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে এ বছরের তপস্যাকালে এ সব বিষয়েও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অনেক কিছু করার থাকতে পারে।

জীবনে ভাল কিছু করা, ধর্ম-কর্ম করা, ভাল উপদেশ প্রভৃতি যেন আজ আর কিছু বলে না, বর্তমানে তাই ভক্তদের সেসব বিষয়ে সচেতন হওয়া হল এক বড় বিষয়। তপস্যার দীর্ঘ সময়ের গভীরতায় স্ব-স্ব পাপ, দুর্বলতা, স্বার্থপরতা, বিচ্ছিন্নতা, অত্যাসক্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে সচেতন হওয়া হল গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা। সবার মনে রাখা প্রয়োজন যে, সচেতনতা হল শিক্ষা। আর জীবনে সঠিক শিক্ষা থাকলে সেখানে অনেক ফল আসতে পারে।

ভস্ম বুধবার থেকে শুরু করে তপস্যাকালের কয়েকটি সপ্তাহ হল নতুনত্ব ও পুনর্মিলিত হবার সময়, শান্তি স্থাপনের সময়। প্রত্যেকে নিজের নিজের স্থানে ও বাস্তবতায় নিজের মলিনতা, ক্ষুদ্রতা প্রকাশ ক'রে একে অন্যের কাছে, সৃষ্টির কাছে, স্রষ্টার কাছে, নিজের কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাওয়া উচিত। তাহলে সবার সঙ্গে ও সবকিছুর সঙ্গে এক মধুময় সম্পর্ক গড়ে উঠবে।

আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে, জীবনের গভীরতম স্থানে অনুতাপ, সত্যিকার অশ্রুপাত প্রয়োজন তাহলেই জীবনের সংশোধন ও নতুনত্ব আসতে পারে। আমরা এবছরের তপস্যাকালে সর্বান্তকরণে সেই প্রার্থনা ও প্রত্যাশাই করি।

“গায়ের ধূলো ঝাড়ার” প্রতীকী প্রত্যয় নিয়ে তপস্যাকাল শুরু হয়। ছাইয়ের মত জীবনে যুক্ত থাকা পাপরূপ ময়লা, ধূলিধূসর রূপ তাই-অনেক সচেতনতায়, সদিচ্ছায় পাস্কার শনিবার রাতে আশীর্বাদিত নতুন জলে ধুইয়ে ফেলতে হবে, তবে পাপ-ময়লা আর থাকবে না। আমরা সেই আশায়-বিশ্বাসে যিশুর অনুসরণে ৪০ দিনের পথ চলতে থাকি আর ধূলিমলিন হৃদয় নিয়ে স্রষ্টার কাছে ফিরে আসি। পরে পুণ্য বৃহস্পতিবারে পুণ্য তেলে নিজেদের জীবন আরো সতেজ, সক্রিয় করতে হবে। প্রভু আমাদের সেই শক্তি দাও, এ তপস্যাকালে এই প্রার্থনা করি।

বিগত একবছর ধরে আমরা করোনা ভাইরাসের তাণ্ডবে ছিন্নবিচ্ছিন্ন, ভীত, হতাশ, তারপরও এ তপস্যাকালে আমরা প্রায়শ্চিত্ত-অনুতাপ, প্রার্থনা, দয়ারকাজ ক'রে জীবনের পাপ ময়লা ঝেড়ে যিশুর পবিত্রতার জন্য সাধনা ও সংগ্রাম করি আর তার সঙ্গে পুনরুত্থানের যাত্রায় তার সঙ্গে জয়ী হয়ে সবাই একসঙ্গে বিজয় সংগীত “অল্লেলুইয়া” গান করি। যিশুর পুনরুত্থান উদ্‌যাপনে, তার নব জীবনে নতুন ও পূর্ণ মানুষ হওয়াইতো এ উৎসবের মূল কথা। আমরা সকলে যত ভালভাবে পাস্কা পর্ব উদ্‌যাপন করতে পারব সেসব তত বেশী সফলতা, স্বার্থকতা নিয়ে আসতে পারবে। প্রভু সকলকে সেপথে পরিচালনা, আশীর্বাদ ও শক্তি দান করুন। তবেই সবাই পুনরুত্থানে বলতে ও গাইতে পারব ওম্ শান্তি! মরণজয়ী প্রভুর জয় হোক! ❑

জাগো নারী

সিস্টার তুলি কস্তা আরএনডিএম

জাগো হে নারী
অন্ধকারের মেঘ হতে
প্রভাত সমীরণে আলোক রশ্মি তুমি ।
তুমি দুর্বল নও
তুমি মহান অন্তরক্ষী
পুরুষ জাতির কাছে
আজ তুমি শুধুই বিশ্বজননী।
জীবনের প্রতি পদে পদে
হয়েছ তুমি আলোর দিশারী
নারী তুমি কোনো বস্তু নও
লোভনীয় কোনো খেলনা নও
তুমি হলে মা
প্রতিটি মেয়ের মাঝে
লুকায়িত পরম সত্তা ।
ভেঙ্গে ফেলে সব বাঁধা
জীবন যুদ্ধে এগিয়ে যাবে
পুরুষ দেবে তোমায় যোগ্য সম্মান ।
পুরুষের কর্তৃত্বে নয়
সমানে সমান চলবে পথ
ইতিহাস গড়বে তুমি
পাবে যোগ্য পরিচয় ।।

আমরা নারী

পদ্মা সরদার

আমরা নারী, এমন কিছু নেই
আমরা না পারি।
আমরা রান্না করি, সংসার করি
প্রয়োজন পড়লে অস্ত্র ধরি-
৫২ তে আমরাও অংশ নিয়েছি
৭১'এর আমরাও রক্ত দিয়েছি
আমরা নারী আমরা সবই পারি।
আমাদের বুক খালি হয়েছে
আমাদের কোল খালি হয়েছে
আমরা বুকে সন্তানের লাশ নিয়ে কেঁদেছি-
স্বামীর রক্তমাখা শার্ট এখনো অশ্রুর
জলে ভেজাই,
তবুও হারিনি আমরা
আমরা নারী, আমরা সবই পারি।
আমরা ভালবাসতে পারি
আমরা শাষণ করতে পারি
আমরা সেবা করতে পারি
প্রয়োজন হলে প্রতিবাদ করি।
আমরা নারী,আমরা গড়ি
আমরা সৃষ্টি করি
আমাদের চোখে যেমন জল
বুকেও আছে অনল-
আমরা যেদিন কাঁদতে শিখেছি
সেদিন আমরা ছিনিয়ে নিতেও শিখেছি।
আমরা কোমল,আমরা নরম কিন্তু দুর্বল নই-
আমরা নারী আমরা সবই পারি।

নারী নেতৃত্বে সম্ভাবনাময় পৃথিবী

রীতা রোজলীন কস্তা

অন্যান্য দিনের মতো আজকের দিনটাতেও পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হলো অগনিত মানব শিশু এবং আমরা সমাজ তাদেরকে নাম দিবে। ছেলে শিশু এবং মেয়ে শিশু সে অনুযায়ী তাদের আচরণ, ভূমিকা, পোশাক পরিচ্ছদ আরও অনেক কিছুই নির্ধারণ করে দিব। আর সেই অনুযায়ী তারা বেড়ে উঠবে পুরুষ ও নারী হিসেবে। কেউ হবে ক্ষমতাধর কেউবা হবে ক্ষমতাহীন। বিশ্বের সকল দেশে বিভিন্ন বিষয়ে ভিন্নতা থাকলেও একটি ক্ষেত্রে ভিন্নতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় না আর সেটি হচ্ছে নারীর প্রাপ্য অধিকার প্রদান ও নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে। আর এ প্রেক্ষাপটেই ৮ মার্চের জন্ম হয়েছিলো। যদিও এ দেশে নারী নির্যাতনের হার দিনে-দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে, মহামারী করোনার সময়েও নারীর প্রতি নির্যাতনের মাত্রা কমেনি বরং বিভিন্ন রিপোর্ট অনুযায়ী তা বেড়েছে। নারীরা অপমান লাঞ্ছনা মুখ বুজে সহ্য করছে তবুও ৮ মার্চ বর্ষ পরিক্রমায় আসে। আমরা নারীর কল্যাণে ও সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে নতুন-নতুন কর্ম উদ্যোগ গ্রহণ করি। কাজ করলে এর সুফল পাওয়া যাবে একথা দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথেই বলা যায়। কারণ নারীর অধীনতা-পরাধীনতার যেমন হাজার বছরের ইতিহাস রয়েছে তেমনি নারীর অধিকার, স্বাধীনতা এবং চূড়ান্ত মুক্তির পথে বাধাগুলোও হঠাৎ করে দূরও হবে না। এই জন্য প্রয়োজন সুদীর্ঘ সংগ্রাম। ৮ মার্চ সেই নারী মুক্তির আন্দোলনের অনন্ত অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

নারী প্রগতির আন্দোলন আজও চলছে এবং চলবে। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের নারী সমাজ একই কাতারে দাঁড়িয়ে লড়াই করে চলেছে। অতীতের নারী সমাজের সংগ্রামী ঐতিহ্যের ধারায় আজও আমরা সিক্ত হচ্ছি। তবে নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নারী আজ একা লড়াই করছে না, পুরুষরাও তাদের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে। ৮ মার্চ পালন তাই আজ কেবল নারীদের নয়, নারী-পুরুষের সম্মিলিত উদ্যোগের বিষয়। নারী-পুরুষের সমতার ভিত্তিতে যে সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি, ৮ মার্চ সেক্ষেত্রে যুগ-যুগ ধরেই ধ্রুবতারার মতো আমাদের পথ দেখাবে।

নারীর সামাজিক মর্যাদা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, রাজনৈতিক অধিকার ও সাংস্কৃতিক অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে সারা বিশ্বব্যাপী যে ঐক্যবদ্ধ নারী আন্দোলন গড়ে উঠেছে তার মূল ভিত্তি প্রস্তর ৮ মার্চ স্থাপন করেছে। ১৯১০ থেকে ২০২১ দীর্ঘ সময়, কিন্তু আজও নারী বিভিন্নভাবে বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। তাদের মর্যাদা হচ্ছে ক্ষুন্ন এবং নারীর এই অবস্থা থেকে মুক্তির অন্যতম উপায় হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারী নেতৃত্ব বৃদ্ধি।

নারীর ক্ষমতায়নের অন্যতম সূচক হচ্ছে নারী নেতৃত্বের সংখ্যা বৃদ্ধি। আমাদের দেশে বিভিন্ন পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেলেও নেতৃত্বে নারী পিছিয়ে রয়েছে এবং সমৃদ্ধ, বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে নারীর অবদান এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে এবং সে কারনেই এবছর আন্তর্জাতিকভাবে Women in leadership: Achieving an equal future in a COVID-19 world বিষয়টিকে প্রতিপাদ্য করা হয়েছে এবং বলা হচ্ছে আমরা যেন নেতৃত্বে নারীর সমান অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করি। সুতরাং আন্তর্জাতিক, দেশ, সমাজে তথা আমাদের খ্রিস্টীয় সমাজে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য ও সকল ক্ষেত্রে নারী নেতৃত্বের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর জোর দিতে হবে এবং এলক্ষ্যে সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে।

এক্ষেত্রে প্রথম ধাপ হচ্ছে পরিবার, পরিবারে নারী যেন নিজেকে সঠিকভাবে বিকাশ লাভ করার সুযোগ পায়, ছেলে ও মেয়ে শিশুকে সম দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে গড়ে তুলতে হবে। পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরিকল্পনায় নারীর অংশগ্রহণ ও মতামতের মূল্য দিতে হবে যেন পরিবার থেকেই নারী সঠিক ও কার্যকরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সক্ষমতা নিয়ে গড়ে উঠে ও সে আত্মবিশ্বাসী হয়। পরিবার ও সন্তানদের প্রতি দায়িত্ব নারীদেরকে বাধাগ্রস্ত করে নেতৃত্বে ও চ্যালেঞ্জিং দায়িত্ব গ্রহণে। এক্ষেত্রে পরিবার ও পুরুষ যদি তার সহযোগী হয় তাহলে তার নেতৃত্বের পথটি সুগম হয়।

নারীরা যে অধস্তন অবস্থানে রয়েছে সে সম্পর্কে তার সচেতনতা নাও থাকতে পারে এবং সে সেখান থেকে অধিকারের দাবী নাও করতে পারে কারণ সমাজিকরন প্রক্রিয়ায়, নারী পুরুষের বিদ্যমান বৈষম্যকে নারী স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে। তাই বাইরের শক্তির দ্বারা ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়াকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এই শক্তি নানারূপ হতে পারে। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ একটি বড় শক্তি। প্রতিটা মেয়ে যেন তার সামর্থ্য অনুসারে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ পায়। বিভিন্ন সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়েও নারী সেই শক্তি অর্জন করতে পারে। বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ এর মাধ্যমে সক্ষমতা বিকাশ লাভ করা যেতে পারে। সামাজিক বিভিন্ন কাঠামোতে নারীর অংশগ্রহণ ও নীতি নির্ধারণী পর্যায়েও নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা,নারীদের প্রাপ্য নিশ্চিত করার মধ্যদিয়ে নারীকে সামনের সারিতে এগিয়ে আনা সম্ভব।

নারীর নিজের মধ্যে চেতনা সৃষ্টি নারীর নিজের সম্পর্কে, তার অধিকার, সক্ষমতা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে অবগত হওয়া, জেন্ডার ও অন্যান্য সামাজিক - অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক শক্তিসমূহ কিভাবে নারীর উপর কাজ করছে সে বিষয়ে সচেতন হওয়া। শিশুকাল থেকে নারীর মধ্যে নীচতার যে বোধ মুদ্রিত করা হয়েছে তা থেকে মুক্ত হওয়া। নিজের শক্তি, জ্ঞান, বুদ্ধি ও দক্ষতাকে নিজের ভেতর থেকে স্বীকৃতি দেয়া; সর্বোপরি তারও যে সম্মানিত হবার অধিকার আছে তা বিশ্বাস করা এবং বুঝতে শেখা যে তাকে এ অধিকার আদায় করতে হবে, কেননা যারা ক্ষমতাধারী তারা স্বেচ্ছায় এ ক্ষমতা দেবে না। সুযোগ্য নারী নেতৃত্বের মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব।

আমাদের সমাজে পুরুষদের নারীর সকল কাজে সহযোগী হতে হবে এবং বিশ্বাস করতে হবে যে নারীর ক্ষমতায়ন পুরুষের অধিকারকে খর্ব করেনা বরং পুরুষদের আরও স্বাধীনভাবে জীবন-যাপনে উৎসাহিত করে; পরিবারে অধিক উপার্জনে সহায়তা করে; সন্তানদের উন্নত জীবন গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। সুতরাং সুন্দর, সুখী, সমৃদ্ধ, বৈষম্যহীন এবং শান্তির সমাজ গঠনে নারীর ক্ষমতায়নের ও নারী নেতৃত্বের কোন বিকল্প নেই।

সকল ক্ষেত্রে সমান অধিকার মর্যাদা লাভ করবে নারী এবং সুযোগ্য নেতৃত্বের দ্বারা গড়ে তুলবে নতুন এক সম্ভাবনাময় মহামারীমুক্ত পৃথিবী, এটাই হোক আজকের দিনে আমাদের প্রত্যাশা॥ ❑

আলোকিত নারী

সিস্টার মেরী মিতালী এসএমআরএ

আমি গর্ববোধ করি যে একজন নারী এবং সৌভাগ্যের বিষয় এই যে আমার শৈশব অতিবাহিত হয়েছে একজন নারীর স্নেহ কোমল ভালবাসায়, তারই আদর-যত্নে। আর তিনি হলেন আমার স্নেহময়ী মা যিনি আজ স্বর্গবাসী হয়েছেন। আমার মা যিনি আমার কাছে পৃথিবীর সকল নারীর উর্ধ্বে আজকের এই দিনে সেই মাকে আমি ভক্তিভরে স্মরণ করি এবং মায়ের পরেই স্মরণ করি আমার জীবনের প্রথম শিক্ষিকা যিনি শুধুমাত্র একজন নারীই নয় বরং নিবেদিত প্রাণ একজন সর্বোত্তম শিক্ষিকা। তিনি হলেন সিস্টার মেরী পলিন, এসএমআরএ। তাঁর কাছেই আমি শিশুক্লাশে পড়াশুনা করেছিলাম। আর সেই শিশুকালে উনার মুখে শুনেছিলাম একজন আছেন যিনি সব কিছু দেখেন। এরপর তিনি বোর্ডে একটি ত্রিভুজ অঙ্কণ করে তার ভিতরে একটি চোখ দিয়ে দিতেন এবং এর দ্বারা তিনি আমার মত সকল শিশুদেরকে বুঝাতে চাইতেন যে তিন ব্যক্তিতে এক ঈশ্বর, এক ঈশ্বরে আবার তিন ব্যক্তি। আমাদের তিনি এভাবেই ঈশ্বর সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা প্রদান করতেন। তাঁর মুখেই প্রথম শুনেছিলাম যে ঈশ্বর সব জায়গাতে আছেন, আমাদের সবাইকে ভালবাসেন এবং তিনি সবার সব কিছু জানেন ও দেখে থাকেন। এমন কি মানুষের মনের গোপন কথাগুলিও তার সব জানা আছে। ঈশ্বর সম্বন্ধে আমার সেই যে শিশু মনে দাগ কেটেছে এবং জ্ঞান হয়েছে তা আজও অমলিন রয়েছে। আর এতকাল ধরে বাস্তব জীবনে যে তা প্রত্যক্ষ করেও আসছি। অভিজ্ঞতাও করলাম যে করুণাময় ঈশ্বর মানুষের অর্থাৎ নারী পুরুষ সবার ছোট বড় সকল ভাল কাজেরই হিসাব রাখেন এবং সময় মত তিনি নারী-পুরুষ সবাইকে অবশ্যই পুরস্কৃত করেন। তবে এর পিছনে রয়েছে ব্যক্তির অনেক ধৈর্যধারণ, কষ্টসহিষ্ণুতা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, কোমলতা, সহৃদয়তা ও নম্রতার অনুশীলন। বুদ্ধদেব বলেন, "তোমার জীবন অন্যের জন্য প্রয়োজনীয় করে তোল এবং তাদের দুঃখ কষ্ট লাঘব করার একটি হাতিয়ার কর"। আমি এমনই একজন ব্যক্তিকে আমার এই ক্ষুদ্র লেখনীতে তুলে ধরার চেষ্টা করছি মাত্র যিনি এই বুদ্ধদেবের কথা তার জীবনে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন। আর তিনিও হলেন একজন নারী। তবে নারী কে এ বিষয়ে আমি অতি সাধারণ ভাবেই তুলে ধরতে চাই যে–

"দুঃখ ভুলে হাসেন যিনি
সম্পর্কের বাঁধনে সবাইকে বাঁধেন যিনি
জীবনকে আলোকিত করেন যিনি
তিনিইতো শক্তির আধার, তিনিই নারী।।"

৮ মার্চ হল আন্তর্জাতি নারী বিস। এই আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে সামনে রেখে আজ আমি এক আলোকিত নারীর কথা তুলে ধরতে চাই। তিনি নিরলসভাবে অসহায় দরিদ্র নারীদের পাশে থেকে তাদের মুখে হাসি ফোটাতে অবিরাম সাধনা করতে করতেই কাটিয়েছেন তার জীবন যৌবন এবং উপনিত হয়েছেন আজ একজন বর্ষীয়ান নারীরূপে। আমার দৃষ্টিতে তিনি একজন অনন্য নারী। কেননা তিনিও যে শুধু মাত্র নারীই নয় তিনি একজন নিবেদিত প্রাণ উত্তম সেবিকাও বটে। তিনি ঈশ্বর মনোনীতা এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব, তিনি পরদুঃখ কাতর,

সুদক্ষ এক বিস্ময়কর নারী। বয়স তার ৯০ পেরিয়ে ৯১ এ পা রেখেছেন। কিন্তু এখনও তার হাঁটা-চলা, কাজকর্ম, দায়িত্বশীলতা দেখলে মনে হয় না যে তিনি তাঁর জীবনে এতটা পথ অতিক্রম করেছেন।

তবে আমরা দেখি যে যুগ-যুগ ধরে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বিভিন্ন ব্যক্তিকে পাঠান তাঁর ভক্তজনগণের মধ্যে যারা বেশী দুঃখী, দরিদ্র, অসহায় ও নির্যাতীত তাদের সুরক্ষা দানের জন্য। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা সংগ্রামের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনগঠন করার জরুরী প্রয়োজন হয়ে পরে, বিশেষভাবে প্রয়োজন হয় ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অবহেলিত, প্রান্তিক নারীগোষ্ঠীর জন্য পুনর্বাসনের, যারা যুদ্ধের সময় ধর্ষিতা হয়েছিলেন তাদের জন্যও। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের কাথলিক বিশপ সম্মিলনী জনগণকে অর্থনৈতিক দারিদ্রতা থেকে মুক্ত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং "কোর দি জুট ওয়ার্কস" কর্মসূচী শুরু করেন। এতে এসএমআরএ সিস্টারদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। এই প্রৈরিতিক কাজে সিস্টার মেরী লিলিয়ানকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছিল এবং সেই সময় থেকেই তিনি "কোর দি জুট ওয়ার্কস" কর্মসূচীর অধীনে খ্রিস্টান, মুসলিম, হিন্দু নির্বিশেষে হতদরিদ্র নারীদের সর্বান্তকরণে সেবা করে আসছেন। আমরা তার অবদানের কথা আজ বলে শেষ করতে পারবো না। তবুও এই আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আলোকিত এই নারীর কথা কিছু একটু যে উল্লেখ না করলেই নয়।

সিস্টার লিলিয়ানের জন্ম হয়েছিল পাদ্রীশিবপুর ধর্মপল্লীতে ১৬ অক্টোবর, ১৯৩০ খ্রিস্ট বর্ষে। তার প্রয়াত পিতামাতা হলেন– রামুয়েল গমেজ ও এমিলিয়া গমেজ। সময়ের পূর্ণতায় অর্থাৎ এসএসসি পাশ করার পর তিনি এ দেশীয় সংঘে প্রবেশ করেন। অতপর সিস্টার হয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আশ্রমে অবস্থান কালে গ্রাম্য অঞ্চলের লোকদেরকে ধর্ম শিক্ষা প্রদান করতেন এবং ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের পাঠদান করতেন। তিনি কাজ করেছেন রাঙ্গামাটিয়া, পানজোরা, নাগরী ও তুমিলিয়া ধর্মপল্লীতে। এরই মধ্যে তিনি ইতালী ও ফিলিপাইনে হস্তশিল্পের উপর সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণও লাভ করেছেন। সংঘ কর্ত্রীর মাধ্যমে এই সিস্টার লিলিয়ানকেই ঈশ্বর ভালবেসে তাঁর মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মনোনীত করেছেন। আর তিনি হলেন একজন ঈশ্বরভক্তা ও প্রার্থনার মানুষ এবং সহজ সরল জীবন-যাপন তার। তিনিও যে তার অন্তরে অনুভব করেন অসহায়, দুঃখী মানুষের কষ্ট। তাদের নীরব কান্না, দুরবস্থা তাকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। আর তাইতো তিনি সেই ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগিয়ে এসেছেন এবং আজ অবধি সুদীর্ঘ ৫২ বৎসর ধরে 'কোর দি জুট ওয়ার্কস'– এর অধীনে 'জাগরণী হস্তশিল্প' প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে এই দরিদ্র প্রতিবন্ধী মেয়ে, বিধবা ও হতদরিদ্র মানুষদের সেবাদান কার্যে নিয়োজিত রয়েছেন।

এ কাজে আমরা তার সাফল্যের দিকগুলি দেখি যে– তিনি হতদরিদ্র নারীদের খুঁজে বের করার জন্য গ্রামে-গ্রামে ঘুরে বেরিয়েছেন এবং ধীরে-ধীরে সিস্টার ৩০০০ নারীকে এই কর্মসূচীতে যুক্ত করতে পেরেছিলেন। তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল এবং তারা তাদের উৎপাদিত পন্য বিক্রি করে সামান্য কিছু আয় করতে পেরেছিলেন। সিস্টার তাদের সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এবং এভাবে তারা স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছিলেন। ভূমিহীনেরা জমি কিনে চাষাবাদ শুরু করেছিলেন : তাদের সন্তানদেরকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছিলেন।

এভাবেই তারা তাদের ঋণ থেকে মুক্ত হতে পেরেছিলেন এবং তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পেরেছিলেন। গৃহহীন নারীরা, বিদ্যালয় ছেড়ে দেয়া অশিক্ষিত মেয়েরা, প্রতিবন্ধী মেয়েরা ও বিধবারা মূলত : সুবিধাভোগী ছিলেন। বর্তমানে তাদের অধিকাংশের অর্থনৈতিক অবস্থা স্বচ্ছল এবং তারা সুখী পারিবারিক জীবন-

যাপন করছেন। যে সব পরিবারে তিনি তার যৌবন কাল থেকে শুরু করে অদ্যাবধি সেবা রত রয়েছেন সেই সব পরিবার হতে অনেক ছেলেমেয়ে আজ প্রভুর ডাকে সাড়াদান করে ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠার কাজে নিজেদের জীবন সমর্পণ করেছেন। অনেকেই ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টার হয়ে মণ্ডলীতে আনন্দপূর্ণ সেবদান করছেন। তাই দেখি সিস্টার শুধু এই দরিদ্র পরিবারগুলির আর্থিক সমস্যাই দূর করেননি বরং তিনি প্রতিটি পরিবারের আধ্যাত্মিক যত্নও নিয়েছেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিবারে সিস্টার লিলিয়ানের উপস্থিতিই যে এই হতভাগা পথ হারানো অসহায় মানুষদের কাছে আনন্দের উৎস ও আশার আলো স্বরূপ হতো তা সত্য। এই কাজ বাংলাদেশ মণ্ডলীর জন্য এক বিশেষ পালকীয় সেবাকাজ; যা তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে করে আসছেন প্রেরিতগণের রাণী মারীয়ার সঙ্গিনী সংঘের (ল্যাটিন - Sociae Mariae Reginae Apostolorum) সংক্ষেপে এসএমআরএ সংঘের মধ্যদিয়ে। তার এই উদার সেবাকাজের মধ্যদিয়ে আমাদের দরিদ্র নারী সমাজ কর্মসংস্থান লাভ করেছে, তাদের মধ্যে কর্মস্পৃহা জেগে উঠেছে। তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সময়ের সদ্ব্যবহার করে অর্থ উপার্জন করতে শিখেছে। আর এতে করে নারীর ক্ষমতায়নও অনেকটা বৃদ্ধি লাভ করেছে। আমাদের স্থানীয় মণ্ডলীর পালকীয় প্রয়োজন এবং এসএমআরএ সংঘের যে বৈশিষ্ট্য তাও আজ পূর্ণতা লাভ করছে। তাই সর্বজান্তা ঈশ্বর তার প্রতিটি মহৎ কাজের মূল্য দিয়েছেন। তিনি খুশী হয়ে তাকে তাঁর প্রতিটি ভাল কাজের জন্য আজ পুরস্কৃত করেছেন।

আনন্দ ভাগ করলে নাকি তা দ্বিগুণ হয়ে যায়। তাই আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথেই বলছি যে দরিদ্র নারীগোষ্ঠী, বিশেষভাবে যারা বিধবা, বোবা, বধির ও পঙ্গু তাদের প্রতি সিস্টার মেরী লিলিয়ানের আন্তরিক সেবা ও অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিগত ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ্রিস্ট বর্ষে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ক্যাথিড্রালে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের দেয়া বিশেষ সম্মাননা, তাঁরই প্রতিনিধি মহামান্য জর্জ কোচেরী তুলে দিয়েছেন– আমাদের অতিপ্রিয় সিস্টার মেরী লিলিয়ান এর হাতে। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ এবং এসএমআরএ সংঘ এতে সত্যিই অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত।

অতপর গত ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ্রিস্ট বর্ষ, এসএমআরএ সংঘে, মেরী হাউজ, জেনারেলেটে বিভিন্ন কনভেন্ট থেকে আসা সুপিরিওরদের উপস্থিতিতে, শ্রদ্ধেয়া সিস্টার লিলিয়ানকে উষ্ণ অভিনন্দন ও অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়েছে। বর্তমানে সিস্টার লিলিয়ান "কোর দ্যি জুট ওয়ার্কস" -এর একজন আজীবন সদস্য, যে সংস্থাটি গ্রামের নারীদের দ্বারা পরিচালিত কুটির শিল্পের হস্তশিল্প বিক্রি করে থাকেন । সংস্থাটি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা দু'বার পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। এর অনেকটা কৃতিত্বই প্রাপ্য সিস্টার লিলিয়ানের। তাকে নিয়ে এসএমআরএ সংঘ সত্যিই আনন্দিত ও গর্বিত।

তিনি কোর দ্যি জুট ওয়ার্কস - এর 'মা' হিসাবে খ্যাত। কেননা তিনি বাংলাদেশের গ্রাম-গঞ্জের হাজার নারীদের ভাগ্য পরিবর্তন করেছেন। সিস্টার লিলিয়ানের বর্তমানে ৯১ বৎসর চলছে সত্য কিন্তু তাকে এখনো বিভিন্ন গ্রামের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হাসি মুখে কাজ করতে দেখা যায়। ঈশ্বর তার এই সেবা দাসীর মধ্যদিয়ে তাঁর মহৎ কার্য সম্পন্ন করে যাচ্ছেন। তাই আমরা পরম পিতার ধন্যবাদ ও প্রশংসা করি।

শেষে জর্জ হারবার্ট এর একটি উক্তি দিয়ে শেষ করি– তিনি বলেন "কাজের স্বীকৃতি না পেলে কাজ করে আনন্দ পাওয়া যায় না"। জীবনের শেষ দিকে হলেও তিনি যে এই মহা সম্মাননা লাভ করেছেন, তার ভাল কাজের স্বীকৃতি তিনি পেয়েছেন, তা সিস্টারকে অনেক আনন্দ দান করেছে। তিনি ঈশ্বরের কাছে এবং সংঘমাতার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তিনি আজ আমাদের জন্য সত্যিই এক উজ্জ্বল নক্ষত্র যা সেই বেৎলেহেমের তারার মত করে আমাদের সবাইকে পথ দেখিয়ে যাচ্ছেন। তিনি আমাদের সকল ভগ্নীদের জন্যও এক জ্বলন্ত আদর্শ স্বরূপা হয়ে থাকুন! আমার দৃষ্টিতে তিনি জীবনভর অসহায় হতদরিদ্র ভাইবোনদের সেবাদান করে এটাই প্রমান করে যাচ্ছেন যে –

"আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই
কেহ অবনী পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা
পরের তরে, (কামিনী রায়)।" ❑

দড়িপাড়া সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়
দড়িপাড়া, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

বিজ্ঞপ্তি
সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন- ২০২২

পরম করুণাময়ের অসীম অনুগ্রহে, আপনাদের সকলের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আগামী ২০২২ খ্রিস্টাব্দে অত্র বিদ্যালয়ের ৫০ বছর পূর্ণ হতে যাচ্ছে। এই উপলক্ষ্যে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ (সম্ভাব্য) তারিখে বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন করতে চাচ্ছি।

বিদ্যালয়ের সূচনালগ্ন থেকে অদ্যাবধি পর্যন্ত শিক্ষক, শিক্ষার্থী, পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ও শুভাকাঙ্খী সকলের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান সফল করার লক্ষ্যে আপনাদের সুচিন্তিত মতামত, পরামর্শ, অভিজ্ঞতা, সহযোগিতা একান্তভাবে প্রত্যাশা করি। সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপনের বিস্তারিত কর্মসূচী পরবর্তীতে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সবাইকে অবহিত করা হবে।

ধন্যবাদান্তে–

ফাদার অমল খ্রীষ্টফার ডি' ক্রুজ
সভাপতি
ব্যবস্থাপনা কমিটি
দড়িপাড়া সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়
মোবাইল নম্বর: ০১৭১৫০২৪১৩২
ই মেইল: amoldcruze25@gmail.com

সিস্টার মেরী আশীষ এস এম আর এ
সেক্রেটারি/প্রধান শিক্ষিকা
ব্যবস্থাপনা কমিটি
দড়িপাড়া সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়
মোবাইল নম্বর: ০১৬৮৯৪৬১৫৬৭

বিশ্বায়নে নারীর অগ্রযাত্রা

সিস্টার মেরী অরিলিয়া এসএমআরএ

পরমেশ্বর সৃষ্টির শুরুতেই নিজের প্রতিমূর্তিতেই মানুষ সৃষ্টি করলেন। পুরুষের বুকের পাঁজর থেকে হাড় নিয়ে মানুষ অর্থাৎ নারীকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি চেয়েছেন নারী পুরুষ এক সঙ্গেই বেড়ে উঠুক। নারীরা হলেন পুরুষের একটি অংশ। সৃষ্টির শুরু থেকেই আমরা নারী পুরুষের মধ্যকার সমতা ও সমমর্যাদা লক্ষ্য করি। ঈশ্বর কিন্তু কোন বৈষম্য কিংবা কম বেশি ক্ষমতা দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করেননি। তিনি কিন্তু কোন শ্রেণী বৈষম্যের ভেদাভেদও গড়ে তোলেন নি, গড়ে তোলেননি নারীদের জন্য কোন নিয়মের পাহাড়। কিন্তু পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যাবস্থায় নারী পুরুষের মাঝে বিশাল বৈষম্যের দেয়াল গড়ে উঠেছে এতে নারীরা হচ্ছে অবহেলিত ও নির্যাতিত। কিন্তু নারীরা সেই বিশাল দেয়ালকে ভেদ করে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বন্ধ কারাগার থেকে কিছুটা মুক্ত হয়ে আলোয় বেড়িয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। নারীরা আজ কোন ক্ষেত্রেই পিছিয়ে নেই। নারীরা বর্তমানে স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, এমনকি রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বেও পারদর্শিতা অর্জন করেছে। নারীর এই বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে বিশ্বকবি বলেছেন" বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি, চির কল্যাণকর, অর্ধেক তার গড়িয়াছেন নারী অর্ধেক তার নর"। সমাজ সভ্যতার অগ্রযাত্রায় নারীরা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। তাই নারীর প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও সমান অধিকার প্রদান করার জন্য আহ্বান জানিয়ে ৮ মার্চ বিশ্বে আর্ন্তজাতিক নারী দিবস পালিত হচ্ছে। তবে এই নারী দিবসের সাথে জড়িয়ে আছে নারী শ্রমিকদের সংগ্রামের ইতিহাস। ১৮৫৭ খ্রিস্টবর্ষের ৮মার্চ নিউইয়র্কে সেলাই কারখানায় বিপদজনক ও অমানবিক কর্মপরিবেশ, স্বল্পমজুরী ও ১২ ঘন্টা শ্রমের বিরুদ্ধে নারী শ্রমিকেরা প্রতিবাদ করেন । এর পর সময় ও আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯১০ খ্রিস্টবর্ষের ৮ মার্চ ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত হয় ২য় আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন। এই সম্মেলনে জার্মান সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা ক্লরা জেৎকিনির প্রস্তাবে ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ঘোষণা দেওয়া হয়। জাতিসংঘ ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে বিশ্বে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা শুরু করে। একই সময় বাংলাদেশেও ৮ মার্চ নারী দিবস পালন শুরু হয়। এ দিবসটি নারীদের অন্তরে জাগিয়ে তোলে সচেতনতার, স্পৃহা ও মনোবল। আজ নারীরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে পারছে। এমনকি বর্তমানে এমন অনেক নারী আছে যারা নিজেরাই সংসারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন করছে, সন্তানের পড়াশোনার খরচ চালাচ্ছে এবং বৃদ্ধ বাবা-মাকেও দেখাশোনা করছে, যা কিনা পরিবারে ছেলেদের করার কথা। জাগ্রত নারী সমাজের পাশাপাশি এখনো অনেক নারী আছে যারা কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ। জাতীয় শ্রম শক্তির জরিপ অনুসারে দেশে নারী শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৯ লক্ষ। বাংলাদেশে প্রায় শতকরা ৬০ ভাগেরও বেশি নারী তাদের পারিবারিক জীবনে সহিংসতার শিকার হচ্ছেন। পুরুষশাসিত এই সমাজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের গোঁড়ামি, সামাজিক কুসংস্কার, রক্ষণশীলতা, বাধা-বিপত্তি নারী সমাজকে অনেক ক্ষেত্রে মাথা তুলে দাঁড়াতে দেয়নি। কিন্তু বর্তমান বাস্তবতায় বিশ্বায়নের নতুন যুগে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে এটা স্বীকৃত যে, নারীর ক্ষমতায়ণ ছাড়া দেশের উন্নয়ন কখনো সম্ভব নয়। একটি প্রবাদ আছে, "দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।" এসো নারী পুরুষের বৈষম্য ভুলে, নতুন করে গড়ে তুলি এই বিশ্বকে। বিশ্বের নারী সমাজের মাঝে নিয়ে আসি রূপান্তর। তাই একই সুরে বলি- "হে নারী, তুমি পারো, নিজ সতীত্ব বলে শুষ্কবৃক্ষ, রসবৃক্ষে সাজাতে ফুলেফলে। নারী তুমি সম্মানের, নারী তুমি শ্রদ্ধার, নারী তোমায় অভিনন্দন আজকের এই শুভদিনে।" ❑

SIL

VACANCY ANNOUNCEMENT

SIL International Bangladesh

SIL, an international, faith-based NGO helps ethnic language communities to achieve their development goals with global innovations invites applications from the interested and eligible candidates for the following position:

Position: Research Coordinator- SOMPRITI (1 position, Dhaka Based)
Job Nature: Contractual

Minimum Requirements and Qualifications

* **Education:** Master's in any discipline. Preferred in Anthropology/Social Welfare/Development studies.
* **Job experience:** At least 3 years of experience in a Survey or research Management role with a strong background in team management.

Salary : Negotiable
For further details of the announcement, please visit our official website: **http://www.silbangladesh.org/**

Position: Research Assistant– SOMPRITI (1 position, Dhaka Based)
Job Nature: Contractual

Minimum Requirements and Qualifications:

a. Minimum Bachelor's degree is required for this position. Preferred Master's in any discipline.
b. Technical Skills: Knowledge on Word, Excel and SPSS.
d. Job experience: At least 3 years of working experience preferred in the research or survey works.

Salary : Negotiable
For further details of the announcement, please visit our official website: **http://www.silbangladesh.org/**

Apply Instruction:
If you are interested and meet the criteria, please send your application to HR Manager with your Curriculum Vitae including a Passport size photograph at SIL International-Bangladesh, House 974 (6th floor), Road 15, Avenue 2, Mirpur DOHS, Dhaka 1216 or email to **bangladesh_hr@sil.org** on or before **March 15, 2021**.Please write the name of the position in the subject head in your email or top on the envelope. Only short-listed candidates will be called for interview. Any personal persuasion/contact will be treated as disqualification.

বিজ্ঞ/৫২/২১

নারী অধিকার

ডোনাল্ড স্যামুয়েল গমেজ

স্বপন আজ ভীষণ খুশি! প্রতিবেশী ও গ্রামবাসি সকলের মধ্যে মিষ্টি বিলি করছে কারণ আজ তার ঘর আলো করে একটি নতুন চাঁদ জন্ম নিয়েছে। সকলকে অনুরোধ করছে, যেন স্বপনের স্ত্রী শ্রেয়া ও নবজাতিকা মৌ -কে সকলে মিলে আশীর্বাদ করেন। স্বপনের আনন্দে সবাই খুব আনন্দিত। কিন্তু স্বপনের দাদি অখুশি আর ওর মা-বাবাও কেমন যেন লোক দেখানো আনন্দিত বলে মনে হচ্ছে। যদিও স্বপন এই বিষয়গুলো লক্ষ্য করেছে, কিন্তু সে তা উপেক্ষা করে দু-দিন পরে হাসপাতালের সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে বাড়ী ফিরলো। মৌ কয়েকদিনের মধ্যে পরিবারের মধ্যমনি হয়ে উঠলো। তার ছোট ছোট শিশু আচরণগুলো সকলের মাঝে আভা ছড়াচ্ছিল। সবার সকল কর্মের ফাঁকে মৌকে নিয়ে মেতে থাকা যেন আবশ্যক একটি ব্যাপার লক্ষ্য করা গেল। বেশ কয়েকদিন অতিবাহিত হলে স্বপন লক্ষ্য করলো, ওর দাদি ওর স্ত্রীর সাথে মাঝে মাঝেই রুঢ় ব্যবহার করছে। এমনটি ঠিক আগে কখনো ঘটে নি। একদিন হঠাৎ স্বপনের দাদি তাকে ডেকে পাঠালেন। স্বপন দাদির ঘরে গেলে দাদি তাকে ঘরের দরজা বন্ধ করে তার খাটের পাশে রাখা টুলটিতে বসতে বললেন। স্বপন ঠিক তাই করলেন। এবার দাদি বললেন, মৌ কি আমাদের বংশ রক্ষা করতে পারবে? যতদিন বিয়ের বয়স না হয় ততদিন পালতে হবে, অতপর বিয়ে দিয়ে গাছ কেটে ফেলবি। না মাথা থাকবে, না মাথার ব্যথা। তুই তাড়াতাড়ি একটি ছেলে সন্তানের চেষ্টা কর, যে এই বংশের প্রদীপ হয়ে আমাদের বংশ রক্ষা করবে। আর তোর বউকে বলবি, এবার যেন ভুল করেও কোন অবলার জন্ম না দেয়। মেয়েদের কোন দাম আছে এই দুনিয়ায়? কি অধিকার আছে তার? বলে দাদি একা একা বিড়বিড় করতে লাগলেন। শান্তস্বভাবের স্বপন দাদির কথা শুনে ভিষণ রেগে উঠলো কিন্তু কিছু বললো না। এবার স্বপনের সকল হিসাব মিলে গেল কেন ওর দাদি এতদিন তার স্ত্রীর সাথে রুঢ় আচরণ করেছেন। অথচ শ্রেয়াকে যখন স্বপন বিয়ে করেন তখন বাড়ীর সকলে খুব খুশি ছিল। মাঝে মাঝেই শ্রেয়া যখন স্বপনের সাথে একান্তে কথা বলতো, শ্রেয়া নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবতী বলে মনে করতো। আর সে প্রত্যাশা করতো যেন সব মেয়ে ওর মত এমন সুন্দর পরিবার পায় যেখানে বৌ-কে পরের বাড়ীর মেয়ে না বলে আপন করে নেয়া হয়।

স্বপন তার ভাঙ্গা মন নিয়ে দু-দিন ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোন ভাবেই স্বস্তি পাচ্ছে না এবং কোন কাজে যেন ওর মন বসছে না। এমনকি খেতেও ভালো লাগছে না। শ্রেয়া তার স্বামীর চারিত্রিক সকল বৈশিষ্ট্য খুব ভালভাবে জানে। তাই তখন স্বপনকে কিছু না বললেও সে অনুভব করেছে যে, কিছু একটা ঘটনা ঘটেছে যা ঠিক তার স্বামী মেনে নিতে পারছে না। প্রতিদিন রাতে শুতে যাওয়ার সময় শ্রেয়া ও স্বপন তাদের সারা দিনের কার্যক্রম সহভাগিতা করে। আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। স্বপন তার মাঝে আটকে থাকা ও জমাট বাঁধা সকল বিষয় শ্রেয়ার সাথে সহভাগিতা করলো। সব কিছু শুনে শ্রেয়া কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। যেহেতু সে এই পরিবারকে নিজ পরিবার ভাবে এবং সবাইকে খুব ভালোবাসে তাই কোনরূপ নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া না করে ভাবতে লাগলো কি করে এই সমস্যার সমাধান করা যায়। পরের দিন সকালে সে যখন রান্নাঘরে নাস্তা তৈরী করছিল আর ওর শ্বশুর বারান্দার আরাম কেদারায় বসে রেডিও শুনছিল। সে সুস্পষ্টভাবে সব শুনতে পাচ্ছিলো। রেডিও-তে তখন মাত্র সকালের সংবাদ শেষ হয়েছে, আর জে নিরবের একটি প্রোগ্রাম আরম্ভ হয়েছে। হঠাৎ তার মাথায় গতকাল রাতে স্বামীর সহভাগিতা করা সমস্যাটির কথা মনে পরে গেল আর সে সেই সমস্যাটি নিয়ে ভাবছিল, এমন সময় রেডিও থেকে আসা শব্দের কিছু অংশ শ্রেয়ার ভাবনাগুলোকে থামিয়ে এক পাঁক ঘুড়িয়ে দিল। "আগামিকাল ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এ দিবস নারীর অধিকারের দিবস। সারা পৃথিবী এই দিবসকে নারীর অধিকার ও সম-অধিকার নিশ্চিত করতে পালন করে..." আন্তর্জাতিক নারী দিবস।" শ্রেয়া ঠিক করলো এ বিষয়ে তার স্বামীর সঙ্গে আলাপ করবে ও তার দাদি শাশুড়ির সাথেও দু'জনে মিলে কথা বলবে। প্রতিদিনের ন্যায় ঐ দিন রাতে শ্রেয়া তার স্বামী স্বপনের সাথে কথা বলার সময়, ওর পরিকল্পনার কথা স্বামীকে জানালো। স্বপন খুব খুশি হলো শ্রেয়ার পরিকল্পনা শুনে। পরের দিন খুব সকালে বাড়ীর সামনের বাগান থেকে দুইটি গোলাপ ফুল তুলে একটি ফুল স্বপন তার দাদি ও আরেকটি ফুল শ্রেয়ার হাতে দিয়ে তার মাকে দিয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের শুভেচ্ছা জানালো।

এই আন্তর্জাতিক নারী দিবস আবার কি? স্বপনকে প্রশ্ন করলেন দাদি। এবার স্বপন সুযোগ পেয়ে বলতে আরম্ভ করলো, আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হয় নারীর অধিকার, ক্ষমতায়ন ও সমতায়নের বিষয়ের উপর ভিত্তি করে। দাদি অকস্মাৎ বলে উঠলেন, নারীর আবার কিসের অধিকার? কি যে বলিস তোরা! দাদি, নারীর অধিকার মানে হচ্ছে, স্বাধীনভাবে চলার অধিকার, নিজের নামে পরিচিতি হওয়ার অধিকার, মনের ভাব ও মতামত প্রকাশের অধিকার, বৈষম্য ও জবরদস্তি মুক্ত হয়ে বাঁচার অধিকার, শারীরিক ও মানসিকভাবে সর্বোচ্চ মান ভোগের অধিকার, শিক্ষালাভের অধিকার, সম্পদের স্বত্বাধিকারী হওয়ার অধিকার, ভোটাধিকার, কাজ করার অধিকার, উপার্জনের অধিকার, পুরুষের ন্যায় সম-মজুরী লাভের অধিকার, ক্ষমতায়নের অধিকার, সমতায়নের অধিকার, মোট কথা একজন মানুষ যে সকল অধিকার ভোগ করতে পারে সে সকল অধিকার যেন একজন নারীকে পুরুষের সমান ভাবে ভোগ করতে দেয়া হয়।

স্বপন কথা বলতে বলতে ওর দাদি ও মায়ের দিকে একবার তাকালো। দেখলো দু'জনই মন দিয়ে ওর কথাগুলো শুনছে।

স্বপন বললো, জানো মা, প্রথম জাতীয় নারী দিবস উদ্‌যাপন করতে দেখা যায় যুক্তরাষ্ট্রে ২৮ ফেব্রুয়ারি। নিউইয়র্কে কর্ম শর্তের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী গার্মেন্টস কর্মীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্বক আমেরিকার সোসালিস্ট পার্টি সারাদিন ব্যাপি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দ। পরবর্তীতে, সেই জাতীয় নারী দিবসের পথ ধরে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হয় ১৯ মার্চ, ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে যখন ডেনমার্কে ইউরোপীয় প্রতিনিধিগণ সেই আয়োজকদের আয়োজনের স্বীকৃতি দেন। পরবর্তীতে বহু বিষয়ের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন আন্দোলন ও বহু আনুষ্ঠানিকতা এই নারী দিবসের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। জাতিসংঘ প্রথম আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ পালন করে ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে আর ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে ৮ মার্চকে নারী দিবস ও বিশ্ব শান্তি দিবস হিসাবে ঘোষণা করে। বিশ্বের সকল দেশে ও সংস্কৃতিতে নারীর প্রতি বৈষম্যকে নিরুৎসাহিত করা হয়। কারণ বৈষম্য নারীকে অনেক পিছিয়ে দিয়েছে। বিশ্বে পুরুষের তুলনায় নারীরা ২৩% কম উপার্জন করে। বিশ্বব্যাপি সংসদে মাত্র ২৪% নারী আসন সংখ্যা। পুরুষ শাসিত সমাজের কিছু কৌশলগত বেষ্ঠনি ও জেন্ডার ইস্যুর কারণে নারীকে পুরুষের পাশাপাশি কাজ করতে দেয়া হয় না। এছাড়াও বিতর্কিত আইন, বিতর্কিত সমাজ ব্যবস্থা, প্রতি পাঁচ জনে এক জন নারী ও প্রতি ১৫ থেকে ৪৯ বয়সি নারী যৌন হয়রানির শিকার হয়। বিশ্বে প্রায় ৭৫০ মিলিয়ন নারী ১৮ বছরের আগেই বিয়ে হয়ে যায়। বিশ্বে প্রায় ১৮টি দেশে স্বামী তার স্ত্রীকে আইনের বরাত দিয়ে কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়াতে পারে। ৩৯টি দেশে ছেলে এবং মেয়ের সমান অধিকারের ব্যবস্থা নাই এবং ৪৯টি দেশে মহিলা গৃহকর্মীদের সহিংসতা বন্ধের কোন আইন নাই। পৃথিবীতে কৃষি জমির মাত্র ১৩% নারী স্বত্ত্বাধিকারী। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে ঝুঁকিপূর্ণ বাল্য বিবাহের সংখ্যা অনেক বেশি।

বাংলাদেশের ইতিহাসে নারী অধিকারের অবস্থা স্বাধীনতার পূর্বে এবং পরে তেমন ভালো নয়। বিভিন্নভাবে এই অঞ্চলের নারীদের বঞ্চিত করা হতো, এখনো হয়। এখনো দেখা যায় বিভিন্নভাবে নারীরা পদ-দলিত হচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশ জয়ী হয়ে মুক্ত একটি দেশ বা স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া এবং ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে সৃষ্ট সংবিধানে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার রাখা স্বত্ত্বেও বাংলাদেশের নারীরা প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার। অর্থাৎ বাংলাদেশে এমন সমাজ ব্যবস্থা পুরুষ শাসিত সমাজ গড়ে তুলেছে যে, এখানে নারীর জন্ম, বেড়ে ওঠা থেকে আরম্ভ করে শিক্ষা, সামাজিক অবস্থান, রাজনৈতিক অবস্থান, অর্থনৈতিক অবস্থান, ধর্মীয়ভাবে বিভিন্ন শৃঙ্খলাবদ্ধ, নারীর গণজীবন সকল ক্ষেত্রে প্রশ্নবিদ্ধ ও অবহেলিত। তার উপরে পত্র-পত্রিকা খুললে দেখা যায় নারীরা প্রতিনিয়ত কিভাবে অপমানিত হচ্ছে ও বৈষম্যের শিকার হচ্ছে।

এমন চিত্র আমরা প্রায় প্রতিটি পরিবারে, সমাজে, এলাকায় এবং দেশে দেখতে পাই যেখানে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। নারীকে সকল প্রকার সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়। ধারণা করা হয়, নারী কিছুই করতে পারে না। যদিও তা পূর্বের তুলনায় কম। কিন্তু দেখা যায় নারীরা তাদের কর্মের জোরে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। ঘরোয়া কাজকর্মের পাশাপাশি নারীরা সকল পেশায় এখন নিয়োজিত। এমন কি জটিল অস্ত্রোপচার, নভোচারী, দেশরক্ষার বিভিন্ন পেশায়, বিমান চালানো কিংবা বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় এখন নারীরা অংশগ্রহণ করছে। জাতিসংঘ এই ধরনের বৈষম্য দূরীকরণের জন্য নারী এবং পুরুষের সমতায়নের লক্ষ্যে কিছু কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। যাকে বলা হয় পঞ্চম লক্ষ্য। জাতিসংঘের মোট সতেরোটির মধ্যে পঞ্চম লক্ষ্য হচ্ছে জেন্ডার সমতায়ন। যেখানে বলা আছে (১) সর্বত্র মেয়ে ও নারীর প্রতি সকল বৈষম্য বন্ধ করুন। (২) সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে মেয়ে ও নারীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার সহিংসতা, যৌন নিপীড়ণ ও পাচার দূরীকরণ। (৩) সমস্ত ক্ষতিকারক অনুশীলন যেমন শিশু, বাল্য ও জোরপূর্বক বিবাহ এবং নারী যৌনাঙ্গ বিচ্ছেদ বন্ধকরণ। (৪) রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও জনজীবনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল স্তরে নেতৃত্বের জন্য নারীর পূর্ণ অংশগ্রহণ এবং সমান সুযোগ সৃষ্টি করা। (৫) জাতীয় আইন অনুসারে নারীদেরকে অর্থনৈতিক সম্পদের সমান অধিকার প্রদানের পাশাপাশি ভূমিসহ অন্যান্য সম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা করা ইত্যাদি আরো অনেক কিছু। স্বপন এই বার দাদিকে প্রশ্ন করলো দাদি এবার বলো মৌ কে কি আমরা এই সকল সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করবো? না কি সে যেন মানুষের মত মানুষ হয়ে দেশ ও দশের সেবা করতে পারে সেভাবে শিক্ষা দিব।

এই সকল বৈষম্য মুক্ত, সকল নাগরিক সুবিধা ভোগ, পরিপূর্ণ বিকশিত হওয়ার সুযোগ লাভ করা ও মানুষ হিসাবে পৃথিবীর সর্বত্র মূল্যায়িত হওয়া ইত্যাদি বিষয়ের অধিকারের নিমিত্তে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হয়। এবার স্বপনের দাদি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে বলছ, হুমম, বুঝলাম। তোর এত কিছু বলার একটাই কারণ, যেন মৌ-কে আমরা সব ধরনের অধিকার দেই আর, সমান চোখে দেখি তাই তো? তুই আর শ্রেয়া দুজনেই লেখাপড়া করেছিস, বড় হয়েছিস, ভালো বুঝিস যেটা তোদের কাছে ঠিক মনে হয় সেটাই কর। স্বপন ও শ্রেয়া অত্যন্ত খুশি হলো। শ্রেয়া দৌড়ে গিয়ে দাদিকে জড়িয়ে ধরলো আর গালে চুমু খেল। দাদি বললো, শ্রেয়া তোকে "আন্তর্জাতিক নারী দিবসের শুভেচ্ছা।" ❑

একজন ধর্ষিতা নারীর আত্মচিৎকার

দিপালী এম গমেজ

কে আছো, আমাকে বাঁচাও
কিন্তু কেউ পারল না
আমাকে বাঁচাতে।
অবশেষে আমি হলাম ধর্ষিতা।
কিন্তু কেন?
বিধাতা আমাকে সৃষ্টি করেছেন,
সুন্দর পৃথিবীতে, সুস্থভাবে
বাঁচার অধিকার দিয়ে।
লোলুপ দৃষ্টি থেকে,
আমি রক্ষা পেলাম না।
মনের গহীনে লালন করেছি,
কত রঙিন স্বপ্ন।
কিন্তু হায়- আমি হলাম
সমাজের চোখে কুলটা
আর দুশ্চরিত্রা।
কি দোষ ছিল আমার?
এখন চারিদিকে শুনি
সমাবেশ আর শ্লোগান
বিচার চাই, ফাঁসি চাই। সবই হবে।
কিন্তু, কেউ কি ফিরিয়ে দিতে পারবে
আমার সেই সম্মান আর ভালবাসাপূর্ণ
সুস্থ জীবন!!

বইয়ের ভুবন

ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ

বইয়ের সাথে কাগজের নিবিড় সম্পর্ক। তাই বইয়ের উৎসের সাথে কাগজের ইতিহাস জড়িয়ে আছে। কাগজের ইতিহাসে ২৪০০ খ্রিস্টপূর্বে প্যাপিরাসের ব্যবহার শুরু হয়। প্যাপিরাস হচ্ছে নীল নদের আশেপাশের জলা জায়গায় জন্মানো এক ধরনের গাছ। প্যাপিরাস গাছের কাণ্ডের অংশ। যা থেকে উৎপন্ন হয়েছে কাগজ। গাছটির পিথ (কাণ্ডের কেন্দ্র) লম্বালম্বি পাতলা করে কেটে শুকিয়ে নিয়ে মিসরীয়রা তাতে লিখত। গ্রিক আর রোমানদের হাজার বছর আগেই তারা এই প্রযুক্তি রপ্ত করেছিলেন। কাগজ আবিষ্কার হলেও তার উপরে অক্ষর বানিয়ে ছাপার কৌশল আবিষ্কার হতে বহু সময় লেগেছে। এই সময়ে হাতেলেখা বইয়ের প্রচলন ছিল। যা চাহিদা অনুসারে প্রস্তুত করা হত। এদিকে টাইপরাইটারের আগমনে একসময় হাতে কম্পোজ করার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত মার্ক টোয়েনের 'লাইফ অন দ্য মিসিসিপি' বইটি টাইপরাইটারের কম্পোজ করা প্রথম বই। অথচ এখনও অনেক লেখক হাতেই লিখছেন, এমনকি কালির কলম দিয়ে; অভ্যাস বলে কথা! লেখক আদতে ব্যক্তি বলেই তার নিজস্বতা আছে; আছে নিজের স্টাইলের স্বাধীনতাও।

লেখালিখির বিষয়ে কোন কোন লেখক অদ্ভুত কিছু নিয়ম মেনে চলতেন। যেমন, ভার্জিনিয়া উলফ দাঁড়িয়ে লিখতেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় পৃথিবী ওলটপালট হয়ে গেলেও প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে লিখতে বসতেন আর টানা লিখে যেতেন। লেখক ড্যান ব্রাউন 'দ্য ভিঞ্চি কোড' লেখার সময় প্রতিদিন ভোর চারটায় উঠে লিখতে বসতেন আর প্রতি ৬০ মিনিট পরপর ৫০টা বুকডন দিতেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সমীক্ষায় দেখা যায় ৭৩ শতাংশ আমেরিকান বই পড়ে। আর তাদের মধ্যে ৬৫ শতাংশ পড়ে কাগজের বই। পৃথিবীময় বছরে নয় লাখের বেশি বই প্রকাশিত হয়। অথচ এখনও পৃথিবীর পনের শতাংশ মানুষ লিখতে পড়তে জানে না। এত এত বই আর সাহিত্যের সঙ্গে তাদের হয়তো আরও অনেকের কোন সংশ্লিষ্টতা গড়ে ওঠেনি। তবুও বিভিন্ন উপলক্ষে বই প্রকাশের উৎসব নিরন্তর চলছে। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি পঠিত তিনটি বই হলো, পবিত্র বাইবেল, কোটেশন ফ্রম চেয়ারম্যান মাও সে তুং এবং হ্যারি পটার।

চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে, পাঠের অভ্যাস মানুষকে দীর্ঘজীবী করে, মানসিক চাপ আর আলঝেইমারে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা কমায়। তাই তো প্রতিভা বসু বলেছেন, "বই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ আত্মীয়, যার সঙ্গে কোনদিন ঝগড়া হয় না, কোনদিন মনোমালিন্য হয় না।" কেননা বৈচিত্রময় পৃথিবীতে অপার বিস্ময় লুকিয়ে আছে। এই অজানা, অবারিত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বই আমাদের ধারণা দিতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "বই হচ্ছে অতীত আর বর্তমানের মধ্যে বেঁধে দেয়া সাঁকো।" বইয়ের মাধ্যমে মানুষ মুহূর্তে ছুটে যেতে পারে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। তাই তো কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যথার্থ বলেছেন, "বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি/ বিশাল বিশ্বের আয়োজন/ মোর মন জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তারই এক কোণ/ সেই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ; ভ্রমণ বৃত্তান্ত আছে যাহা অক্ষয় উৎসাহে।"

দুইরকমের বই ধরা যেতে পারে। জ্ঞানের বই এবং রসের বই। জ্ঞানের বই যাকে আমরা বলি প্রবন্ধের বই। প্রবন্ধের বই আমাদের মস্তিষ্ক গড়তে সাহায্য করে। এটি আমাদের বুদ্ধিকে ধারালো করে। আর গল্প-উপন্যাস-কবিতার বইয়ের লক্ষ্য আমাদের হৃদয়। তা আমাদের মনকে নিজের ছোট গণ্ডির বাইরে নিয়ে যায়। জগত ও মানুষের জন্য ভালবাসা তৈরি করে। বই পড়া আবার নানা প্রকারের। একটি হচ্ছে অনুভূমিক পড়া। আমাদের বেশির ভাগ পড়াই তাই। অনুভূমিক বই পড়াটা হচ্ছে আমরা বই পড়ছি, আনন্দ পাচ্ছি, তথ্যও পাচ্ছি কিছু কিছু। আরেক রকমের বই আছে, যেগুলো সভ্যতাকে বদলে দিয়েছে। মানুষ আগে যেভাবে চিন্তা করত, সে বইটি বেরোনোর পর চিন্তার ভিত্তিই আমূল পাল্টে দিয়েছে। এমন কিছু বই পড়া মানে সভ্যতার একেকটি ধাপে যাওয়া। এমন কিছু বই আছে যা না পড়লে জীবন-ই তো বৃথা। কিংস্টোন বিশ্ববিদ্যালয় জানান যে যারা কল্পকাহিনি পড়ে, তারা সমাজে অন্য মানুষের তুলনায় বেশি আবেগপ্রবণ সহানুভূতিশীল ও উদার মানসিকতার আধিকারী হয়ে থাকে। জীবনের নানা ক্ষেত্রে তাদের ইতিবাচক চালচলন দেখতে পাওয়া যায়।

অন্তহীন জ্ঞানের আধার হল বই, আর বইয়ের আবাসস্থল হল লাইব্রেরি। মানুষের হাজার বছরের ইতিহাস ঘুমিয়ে আছে একেকটি লাইব্রেরির ছোট ছোট তাকে। লাইব্রেরি হল কালের খেয়াঘাট; যেখান থেকে মানুষ সময়ের পাতায় ভ্রমণ করতে পারে। তাই লাইব্রেরি হল আলোর পথে ডেকে চলা নীরব পথ প্রদর্শক। বৃহৎ আয়তনে বই সংগ্রহ ও পড়ার স্থান হচ্ছে লাইব্রেরি। লাইব্রেরিকে বলা হয় জ্ঞানের ভাণ্ডার। তাই তো লাইব্রেরি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবতার অমর আলোকে কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। ইহারা সহসা যদি বিদ্রোহী হইয়া ওঠে, নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া ফেলে, অক্ষরের বেড়া দগ্ধ করিয়া একবারে বাহির হইয়া আসে! হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত কত বন্যা বাঁধা আছে, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে মানব হৃদয়ের বন্যাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।" তাই ভিনসেন্ট স্টারেট বলেছেন, "আমরা যখন বই সংগ্রহ করি, তখন আমরা আনন্দকেই সংগ্রহ করি।" প্রক্ষান্তরে মার্কাস টুলিয়াস সিসারো বলেছেন, "বই ছাড়া একটি কক্ষ আত্মা ছাড়া দেহের মত।" কেননা সুইফটের মতে,"বই হচ্ছে মস্তিষ্কের সন্তান।"

কাগজের বইয়ের আবেদন কোন অংশেই কম নয়। বইয়ের পাতা উল্টানোর শব্দ, নতুন বইয়ের ঘ্রাণ, ছাপার অক্ষর ছুঁয়ে অনুভব কিংবা বাইরে ঝুম বৃষ্টিতে এক মগ কফি পাশে প্রিয় কোন বইয়ে হারিয়ে যাওয়া সবকিছুর মাঝেই অন্যরকম এক আনন্দ লুকিয়ে আছে। মন ও আত্মার শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য বই পড়ার কোন বিকল্প নেই। নিজেকে এবং বিশ্বকে চিনতে ও জানতে হলে বই-ই হতে পারে শ্রেষ্ঠ দর্পণ। বই পড়ার আনন্দের মধ্যে ডুব দিতে পারলে জগতের কোন কষ্টই স্পর্শ করতে পারে না। দার্শনিক ও নাট্যকার বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছেন, "জীবনের রূঢ় বাস্তবতা ও জটিলতা থেকে মুক্তি পেতে বইয়ের মাঝে ডুব দিতে হয়। কেননা বইয়ের নির্দেশনায় মানুষ খুঁজে পায় সঙ্গতি, সামঞ্জস্য ও এগিয়ে যাওয়ার রাস্তা।" ❑

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সাজ্জাদ শরিফ: বই পড়া, প্র ছুটির দিনে, দৈনিক প্রথম আলো, শনিবার, ৭ ডিসেম্বর ২০১৯।

আফসানা বেগম: বই বৈকি, অন্যআলো, দৈনিক প্রথম আলো, শুক্রবার, ৩১ জানুয়ারি ২০২০।

উন্নয়ন ভাবনা

২৫

ডক্টর ফাদার লিটন এইচ গমেজ সিএসসি

কারাবন্দিদের মঙ্গলবার্তা

১. গতবছর পুণ্য শুক্রবারে ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস কারাবন্দিদের সাথে আধ্যাত্মিক একাত্মতায় ক্রুশের পথ ধ্যান করেছেন। পোপ মহোদয় যিশুর ক্রুশের পথ অনুধ্যান লেখার জন্য আঠারোজনকে আমন্ত্রণ করেছেন। তারা নিজের জীবন অভিজ্ঞতা অনুধ্যান করেছে। আমন্ত্রিতদের মধ্যে পাঁচজন বন্দি, একটি পরিবার যারা হত্যার শিকার হয়েছে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রাপ্ত একজন বন্দির কন্যা, কারাগারের একজন শিক্ষক, একজন সিভিল ম্যাজিস্ট্রেট, একজন বন্দির মা, একজন কারা ধর্মশিক্ষক, একজন স্বেচ্ছাসেবক, একজন কারারক্ষী এবং একজন যাজক যিনি আট বছর বন্দি থেকে মুক্তি পেয়েছেন। কারা অন্ধকারে থেকেও ভাল চোরের মত খ্রিস্টকে অভিজ্ঞতা করার ফলে এক মুহূর্তে জীবন আলোতে উদ্ভাসিত হতে পারে। ঈশ্বরে যাদের অগাধ বিশ্বাস, পবিত্র আত্মার প্রদত্ত আশায় যারা পথ চলে তারাই হৃদয় গভীরে ভালবাসার আলোটি দেখতে পায়। এমনকি কারা অন্তরীণে অন্ধকারেও একটি আশার বাণী শোনতে পায় "কারণ পরমেশ্বরের অসাধ্য কিছুই নেই" *(লুক ১:৩৭)*। আসুন তাদের খ্রিস্টযিশুর অভিজ্ঞতা শুনি।

২. যাবজ্জীবন কারদণ্ড প্রাপ্ত একজন বন্দি ২৯ বছর যাবৎ কারা অন্তরীণে। তার অনুধ্যান- "যখন আমাকে আদালত কক্ষে আনা হয়েছে তখন 'ওকে ক্রুশে দাও, ক্রুশে দাও' এ চিৎকার শুনেছি। আবার খবরের কাগজ ও টেলিভিশন সংবাদে একই শ্লোগান আমি শুনতে পেয়েছি। আমি দোষী আর যিশু নির্দোষ ছিলেন। বাবার সাথে আমি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত আছি। কিন্তু শৈশবে চলার পথে পাবলিক বাসে, শ্রেণিকক্ষে ধনীর ছেলেরা আমাকে ক্রুশবিদ্ধ করেছে দিনের পর দিন, কারণ আমি গরীব। তাদের দ্বারা আমি মানসিক নির্যাতদের শিকার হয়েছি, আমার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। তারা অভিযুক্ত হয়নি, তাদের দণ্ড হয়নি। স্বাস্থ্যগত কিছু সমস্যা ছিল তাই প্রচুর অবজ্ঞা পেতে হয়েছে। তাই শৈশব থেকেই আমি ক্রুশবিদ্ধ। যিশুর যাতনাভোগের কাহিনী পড়ে ২৯ বছর পরেও আমি চোখের জল ফেলে কাঁদতে পারি। আমার সৌভাগ্য- আমার চোখের জল শেষ হয়ে যায়নি, লজ্জাবোধ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলিনি। যিশুর ক্রুশ যাতনাভোগ কাহিনী পড়ে আমি কখনও নিজেকে বারাব্বাস, কখনও পিতর এবং কখনও যুদাস অনুভব করে থাকি। কৃষ্ণকালো মেঘের পরে কররদ্রোজ্জ্ব দুপুরের আশায় জীবন এখনও প্রবাহমান। আমি খ্রিস্টযিশুর সঙ্গে পুনর্মিলিত হতে চাই *(২করি. ৫:২০)*।"

৩. একটি পরিবারের মা যাদের মেয়ে নির্দয়ভাবে হত্যার শিকার হয়েছে। সে অনুধ্যান করেছে- অন্যমেয়েটি কোনোভাবে প্রাণ রক্ষা পেয়েছে কিন্তু মিষ্টি হাসি বিনষ্ট করে দিয়েছে। খুনী এখন কারাগারে বন্দি। সময় চলে যায় কিন্তু ক্রুশের ভার কমে না। কন্যাকে ভুলতে পারি না, সে আমার সাথে থাকতে পারত কিন্তু এখন নেই। আমরা এখন বৃদ্ধ, বাড়িতে দিন দিন বিপদাপন্ন সময় আসছে। তবে হতাশাগ্রস্ত সময়ে যিশু বিভিন্ন উপায়ে আমাদের কাছে এসেছেন। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে আরো ভালবাসতে, আরো সমর্থন করতে অনুগ্রহ পেয়েছি। যিশু আমাদের বাড়ির দরজা দরিদ্র ও হতাশাগ্রস্থদের জন্য উন্মুক্ত রাখতে আহ্বান করেন। আমরা সাড়া প্রদান করি, আবার মানবকল্যাণ কাজ করতে শুরু করি। আমরা মন্দের কাছে আত্ম-সমর্পণ করতে চাই না। দয়া কাজের মাঝে বারে বারে মেয়েকে খুঁজে পাই। ঈশ্বরের ভালবাসায় সত্যই জীবন পুনর্বীকরণ সম্ভব। তাঁর পুত্র যিশু মানুষের দুঃখ লাঘব করতে যন্ত্রণা সহ্য করেছেন।

৪. একজন বন্দি যিশুর মাটিতে পতন অনুধ্যান করেছে- আমার প্রথম পতনটি আমি বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলাম; পৃথিবীতে ভাল বলতে কিছু আছে বুঝিনি। দ্বিতীয়টিতেও আমি বুঝিনি খুনের একটি পরিণতি আছে কারণ আমি ইতিমধ্যে বিবেকের ভিতরে মারা গিয়েছি। আমি বুঝতে পারিনি ধীরে-ধীরে আমার ভিতরেও মন্দতার ভাইরাস সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ছে। কৃষ্ণকালো অন্ধকার মেঘ আমার জীবনকে ঘিরে ফেলেছে এবং যখন-তখন ভয়ানক টর্নেডো হানা দিতে যাচ্ছে। ক্রোধ আমার দয়াশীলতা মেরে ফেলে, আমি জঘন্য মন্দ কাজ করে ফেলি। কারাগারের অন্যের খারাপ আচরণ আমাকে আত্ম-বিশ্লেষণ করতে শেখায়- আমার পরিবারকে আমি নষ্ট করে দিয়েছি। আমার কারণে তারা সুনাম, সম্মান ও মানবিক মর্যাদা হারিয়েছে। আমার পরিবার এখন 'খুনির পরিবার'। এখন আমার শাস্তিটি শেষ পর্যন্ত ভোগ করতে চাই। কারণ কারাগারে আমি এমন লোকদের খুঁজে পেয়েছি যারা আমার বিশ্বাস ফিরিয়ে দিয়েছে। আমি অতিশয় অপরাধী জেনেও দেখতে আসে, আশার কথা শুনায়, আমাকে ভালবেসে আলিঙ্গন করে ও খ্রিস্টকে গ্রহণ করতে সুযোগ করে দেয়।"

৫. অন্য একজন বন্দির অনুধ্যান- "আমার প্রথমবার পতন হয়েছে যেদিন মন্দ আমাকে আকৃষ্ট করেছে, মাদকদ্রব্যগুলো বাবার প্রতিদিন ১০ ঘন্টা পরিশ্রমের চেয়ে বেশি মূল্যবান ছিল। দ্বিতীয় পতন ছিল- যখন পরিবারকে ধ্বংস করেছি। মা এখন তার ছেলেকে দেখতে আসে, কিন্তু বন্দিকে নয়, মায়ের এমন মন আগে বুঝিনি। এখন বুঝতে শিখেছি, মায়ের চোখে তাকিয়ে দেখেছি মা সমস্ত লজ্জা নিজে গ্রহণ করেছে। বাবার মুখে তাকিয়ে দেখেছি বাবা গোপনে ঘরে একা বসে কেঁদে কেঁদে সময় পার করছে।"

৬. একজন বন্দির মায়ের অনুধ্যান- "আমার ছেলের পাপের জন্য আমি নিজে দোষী। আমি আমার নিজের দায়বদ্ধতার জন্যও ক্ষমা চাচ্ছি। আমি প্রার্থনা করি আমার সন্তান অপরাধের মূল্য পরিশোধ করে আমার কাছে নবজীবনে ফিরে আসবে। আমি অবিরাম প্রার্থনা করি- একদিন আমার সন্তান রূপান্তরিত মানুষ হয়ে উঠবে। ঈশ্বরকে, নিজেকে এবং অন্যদের ভালবাসতে শিখবে। মা মারীয়ার মতো আমি নিজেই কালভেরির পথে অভিজ্ঞতা করেছি, সন্তান যখন গ্রেপ্তার হয় সেদিন আমাদের পরিবারের পুরো জীবনটা বদলে গেছে। গ্রেপ্তার হওয়া ছেলের পিছনে পিছনে মা-মারীয়ার মত দীর্ঘপথ হেঁটেছিলাম। আপন বাড়িতে ছেলের সাথে আমরাও কারাগারে বন্দি আছি । মানুষের মন্তব্য একটি ধারালো ছুরির মতো হৃদয়কে বিদীর্ণ করে, হৃদয়ে সবকষ্ট সহ্য করছি কিন্তু তাকে কখনও ত্যাগ করিনি।"

৭. একজন বন্দির অনুধ্যান- "আমি যেদিন কারাগারে প্রবেশ করেছি আর সেদিন কারাগার আমার বাড়িতে প্রবেশ করেছে। আমি আমার শহরে সমাজের জঘন্য ব্যক্তি হয়েছি। সকলে আমাকে খুনি হিসেবে ডাকে, কি দুর্ভাগ্য আমার নামটিও হারিয়েছি। আমি কারাগারে বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছি, আমি যারা কারাগারে সেবাকাজ করতে আসে সেই চ্যাপলেইনদের মধ্যস্থতায় আবার বাঁচতে শিখেছি। আমার বন্দি সঙ্গিরা আমার ক্রুশ বহন করে সাইরিনির সিমোনের মত সাহায্য করছে। আমি স্বপ্ন দেখি একদিন আমি অন্যকে বিশ্বাস করতে সক্ষম হব। কাউকে না কাউকে সুখী করতে অন্যের ক্রুশ বহন করে সাইরিনির সিমোন হয়ে উঠব।"

৮. একজন বন্দির কিশোরী কন্যার অনুধ্যান- "আমি একজন বন্দির মেয়ে, আমি বাবার ভালবাসার অভাব অনুভব করি। আমার মা

হতাশার শিকার কারণ অনেক বছরপূর্বে বাবা কারাবন্দি, সংসার ভেঙে পড়েছে, খুব বেশি আর্থিক সংকট। আমি অল্প বেতনের কাজ শুরু করি, পরিস্থিতি আমাকে প্রাপ্তবয়স্কের অভিনয় করতে বাধ্য করেছে। বাবার পরিণতির জন্য বাড়িতে সমস্ত কিছু ক্রুশবিদ্ধ হয়ে আছে। যাদের বাবা যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ হয়েছে কেবল তারাই বুঝে। যতদূরের কারাগারেই স্থানান্তর করা হোক সেখানেই গিয়ে বাবার সাক্ষাৎ করি। যদি কারাগার কয়েকশ কিলোমিটার দূরেও হয়। আমি এখন বলি-'এটাই জীবন।' শুধু বাবার ভালবাসার কারণে আমি তার ফিরে আসার অপেক্ষায় আছি। এই আশা করাটা আমার অধিকার।"

৯. অন্য একজন বন্দির অনুধ্যান- "আমি কারাগার থেকেই ঠাকুরদাদা হয়েছি। আমার মেয়ের বিয়ে, গর্ভাবস্থা কিছুই দেখিনি। একদিন নাতনীকে আমার জীবনের গল্প শোনাব। আমার মন্দ কাজের গল্প নয়, হতাশার গল্প নয়, দুর্ভোগের গল্প নয়। তবে আমার বিশ্বাসের গল্প। আমি যখন বিশ্বের সবচেয়ে নিসঙ্গ মানুষ ছিলাম, একাকী মনে করেছি, ভেবেছি জীবনের অর্থ নেই, প্রায় যিশুর মত বারে বারে মাটিতে পড়ে যাচ্ছিলাম। নাতনীকে বলব- এমন সময় তোমার জন্ম সংবাদ আমাকে ঈশ্বরের নিকট ফিরে আসতে সাহায্য করেছে। আমি বুঝতে আরম্ভ করেছি ঈশ্বর আমাকে এখনও কত ভালবাসেন। জীবনটা কত সুন্দর, তিনি কত সুন্দর উপহার আমাকে দিয়েছেন। আমি ঈশ্বরের দান নাতনীকে সত্যিই কোলে জড়িয়ে নিব একদিন, এমন আশা আমি করতেই পারি। তাকে বলব- তুমি আমার দেবদূত।"

১০. আট বছর বন্দিজীবন থেকে মুক্ত একজন যাজকের অনুধ্যান" যত লজ্জাই আসুক না কেন, এক মুহূর্তের জন্য আমি সব শেষ হয়ে যেতে দেইনি। আমি স্থির করেছি আমি সর্বদা যাজক থাকব। আইনের মাধ্যমে আমি আমার ক্রুশ কমাতে পারতাম কিন্তু আমি চেয়েছি সবটুকু ক্রুশ বহন করতে। আমি নিয়মিত বিচারকের কাজে সহযোগিতা করেছি। আমি যাজক হিসেবে কয়েক বছর ধরে যাদের সেমিনারীতে পাঠিয়েছি তারা ও পরিবার আমার পাশে থেকে ক্রুশ বহন করতে সাহায্য করেছে। তারা নিয়মিত প্রার্থনা করেছে, আমার চোখের অনেক অশ্রু মুছে দিয়েছে। আমি যেদিন পুরোপুরি মুক্তি পাই, আমি নিজেকে দশ বছর আগের চেয়ে বেশি সুখী মানুষ মনে করেছি। মুক্ত হয়ে আমি আমার জীবনে প্রথম ঈশ্বরের কাজের অভিজ্ঞতা করেছি। ক্রুশে ঝুলন্ত অবস্থায় আমি যাজকত্বের অর্থ আবিষ্কার করেছি। প্রতিটি কারাবন্দির জীবন হউক এক একটি মঙ্গলবার্তা, খ্রিস্ট যিশু আমাদের সঙ্গেই আছেন।" ❑

৩য় মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত : সন্ধ্যা মনিকা পালমা
জন্ম : ২৪ জুন, ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১১ মার্চ, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
রাঙ্গামাটিয়া পশ্চিমপাড়া
রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী,
কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

কে বলে আজ তুমি নাই, তুমি আছ মন বলে তাই-
প্রার্থনা করি, হে প্রভু মাকে দিও
তোমার পাশে স্থান।।

মা,

দেখতে দেখতে পার হয়ে গেল তোমার চির বিদায়ের তিনটি বছর। সময় ও নদীর স্রোত যেমন কোনদিন আপন ঠিকানায় ফিরে আসেনা, ঠিক তেমনি তুমিও আমাদের মাঝে ফিরে আসবে না জানি। তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেলে স্বর্গধামে পরম পিতার কাছে। আমরা সর্বদা তোমার উপস্থিতি আমাদের মাঝে অনুভব করি। তুমি ছিলে বিনয়ী, নম্র, দয়ালু এবং প্রার্থনাশীল মানুষ। তোমার স্মৃতি তোমার আদর্শকে সামনে রেখে আমরাও যেন সব সময় চলতে পারি এমন আশীর্বাদ তুমি আমাদের দান কর। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন তোমার আত্মার চির শান্তি দান করেন এবং তোমাকে তাঁর কাছে স্থান দান করেন।

পরিবারের পক্ষে-
স্বামী : আব্রহাম কস্তা

বিপ্র/৪৬/২১

আমি বাংলায় কথা বলি

মার্সেল কান্টা

আমি বাঙাল জাত বাংলায় কথা বলি
প্রাণভরে মুই ভালোবাসি বুক ফুলিয়ে চলি।
ঝড়ঝাপটা বাঁধাবিঘ্নে আমি দৃঢ়চিত্ত নির্ভয়,
মাতৃভাষায় মা ডেকে সারা বিশ্বকে করি জয়।
পূজা বড়দিন ঈদ উৎসবে কাটে মোর দিন কাল,
পাজামা-পাঞ্জাবী ধুতি শাড়ি সাদাসিদে হালচাল ।
জারি সারি বাউল গানে মাঠঘাঠ উঠে মেতে,
নিত্যদিনের আরাধনায় আপনারে দেই পেতে।
চিতই পিঠা নব অন্ন চেঁপা শুঁটকি কই,
পেঁয়াজ লবন পান্তা-ইলিশ কাঁচালঙ্কা জুতসই!
শাকপিটুলী চচ্চড়ি রকমারি স্বাদের ভর্তা,
গিন্নি বসে রাঁধেন কঁসে চেটেপুটে খান কর্তা।
দিগন্তের প্রান্ত জুড়ে ঘন সবুজের ছায়া,
ষড় ঋতুর রাগ-বিরাগে অপরূপ স্নেহমায়া ।
যা আছে সব নিখাদ খাঁটি বাংলা মোদের গর্ব,
মূল্যমানে হয়তো তুচ্ছ চাই না তবুও স্বর্গ।

অতিথি

ড. আলো ডি'রোজারিও

করোনাকালের একদিন। দেখা হলো এক অতিথির সাথে। আমাদের গ্যারেজে। সাদাকালোয় মেশানো গায়ের রং। ডাকলো সেদিন সে মিষ্টি সুরে। একবার কী দু'বার । ডাক শুনে আমি অতিথির দিকে তাকালাম। সে দৌড়ে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল।

পরদিন ভোরে আবার দেখা। বসে আছে গ্যারেজে, সিঁড়ির পাশে। চুপচাপ। আমার দিকে তাকালো। কিন্তু শব্দ করে ডাকলো না। আমার হাতে ময়লার বালতি। গ্যারেজের এক পাশে রাখা ড্রামে আমি ময়লা ফেললাম। ময়লা ফেলে ফিরে আসছিলাম। পেছন ফিরে দেখি অতিথি ময়লাভরা ড্রামের ওপর। পা নেড়ে খাবার খুঁজছে। মুখ নেড়ে খাবার চিবুচ্ছে। আমি জানি ওর মুখের ভেতর কী; মাছের কাঁটা। এই মাত্র আমি ফেললাম তো।

এইভাবে চললো বেশ কয়েকদিন। আমি ময়লা ফেলতে যাই। আমার পেছন পেছন সে আসে। আমি ফিরলে লাফ দিয়ে উঠে ড্রামের ওপর। খাবার খোঁজে। পেলে খায়। এই গাড়ি সেই গাড়ির নিচে ঘুমায়। কেউ গাড়িতে উঠলে সে দৌড়ে পালায়। জীবন বাঁচাতে সে খুবই সতর্ক।

তিন দিন আগে ভোরবেলা দেখলাম সে এক কাণ্ড। দরজা খুলেই দেখি পাপোশের ওপর মস্ত বড় এক ইঁদুর। ঘাড় মটকানো। সদ্য মরা। পাশে বসে আছে আমাদের সেই অতিথি। আমাকে দেখে একবার তাকায় আমার দিকে, আর একবার আধমরা ইদুঁরের দিকে। আমি কী করবো ঠিক বুঝে ওঠতে পারছিলাম না। আমার এই অবস্থা দেখে হঠাৎ সে ইদুঁরটা খপ করে মুখে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল।

আমি নামলাম পিছু পিছু। আমার হাতের ময়লার বালতি খালি করলাম। আজ আর তার ময়লার ড্রামের দিকে যাবার কোনো তাগিদ নেই। তো থাকার কথাও না। সামনে যে তার কত বড় সুস্বাদু খাবার! শুরু করে দিল সে পরম সুখে খাওয়া। আমি যেমন মজা করে মুরগীর রোস্ট খাই।

তো অতিথির কথা ঘরে ফিরে আজই প্রথম সবার কাছে বললাম। একজন বাদে সবার পরামর্শ একদম পাত্তা না দেবার। পাত্তা দিলে ঘরে ঢুকে যাবে। ঘরে ঢুকলে বিপদ হবে। পরিবারের সবচেয়ে ছোট পাঁচ বছর বয়সী নম্রতা বললো, ওকে ঘরে নিয়ে আসো। আমি দেখে রাখবো। কারো কোনো ক্ষতি সে করতে পারবে না।'

সন্ধ্যায় আগে আগে দরজা খুলে দেখি সেই অতিথি পাপোশের ওপর বসে আছে। আমি সরতে বললাম। সে সরলো না। উল্টো এগিয়ে এসে আমার পা ঘেঁষে দাঁড়ালো। আমি পিছিয়ে এসে ধমক দিলাম। ধমকটা আস্তে দিলাম পাছে না আবার নম্রতা শুনে ফেলে। শুনলে আবদার করতে পারে, অতিথিকে ঘরে নিয়ে আসতে।

আমার ধমককে অতিথি কোনো পাত্তাই দিল না। কোনো কিছু শুনতে পায়নি এমন ভাব করে বরং ঘরে ঢুকতে এগিয়ে এল। আমি এবার বেশ জোরে ধমক দিয়ে বললাম, 'কী সাহস!' আমার কড়া ধমক শুনে অতিথির কাতর চোখে ডাক- মিউ মিউমিউ, মিউ মিউমিউ। অতিথির ডাক শুনে নম্রতা দৌড়ে আমার কাছে এসে বললোঃ

- দাদু, ও বলছে- 'আমাকে ঘরে ঢুকতে দাও'।
- তা তুমি বুঝলে কীভাবে? আমি জানতে চাইলাম।

- আমি তো ওর কথা বুঝতে পারি।

- তাই !

আমি রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে নম্রতার দিকে তাকালাম। এই ফাঁকে অতিথি ঘরে ঢুকে গেল॥ ❑

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

ম্যানি পেরেরা
সেন্ট ভিনসেন্ট ডি'পল প্রাইমারী স্কুল
২য় শ্রেণি

মানুষের আচরণ

এলেক্স প্যাট্রিক গমেজ

পৃথিবীতে এমনও মানুষ আছে, যারা
নিজের স্বার্থ বোঝে

আবার এমনও আছে, যারা নিজেকে
রিক্ত করে সকলের মাঝে।

পৃথিবীতে এমনও মানুষ আছে, যারা
ঈশ্বরের পূজা করে

আবার এমনও মানুষ আছে, যারা
টাকাকে ঈশ্বর বলে মানে।

পৃথিবীতে এমনও মানুষ আছে, যারা
নিজের মা-বাবাকে বিক্রি করতে দ্বিধা
নাহি করে

আবার এমনও মানুষ আছে, যারা নিজের
মা-বাবাকে নিত্য ভালবাসে।

পৃথিবীতে এমনও মানুষ আছে, যারা
সৃষ্টির যত্ন নেওয়ার বদলে নষ্ট করে আগে

আবার এমনও মানুষ আছে, যারা সৃষ্টির
যত্ন নেওয়ার জন্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে।

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

কার্ডিনাল তাগলে ভাতিকান ট্রেজারি ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সদস্য হলেন

পোপ ফ্রান্সিস গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ বিশ্বাস বিস্তার সংস্থার প্রিফেক্ট কার্ডিনালে লুইস আন্তনিও তাগলেকে ভাতিকানের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ প্রশাসনের সদস্য করেছেন। এই প্রশাসন ভাতিকান ট্রেজারি ও ভাতিকান ব্যাংক দেখাশুনা করেন। উক্ত অফিস রোমান

কার্ডিনাল লুইস আন্তনিও তাগলে

কুরিয়ার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল সরবরাহ করার জন্য ভাতিকানের নিজস্ব ধারাগুলো নিয়ে কাজ করে। বর্তমানে ইতালিয়ান বিশপ নুস্যিও গালানতিনো এই প্রশাসনের প্রধান। এই অফিস ভাতিকানসিটির কর্মীদের বেতন ও পরিচালনা ব্যয় সংকুলান করে থাকে। ভাতিকানের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ প্রশাসনের প্রায় ১০০জন কর্মী ও সহযোগী রয়েছে এবং ৮জন কার্ডিনাল রয়েছেন যারা প্রেসিডেন্টের সাথে কাজ করেন। সম্প্রতি পোপ ফ্রান্সিস ভাতিকানের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ প্রশাসন বা এপিএস এর নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছেন ভাতিকানের আর্থিক সেক্টর ও ভাতিকানসিটির কেন্দ্রীয় প্রশাসনের মালিকাধীন রিয়েল এস্টেট হোল্ডিংসসমূহ।

কার্ডিনাল তাগলে ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বাস বিস্তার সংস্থার প্রধান হিসেবে ভাতিকানে রয়েছেন। একই বছরের মে মাসে তাকে 'কার্ডিনাল বিশপ' পদমর্যাদায় উন্নীত করা হয়। 'কার্ডিনাল বিশপ' কার্ডিনাল পরিষদে সর্বোচ্চ মর্যাদা। 'কার্ডিনাল বিশপ' থেকেই কার্ডিনালদের ডিন নির্বাচিত হন; যিনি পোপশূণ্য অবস্থায় পোপীয় নির্বাচনে সভাপতিত্ব করেন। জুলাই মাসে কার্ডিনাল তাগলে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ পরিষদের সদস্য হন। এতসব দায়িত্বের সাথে কার্ডিনাল তাগলে দ্বিতীয়বারের মতো কারিতাস ইন্টারন্যাশনালিজের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

এখানে দু'জন পোপ নেই

- পোপ এমিরিতুস ষোড়শ বেনেডিক্ট

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ পোপ এমিরিতুস ষোড়শ বেনেডিক্ট তার পোপীয় শাসন-ক্ষমতা থেকে অব্যাহতি দেন। ২০২১ খ্রিস্টাব্দের একই দিনে ইতালিয়ান পত্রিকা কুরিয়ার দেল্লা সেররা'কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, পোপীয় শাসন-ক্ষমতা থেকে অব্যাহতি নেওয়ার সিদ্ধান্তটি কঠিন হলেও সম্পূর্ণ সচেতন ও স্বেচ্ছাতেই তা করেছেন। তাই তার কোন অনুশোচনা আসেনি। কিছু ধর্মান্ধ বন্ধুরা যারা পোপ বেনেডিক্টের অব্যাহতিকে ষড়যন্ত্র হিসেবে অভিহিত করার দুরভিসন্ধি করেন। তাদেরকে কুরিয়ার দেল্লা সেররার মাধ্যমে তাঁর একই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে বলেন, তাঁর সিদ্ধান্তটি কঠিন হলেও সঠিক। তিনি তা করে ভাল করেছেন। যদিও তাঁর কিছু গোড়া বন্ধুরা তাঁর এই সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করতে চায়নি। তারা ভাতিলিকস্ স্ক্যাণ্ডালের কথা বলে আমার বিবেকপ্রসূত সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনীহা করে। কিন্তু আমি আমার বিবেকের কাছে পরিপূর্ণভাবে পরিস্কার। ইতালিয়ান পত্রিকার সাথে সাক্ষাৎকারে পোপ ফ্রান্সিসের ইরাক সফরের প্রসঙ্গ এনে বলেন, 'আমি মনে করি এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রৈরিতিক সফর হবে যদিও দুর্ভাগ্যবশত তা কঠিন সময়ে হতে যাচ্ছে। তাই কোভিড সময়ে নিরাপত্তাজনিত কারণে তা বিপদজ্জনক সফরও হতে পারে। এ সময়টি ইরাকও অস্থির সময় অতিক্রম করছে। প্রার্থনাতে আমি পোপ ফ্রান্সিসের সাথে আছি।'

ইরাকে পোপ ফ্রান্সিসের প্রৈরিতিক সফর

বেশ আগেই পোপ ফ্রান্সিস তার ইরাক সফরের কথা জনগণকে জানিয়েছিলেন। ভাতিকানের প্রেস অফিস ৩ মার্চ ২০২১ খ্রিস্টাব্দে পোপ মহোদয়ের ইরাক সফরের বিস্তারিত তুলে ধরেছে। পোপ মহোদয়ের এই সফর শুরু হবে মার্চ ৫ থেকে এবং শেষ হবে ৮ মার্চ, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ। ৫ মার্চ সকালে রোমের এয়ারপোর্ট থেকে যাত্রা শুরু করে দুপুরে বাগদাদ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে এসে পৌঁছবেন। পোপীয় সফরের আনুষ্ঠানিকতায় প্রথমেই রয়েছে স্বাগত-অভ্যর্থনা যা সংগঠিত হয় বাগদাদের প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে। এরপর অনতিবিলম্বে পোপ মহোদয় সৌজন্য সাক্ষাৎ দান করবেন ইরাকের প্রেসিডেন্টকে। এর পরপরই প্রশাসনের কর্মকর্তা ও ডিপ্লোমেটিক গ্রুপের সদস্যদের সাথের পোপ মহোদয় সৌজন্য সাক্ষাৎ দিবেন। একইদিনে বাগদাদে অবস্থিত আমাদের মুক্তিদায়িনী মায়ের ক্যাথিড্রাল গির্জায় সকল বিশপ, পুরোহিত, উৎসর্গীকৃত নারী-পুরুষ, সেমিনারীয়ান ও ধর্মশিক্ষকদের সাথে দেখা করবেন। ৬ মার্চ পোপ মহোদয় বাগদাদ থেকে নাযাফ যাবেন। সেখানে গ্র্যাণ্ড আয়াতুল্লাহ সায়ীদ আলী আল-হোসামী আল-সিস্টানীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে আন্তঃধর্মীয় সমাবেশে যোগ দিতে নাসিরাতে চলে যাবেন। একইদিনে বাগদাদে ফিরে এসে বাগদাদে অবস্থিত সাধু যোসেফের কালসেদীয়ান ক্যাথিড্রালে পবিত্র খ্রিস্টযাগ করবেন। ৭ মার্চ রবিবার পোপ মহোদয় ইরাকের ঐতিহাসিক শহর এব্রিল ও মসুল এ যাবেন। এব্রিলে ইরাকি কুর্দিস্তানের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতারা পোপ মহোদয়কে অভ্যর্থনা জানাবে। সেখান থেকে হেলিকপ্টারযোগে পোপ ফ্রান্সিস যাবেন মসুলে। সেখানে গিয়ে সকলের সাথে বিশেষ করে যারা যুদ্ধের কারণে হতাহত হয়েছেন তাদের মঙ্গলের জন্য রোজারিমালা প্রার্থনা করবেন। কোরাকুশ গোষ্ঠীকে দেখে পোপ মহোদয় পুনরায় এব্রিলে ফিরে যাবেন এবং ফ্রান্সো স্টেডিয়ামে সকলের জন্য পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করবেন। বিদায় অভ্যর্থনার পর তিনি দিনের শেষভাগে রোমে ফিরবেন।

উল্লেখ্য ইরাকি খ্রিস্টানেরা অনেকদিন ধরেই পোপ মহোদয়ের সফরের প্রত্যাশায় রয়েছেন। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে সাধু পোপ ২য় জন পল পরিকল্পনা করেছিলেন মহান জুবিলীর যাত্রার সূচনায় পরিত্রাণের জায়গাগুলো সফরের। তাই তিনি কালদেসের উর এ গুরুত্বপূর্ণ তীর্থ যাত্রা করতে চেয়েছিলেন। ইহুদী, খ্রিস্টান ও মুসলিমদের কাছে গ্রহণীয় বিশ্বাসীদের পিতা আব্রাহামের স্থান থেকেই তা শুরু করতে চেয়েছিলেন। পোপ ২য় জন পলের সেই সফর ঐ সময়ের ইরাকী শাসক সাদ্দাম হোসেনকে আরো বেশি শক্তিশালী করে তোলার সম্ভাবনা থাকায় অনেকেই তা থেকে বিরত থাকতে বলেন। যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও পোপ ২য় জন পল ইরাক সফরে দৃঢ় ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু একদম শেষ মুহূর্তে ইরাকী প্রেসিডেন্টের বিরোধিতার কারণে প্রৈরিতিক সেই সফরটি হয়ে ওঠেনি। ইরাক সফর করতে না পারা পোপ ২য় জন পলের অন্তরে একটি গভীর ক্ষত ছিল। অবশেষে পোপ ফ্রান্সিস ইরাক সফরে গেলেন। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ ইরাকে খ্রিস্টানদের সংখ্যা ছিল বর্তমানের তিনগুনেরও বেশি॥

- তথ্যসূত্র : *news.va*

তুইতাল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

পোস্ট অফিস : দাউদপুর, জেলা: ঢাকা, বাংলাদেশ
রেজি নং ০১, তারিখঃ ২০/০৮/১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ সংশোধিত রেজি নংঃ ৬৫, তারিখ: ১৭/১১/২০০৯ খ্রিস্টাব্দ

৪৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি
(১ জুলাই ২০১৯ খ্রীষ্টাব্দ হতে ৩০ জুন ২০২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)

এতদ্বারা তুইতাল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যাদেরকে জানাই সমবায়ী প্রীতি ও শুভেচ্ছা। সেই সাথে আপনাদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ৯ এপ্রিল, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার সকাল ০৯:৩০ মিনিটে ফাদার ল্যারী পালকীয় মিলনায়তনে তুইতাল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর ৪৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্ধারিত সময়ে সকল সদস্য-সদস্যাদেরকে উপস্থিত থেকে সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে -

খ্রীষ্টফার গমেজ
চেয়ারম্যান
তুইতাল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

অঞ্জলী মারীয়া দেছা
সেক্রেটারি
তুইতাল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ [সকাল ৮টা থেকে ১০টার মধ্যে যারা নাম রেজিষ্টেশন করবেন, তাদের নামই কেবল কোরাম পূর্তি র‌্যাফেল ড্রতে অর্ন্তভূক্ত করা হবে। কোরাম পূর্তি র‌্যাফেল ড্রতে আর্কষনীয় পুরষ্কার প্রদান করা হবে।]

অনুলিপি ঃ

১. সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
২. উপজেলা সমবায় অফিস
৩. অফিস নোটিশ বোর্ড।

বিপ্র/৫৩/২১

ধরেন্ডা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

ফাঃ লিউ জে.সালিভ্যান (সি.এস.সি) ভবন, ধরেন্ডা মিশন, ডাকঘর-সাভার, জেলা-ঢাকা
ফোন: ০১৮৭৭-৭৫৮৬৭১, ই-মেইল : dcccu.ltd@gmail.com
ওয়েব সাইট: www.dcccul.com, স্থাপিত ঃ ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ
রেজি. নং-৮-১০/১০/১৯৮৫ খ্রীঃ ও পুনঃ রেজি. নং-৪২-৩/১২/২০০৩ খ্রীঃ

৩২ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ধরেন্ডা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট সকলের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১৬ এপ্রিল, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখ, রোজ শুক্রবার সকাল ১০:০০ ঘটিকায় ধরেন্ডা মিশন মাঠ প্রাঙ্গণে সমিতির **"৩২তম বার্ষিক সাধারণ সভা"** (স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ করে)অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের সম্মানিত সকল সদস্যকে সমিতির নিজ নিজ সদস্য আইডি কার্ড, বার্ষিক সাধারণ সভার প্রতিবেদনসহ সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে যথা সময়ে উপস্থিত হয়ে সভার কার্যক্রমকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি।

ধন্যবাদান্তে,

মাইকেল জন গমেজ
প্রেসিডেন্ট
ধরেন্ডা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

জুয়েল সিরিল কস্তা
সেক্রেটারি
ধরেন্ডা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

তারিখ ঃ ২৭/০২/২০২১ খ্রিস্টাব্দ

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ

(ক) সমবায় সমিতি আইন ২০০১ (সংশোধনী-২০১৩) এর ধারা ৩৭ মোতাবেক কোন সদস্য সমিতিতে শেয়ার,ঋণ ও অন্যান্য কোন প্রকার খেলাপী হলে তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত সদস্য সাধারণ সভায় তার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না।

(খ) উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় যে সকল নিয়মিত সদস্য সকাল ৮:০০ ঘটিকা থেকে সকাল ১০:০০ ঘটিকার মধ্যে সভাস্থলে উপস্থিত হয়ে হাজিরা বহি'তে স্বাক্ষর করবেন শুধুমাত্র তাদেরকেই তাৎক্ষণিক কোরাম পূর্তি লটারীর পুরস্কার প্রদান করা হবে।

বিপ্র/৫৪/২১

রমনায় এনিমেটর গঠন প্রশিক্ষণ কোর্স-২১

নিশাত এ্যান্থনী ■ ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশনের আয়োজনে বিগত ১৮-২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ ঢাকা আর্চডায়োসিসান সেন্টার, রমনায় "এনিমেটর যুবা সহযাত্রী" উক্ত মূলসুরে যুবা এনিমেটর গঠন প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। এই কোর্সের উদ্বোধনী দিনে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ। তিনি তার উপদেশবাণীতে বলেন, এনিমেটর হওয়ার অর্থ হল একটি আহ্বানে সাড়া দান করা। যখন আমরা অন্তর-মনে যিশুর সাথে যুক্ত হই তখন যিশু আমাদের সহযাত্রী হন কিংবা আমরা যখন যিশুর সহযাত্রী হই তখন আমরা অন্যের মধ্যে জীবন আনয়ন করতে পারি। রাতে ছিল পরিচিতিপর্ব। এর শুরুতে সকল যুবাদের মঙ্গল ও আলোকিত জীবন কামনায় পঞ্চপ্রদীপ প্রজ্বলন করা হয়। বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ সহ একজন এনিমেটর এবং অংশগ্রহণকারী যুবা ভাই-বোনদের মধ্য থেকে তিনজন প্রদীপ প্রজ্বলন করেন। এরপর এনিমেটরদের নৃত্য এবং ক্ষুদ্র নাটিকার মাধ্যমে পরিচিতি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। তারপর ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় কমিটি-কমিশন এর সমন্বয়কারী ফাদার রনজিত সিপ্রিয়ান গমেজ সেন্টার ব্যবহারে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দান করেন। উক্ত কোর্সের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন যুব সমন্বয়কারী ফাদার নয়ন লরেন্স গোছাল। তিনি বলেন, যিশুই হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ এনিমেটর বা জীবন সঞ্চারী। কেননা তিনি সর্বপ্রথমে নিজ জীবন দিয়ে মানুষের জন্যে নব জীবন আনয়ন করেছেন। পরের দিন সকালে খ্রিস্টযাগ দিনের কার্যক্রম শুরু হয়। উক্ত দিনে এনিমেটর কে? তার প্রয়োজনীয়তা, যুব গঠনে ও যুব কার্যক্রমে তার ভূমিকা, সঙ্গ, সৃজনশীলতা ও দায়িত্ব-কর্তব্য-এর উপর সহভাগিতা করেন এপিসকপাল যুব কমিশনের সমন্বয়কারী ব্রাদার উজ্জ্বল পেরেরা সিএসসি। এরপর এনিমেটরদের দক্ষতা ও গুণাবলী - ফাদার পিটার শ্যানেল গমেজ এবং এনিমেশন, সঞ্চালনা, উপস্থাপনা, অভিনয়, ঘোষণা অনুশীলন এর উপর বিশেষ অধিবেশন পরিচালনা করেন- তিয়াস পালমা। ঐদিন সন্ধ্যায় পবিত্র ক্রুশের আরাধনা হয়। এতে অংশগ্রহকারীগণ পুনর্মিলন সংস্কার গ্রহণ করে। পরের দিন "অনুষ্ঠান সঞ্চালনা"- এর উপর অধিবেশন পরিচালনা করেন নটরডেম কলেজ এর পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক তিতাস রোজারিও। পরে অংশগ্রহকারীগণ দলীয় আলোচনা এবং প্রতিবেদন পেশ করে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সার্টিফিকেট বিতরণ করেন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই। তিনি সমাপনী দিনের খ্রিস্টযাগের উপদেশে যুবাদের খ্রিস্টীয় বিশ্বাসে গঠন লাভের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। একই সাথে তিনি বলেন, যিশু হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ এনিমেটর, যিনি সেবা পেতে নয় সেবা করতে এ জগতে এসেছিলেন এবং সেবা করেছেন। সেবা করতে করতে তিনি নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন তাই আমরা এনিমেটর হতে চাইলে আমাদের সেবক হতে হবে। খ্রিস্টযাগের পর আর্চবিশপ মহোদয় কোর্সের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করেন। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশীয় যুব কমিশনের যুব সমন্বয়কারী ফাদার নয়ন লরেন্স গোছাল উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সকে সফল করতে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। উক্ত কোর্সে ৩৩জন ছেলে এবং ১৮জন মেয়ে মোট ৫১জন অংশগ্রহণকারী, কমিশনের ১৪জন এনিমেটর, ১জন ফাদার ও ১জন সিস্টারসহ মোট ৬৬জন এতে অংশগ্রহণ করে॥

বান্দরবানে শিশুমঙ্গল সেমিনার

সিস্টার চামেলী এলএইচসি ■ গত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, রবিবার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে, চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিসের সাধু পিতর ধর্মপল্লী, লামায় অর্ধদিন ব্যাপী শিশুমঙ্গল সেমিনার করা হয়। এই সেমিনারে শিশু এনিমেটরসহ ৬০জন শিশু অংশগ্রহণ করে। সকালের খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে এই সেমিনার শুরু হয়। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন পাল-পুরোহিত ডমিনিক রোজারিও ওএমআই। খ্রিস্টযাগের পর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহীদ দিবস উপলক্ষে গির্জা প্রাঙ্গণে নির্মিত শহীদ মিনারে বীর শহীদদের প্রতি ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়। শ্রদ্ধা নিবেদনের পর সিস্টার এস্থার এলএইচসি এর স্বাগত বক্তব্য ও মূলসুরের শুভ উদ্বোধনের মধ্যদিয়ে শিশুদের নিয়ে দিনের কর্মসূচী শুরু হয়। এই সেমিনারের

মূলসুর ছিল "আমি ঈশ্বরের প্রিয় সন্তান"। এই মূলসুরের উপর সিস্টার এস্থার শিশুদের উপযোগি করে সুন্দর গঠনমূলক সহভাগিতা করেন। তিনি বলেন, যিশু আমাদের সব সময় তাঁর সাথে থাকার আহ্বান করেন। আমরা সবাই ঈশ্বরের প্রিয় সন্তান। শিশু হিসাবে আমাদের করণীয় দায়িত্ব হলো প্রার্থনা করা, লেখাপড়া করা, বাবা-মার কথা শোনা, গির্জায় প্রতিদিন খ্রিস্টযাগে যোগদান করা, শিশুমঙ্গল ক্লাশে অংশগ্রহণ করা ও পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। সহভাগিতার পর সিস্টার চামেলী এলএইচসি এর পরিচালনায় শ্রেণীভিত্তিক চিত্রাঙ্কণ ও প্রতিভা বিকাশ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এরপর সিস্টার প্রনালীকা এলএইচসি প্রায়শ্চিত্তকালের তাৎপর্য শিশুদের মাঝে সহভাগিতা করেন। পরিশেষে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। আয়োজক কমিটি সকল সিস্টার, এনিমেটর ও শিশুদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। শিশুদের সক্রিয় অংশগ্রহণে ও সুন্দর আনন্দঘন পরিবেশে শিশু মঙ্গল সেমিনার সমাপ্ত হয়॥

কারিতাস চট্টগ্রাম অঞ্চলের চন্দনাইশে মনো-সামাজিক জীবন দক্ষতা ও নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ ২০২১

ভিনসেন্ট ত্রিপুরা ■ গত ১৭-১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, খানদিঘী বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, চন্দনাইশ চট্টগ্রাম এর কিশোর-কিশোরীদলের পিয়ার লিডার এবং কোর লিডার মোট ৩২জন ছেলেমেয়েদের নিয়ে তিনদিনব্যাপী " মনো-সামাজিক জীবন দক্ষতা ও নেতৃত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ" অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমদিন সকাল ৯:৩০ মিনিট হতে প্রশিক্ষণের রেজিস্ট্রেশন এবং ১০ ঘটিকায় উক্ত প্রশিক্ষণের উদ্বোধন পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। সহায়ক হিসেবে

দায়িত্ব পালন করেন লিটন রেমা ও লতিকা কস্তা, মিরপুর, ঢাকা এবং মিসেস্ জসিন্তা দাশ ও ভিনসেন্ট ত্রিপুরা।

প্রশিক্ষণ পূর্বক যাচাই, শিশু বৃদ্ধি, বিকাশ, চাহিদা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শৈশব, কৈশোর বয়সের জীবনরেখা তৈরী, জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ ও নিরাপদ মাতৃত্ব বিষয়, কৈশোর কালীন পরিবর্তন ও সংকট, মানব প্রজনন তন্ত্রের পরিচিতি ও গর্ভধারণ এবং মাইক্রোপ্ল্যান তৈরী ও কৌশল। মনো-সামাজিক জীবন দক্ষতা ও বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট, মূল্যবোধ ও অনুভূতি প্রকাশ, বিভিন্ন চাপ, সমঝোতা ও দুর্যোগকালীন ঝুঁকি প্রতিরোধ পদ্ধতি, ধূমপান ও মাদকাসক্ততা প্রতিরোধ আমাদের দায়িত্ব, যৌন নিপীড়ন/নির্যাতন ও আমাদের দায়িত্ব, জীবন দক্ষতা শিক্ষার মাধ্যমে আচরণিক পরিবর্তন। যৌনরোগ, এইচআইভি ও এইডস প্রতিরোধ, জেন্ডার বৈষম্য ও স্বাস্থ্যগত প্রভাব, সুষ্ঠ মনোনয়ন ও বিবাহ এবং বিবাহের দায়িত্ব ও কর্তব্য, নেতৃত্বের ধারণা ও একজন যোগ্য নেতার গুণাবলী, পিয়ার এডুকেটর, অধিকার ও স্থানীয় সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান, সুপারভিশন ও রিপোর্ট এবং সর্বশেষ প্রশিক্ষণ উত্তর যাচাই। দ্বিতীয় দিনের অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: জয়নাল আবেদীন, সহকারী প্রধান শিক্ষক, খানদিঘী বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম। অশংগ্রহণকারীদের মতামত ও শিক্ষণীয় বিষয়ের সহভাগিতার পর তিনদিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর পরিসমাপ্তি ঘটে॥

জাফলং ধর্মপল্লীতে পরিবার ও ভক্তজনগণ বিষয়ক সেমিনার

যোশুয়া খংলিং ■ গত ২১ ফেব্রুয়ারি, রবিবার ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, সাধু প্যাট্রিকের গির্জা জাফলং গোয়াইনঘাট, সিলেট এ "আমরা সবাই ভাইবোন এর আলোকে প্রকৃতির যত্নে আমাদের করণীয়" এই মূলসুরের আলোকে এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে ২জন ফাদার ও ১৩৫জন খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করেন। সকাল ১০টায় খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ফাদার বাপ্পী এনরিকো ক্রুজ। তিনি বাণীপাঠের আলোকে সুন্দর সহভাগিতা করেন। তিনি বলেন, ঈশ্বর সবাইকে ভালবাসেন, তিনি মানুষের ধ্বংস চান না। তিনি চান মানুষ যেন পরিত্রাণ লাভ করে। তাঁর ভালবাসা সব সময় মানুষের সঙ্গে থাকে তা আবিষ্কার করতে হয়। তাছাড়া বাস্তবতার আলোকে তিনি সুন্দর, প্রাণবন্ত সহভাগিতা করেন। যা সবাইকে আরও ঈশ্বরের ভালবাসা উপলব্ধি করতে অনুপ্রাণিত করেছে। খ্রিস্টযাগের শেষে জাফলং ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা পোপের পালকীয় পত্র "আমরা সবাই ভাই বোন এর আলোকে প্রকৃতির যত্নে আমাদের করণীয়", এ বিষয়ের উপর সহভাগিতা করেন। তিনি বলেন, প্রকৃতি ঈশ্বরের দান। এ দানের মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের উপস্থিতি বুঝতে পারি। এই গোটা বিশ্বের সবাই আমরা একই পরিবারের সদস্য- সদস্যা। এই পরিবারের সদস্য সদস্যা হিসেবে আমরা সবাই ভাই-বোন। আমাদের একের প্রতি অন্যের দায়িত্ব রয়েছে আমরা যেন সর্বদা একে অন্যের মঙ্গল করার চেষ্টা করি। অন্যকে জীবনের পথ দেখাই। প্রকৃতি আমাদের বিশ্ব পরিবারেরই অংশ। আমরা যেন এর যত্ন নেই রক্ষনাবেক্ষণ করি। প্রকৃতি সুস্থ্য থাকলে আমরা সুস্থ থাকব। আমরা যেন পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে রোধ করি। তাছাড়া প্রত্যেকে যেন এই বিশেষ বর্ষে ২টি করে গাছ লাগাই। এর মধ্যদিয়ে প্রকৃতিকে মানুষের বাসযোগ্য করে গড়ে তুলি। ফাদার বাপ্পী এনরিকো ক্রুজ উপবাসকাল সম্পর্কে সুন্দর সহভাগিতা করেন। তার সহভাগিতার মধ্য দিয়ে প্রকৃত উপবাস কি তা জানতে পেরেছে। ওয়েলকাম লম্বা পালকীয় পরিষদের সেক্রেটারী উপবাস কালে আমাদের করণীয় কি? এবং কিভাবে আমরা মণ্ডলীতে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারি সেই বিষয়ে তাদের উপযোগী করে খাসিয়া ভাষায় সহভাগিতা করেন। তার সহভাগিতার মধ্য দিয়ে তারা কিভাবে উপবাস কালে আরও সক্রিয়ভাবে মণ্ডলীতে অংশগ্রহণ করবে সেই নিকনির্দেশনা লাভ করেছে। সবাই এই সেমিনারের মধ্য দিয়ে পোপের দুটি পালকীয় পত্র সম্পর্কে জানতে পেরেছে ডনবস্কো খংলা সবাইকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য ও সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানান। দুপুর ১২:৩০ মিনিটে এই সেমিনার শেষ হয়॥

ফৈলজানা ধর্মপল্লীতে শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন

ফাদার বিকাশ কুজুর সিএসসি ■ বিগত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ রবিবার ফৈলজানা ধর্মপল্লীতে শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। সকাল ৯:৩০ মিনিটে শিশুদের মঙ্গল কামনায় দিনের দ্বিতীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের পন্টিফিক্যাল মিশন সোসাইটি'র (পিএমএস) সদস্য ফাদার পিউস গমেজ। উপদেশে তিনি বলেন, "আজকের শিশুরাই ফৈলজানার ভবিষ্যৎ। তাই তাদের বিশেষ যত্ন নিতে হবে। পিতা-মাতাগণ যেন তাদের সন্তানদের কাছে সঠিক শিক্ষা ও আদর্শ প্রচার করেন। পাশাপাশি, বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখান।" খ্রিস্টযাগের পর ছেলেমেয়েরা হাতে ফুল নিয়ে 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' গানটি গাইতে গাইতে সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স জুনিয়র হাইস্কুলে যায়। সেখানে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে বাইবেল ভিত্তিক বিভিন্ন স্লোগান দিতে দিতে আবার মিশনে ফিরে আসে। অতপর সকলে হাল্কা জলযোগ করে। দিনের দ্বিতীয় পর্বে সকলে ধন্য বাসিল আন্তনী মেরী মরো হলঘরে একত্রিত হয়। অতপর ধর্মপল্লীর পালক পুরোহিত ফাদার এ্যাপোলো লেনার্ড রোজারিও সিএসসি সকলের উদ্দেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন। পরে ছেলেমেয়েরা ক্লাশ অনুযায়ী প্রার্থনা ও বাইবেল কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অতপর ফৈলজানা শিশুমঙ্গল সংঘের আহ্বায়ক সিস্টার অর্ঘ্য এসএমআরএ সকলের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। শেষে দুপুরের আহারের মধ্য দিয়ে এ বিশেষ দিবসের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়॥

বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর কমিশন ও সংস্থাসমূহের বার্ষিক সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি ■ বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীতে ১৫টি কমিশন ও সংস্থা রয়েছে যা এক কথায় 'এপিসকপাল বডি' নামে পরিচিত। প্রতিটি এপিসকপাল বডি তাদের বাৎসরিক কর্মকাণ্ডের বিবরণ, কর্মক্ষেত্রে কি ধরণের সমস্যা বা চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হয়েছে তার বিবরণ এবং সঙ্গে সঙ্গে নতুন বৎসরের পরিকল্পনা ও কিছু প্রস্তাবনাসহ রিপোর্ট প্রস্তুত করে আগেই সিবিসিবি সেক্রেটারীয়েটে জমা দেন। সিবিসিবি সেক্রেটারীয়েট সমন্বয় কমিটি রিপোর্টগুলোর সারসংক্ষেপ প্রস্তুত করে। প্রস্তুতকৃত সংক্ষিপ্ত রিপোর্টটিই বার্ষিক সভাতে পেশ করা হয়। গোটা বিষয়টিই মাল্টি মিডিয়ার মাধ্যমে সকলের সামনে তুলে ধরা হয়। বিশপ সম্মিলনীর কমিশন ও সংস্থাসমূহ তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে।

সেবাকাজ বিষয়ক কমিশন হলো: উপাসনা ও প্রার্থনা, ধর্মশিক্ষা ও বাইবেল সেবাকাজ, পারিবারিক জীবন, স্বাস্থ্যসেবা, ন্যায্যতা ও শান্তি, খ্রীষ্টীয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ, সামাজিক যোগাযোগ কমিশন ও ঐশতত্ত্ব বিষয়ক কমিশন।

ব্যক্তি বিষয়ক কমিশন হলো : যুব, ভক্তজনসাধারণ, পুরোহিত ও সন্ন্যাসব্রতী সংঘ এবং সেমিনারী কমিশন।

সংস্থাগুলো : কারিতাস বাংলাদেশ, বাংলাদেশ কাথলিক শিক্ষা বোর্ড, বাণী ঘোষণা ও পন্টিফিক্যাল মিশন সোসাইটিজ।

ফেব্রুয়ারি ২৬, ২০২১ রোজ শুক্রবার সকাল ৮:৩০ মিনিটে প্রার্থনা দিয়ে সভা শুরু হয়। তারপর বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর নব-নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই, ভাইস প্রেসিডেন্ট বিশপ জের্ভাস রোজারিও, সেক্রেটারী জেনারেল বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসি এবং ট্রেজারার চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশের মনোনীত আর্চবিশপ, বিশপ সুব্রত লরেন্স হাওলাদার সিএসসি কে ফুলের মালা দিয়ে ও গান করে শুভেচ্ছা-অভিনন্দন জানানো হয়। তারপর সিবিসিবি'র নতুন প্রেসিডেন্ট পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই সভায় উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম জানান এবং আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। সেক্রেটারী জেনারেল পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ পনেন কুবি সিএসসি উপাসনা কমিশনের নতুন সেক্রেটারী ফাদার পিটার শ্যানেল গমেজ ও কারিতাস বাংলাদেশ এর নতুন পরিচালক মি: রঞ্জন ফ্রান্সিস রোজারিও'কে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান এবং তাদেরকে ফুলের তোড়া দেওয়া হয়। তাছাড়াও ফাদার জয়ন্ত রাকসাম (বিদায়ী সেক্রেটারী, উপাসনা কমিশন এবং অতুল ফ্রান্সিস সরকার (বিদায়ী নির্বাহী পরিচালক, কারিতাস বাংলাদেশ) তাদের নাম উল্লেখ ক'রে এপিসপকপাল বডি'র মাধ্যমে মণ্ডলী ও সমাজে সেবাদানের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়।

তারপর প্রস্তুতকৃত সংক্ষিপ্ত রিপোর্টগুলো মাল্টিমিডিয়ার সাহায্যে একে একে পেশ করা হয়। প্রতিটি পর্যায়ের রিপোর্ট করার পর সবিস্তারে উন্মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন কমিশনের করণীয় দিকগুলো পর্যালোচনা করা হয়। কমিশনগুলোর কার্যক্রম কিভাবে আরো সমন্বিত করা যায় বা অন্যান্য কমিশনের সাথে সঙ্গতি রেখে কিভাবে মণ্ডলীর কাজে আরো সফলতা আনা যায় তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়। পরিশেষে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কতগুলো প্রাধান্য নির্ধারণ করা হয় যেগুলোর প্রতি সকলের অংশগ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। তার মধ্যে রয়েছে 'সাধু যোসেফের বর্ষ' গুরুত্বসহকারে পালন করা, পরিবারের উপর পুণ্য পিতা পোপ ফ্রান্সিসের প্রৈরিতিক প্রেরণাপত্র "ভালবাসার আনন্দ" (*Amoris Laetia*) এর শিক্ষা আরো অধিকজনের নিকট পৌঁছে দেয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা, পুণ্য পিতা পোপ ফ্রান্সিসের সর্বজনীন প্রেরণাপত্র 'ফ্রাতেল্লি তুত্তি' (*Fratelli tutti*) এর মূল কথা ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক সুসম্পর্ক স্থাপনে পোপ মহোদয় যে সকল 'কালো মেঘ' বা চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরেছেন তা মোকাবেলা করে সমাজে ও গোটা বিশ্বে ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক সুসম্পর্ক আরো জোরদার করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। যুবাদের জন্য পোপ মহোদয়ের প্রৈরিতিক পত্র 'খ্রীসতুস ভিভিত' (Christus vivit) মূল কথা অনুসারে যুবাদের সাথে সহযাত্রা, যেভাবে পুনরুত্থিত যিশু এম্মাউসের পথে দু'জন শিষ্যের সাথে সহযাত্রা করে তাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। বর্তমান সময়ে মিডিয়ার গুরুত্ব ও যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষা, মিডিয়ার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ধর্মপ্রদেশ ও জাতীয় পর্যায়ে স্পোক পার্সন (Spoke Person) থাকা এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করা, ডিজিটিলাইজেসন, সংস্কৃতির পরিবর্তন এবং তার প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা লাভ করা, মিডিয়াতে ভাল এবং ইতিবাচক বিষয়বস্তু আরো বেশী করে উপস্থাপন ও প্রচার করা প্রয়োজন। তাছাড়াও শিশু-কিশোর, যুব, পরিবার ও ভক্তজনসাধারণের বিশ্বাস গঠনদান আরো জোরদার করা, বিবাহ ও পরিবার সম্পর্কে মণ্ডলীর শিক্ষা ধর্মপল্লী পর্যায়ে আরো জোরদার করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী বিশেষ গুরুত্বসহকারে উদ্‌যাপন, এ উপলক্ষে বিভিন্ন জাতীয় দিবসসমূহ যথাযথ মর্যাদায় পালন করা, স্বাধীনতা যুদ্ধে ও তার পরবর্তী সময়ে জাতি ও দেশ গঠনে খ্রিস্টান সমাজের নানাবিধ অবদান তুলে ধরা। ধর্মপ্রদেশ পর্যায়ে এবং জাতীয় পর্যায়ে খ্রিস্টান সমাজের পক্ষ থেকে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন করার মাধ্যমে সাক্ষ্যদান। আমাদের বিভিন্ন কমিশন ও সংস্থাসমূহের মাধ্যমে পালকীয় ভালবাসা ও সেবাদান, বৃদ্ধা-বৃদ্ধা ও রোগীদের পালকীয় যত্ন, মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষা বিস্তার, দয়া ও সেবাকাজ, খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের আলোকে জীবন গঠন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পরিশেষে বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর সভাপতি পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ ওএমআই বার্ষিক সভায় আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান। সেক্রেটারী জেনারেল পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসি সিবিসিসি কোর্ডিনেটিং কমিটির সকলকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানান বার্ষিক সভার সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য এবং সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। দুপুর ১:১৫ মিনিটে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে বার্ষিক সভা সমাপ্ত হয়॥

বাংলাদেশ কাথলিক সম্মিলনীর কমিশন ও সংস্থাসমূহের সভাপতি ও সেক্রেটারীদের নাম

সকলের অবগতির জন্য বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর বিভিন্ন কমিশন, জাতীয় সংস্থার সভাপতি ও সেক্রেটারীর নাম দেয়া হলো- বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর **সভাপতি পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ ওএমআই, সেক্রেটারী জেনারেল পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসি, সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল ফাদার জ্যোতি এফ. কস্তা। উপাসনা ও প্রার্থনা কমিশনের সভাপতি বিশপ জের্ভাস রোজারিও, সেক্রেটারী ফাদার পিটার শ্যানেল গমেজ। ধর্মশিক্ষা ও বাইবেল সেবাকাজ কমিশনের সভাপতি বিশপ জেমস রমেন বৈরাগী, সেক্রেটারী ফাদার মেলেসিও এসএক্স। পরিবার কল্যাণ কমিশনের সভাপতি বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসি, সেক্রেটারী ফাদার জ্যোতি এফ কস্তা। স্বাস্থ্যসেবা কমিশনের সভাপতি বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসি, সেক্রেটারী মিসেস লিলি এ গমেজ। ন্যায় ও শান্তি কমিশনের সভাপতি বিশপ জের্ভাস রোজারিও, সেক্রেটারী ফাদার লিটন এইচ গমেজ, সিএসসি। আন্তঃমাণ্ডলিক ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশনের সভাপতি বিশপ বিজয় এন. ডি' ক্রুজ ওএমআই, সেক্রেটারী ফাদার প্যাট্রিক গমেজ। খ্রীষ্টিয় যোগাযোগ কমিশনের সভাপতি বিশপ জেমস রমেন বৈরাগী, সেক্রেটারী ফাদার আগষ্টিন বুলবুল রিবেরু। ঐশতত্ত্ব বিষয়ক কমিশনের সভাপতি পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ ওএমআই, সেক্রেটারী ফাদার ইম্মানুয়েল রোজারিও। যুব কমিশনের সভাপতি বিশপ সুব্রত লরেন্স হাওলাদার সিএসসি, সেক্রেটারী ব্রাদার উজ্জ্বল পেরেরা সিএসসি। ভক্তজনগণ বিষয়ক কমিশনের সভাপতি বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ, সেক্রেটারী মিঃ থিওফিল নিশারণ নকরেক। যাজক ও সন্ন্যাসব্রতী কমিশনের সভাপতি বিশপ সুব্রত লরেন্স হাওলাদার সিএসসি, সেক্রেটারী ফাদার অনল টেরেন্স ডি' কস্তা সিএসসি। সেমিনারী কমিশনের সভাপতি বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ, সেক্রেটারী ফাদার প্যাট্রিক শিমন গমেজ। ঐশবাণী ঘোষণা ও পিএমএস কমিশনের সভাপতি বিশপ সেবাষ্টিয়ান টুডু, সেক্রেটারী ফাদার রোদন রবার্ট হাদিমা। কারিতাস বাংলাদেশের সভাপতি বিশপ জের্ভাস রোজারিও, নির্বাহী পরিচালক মিঃ রঞ্জন ফ্রান্সিস রোজারিও।**

উপাসনা কমিশনের আওতাভুক্ত বাংলাদেশ কাথলিক ক্যারজমেটিক রিনওয়ালের সমন্বয়কারী ফাদার ষ্ট্যানলী কস্তা, সেক্রেটারী ডোরা ডি' রোজারিও। ধর্মশিক্ষা ও বাইবেল সেবাকাজ কমিশনের আওতাভুক্ত বাইবেল সেবাকাজ ডেক্স এর কনভেনার ফাদার প্যাট্রিক শিমন গমেজ। পরিবার কল্যাণ কমিশনের আওতাভুক্ত ম্যারেজ এনকাউন্টারের দায়িত্বে মিঃ ও মিসেস রবি ও রুবি দরেস, সিএফসি (Couples for Christ) এর দায়িত্বে মিঃ কর্নেলিয়াস মুর্মু। স্বাস্থ্যসেবা কমিশনের আওতাভুক্ত কমিউনিটি হেলথ ও প্রাকৃতিক পরিবার পরিকল্পনার দায়িত্বে জ্যোৎস্না মার্গারেট গমেজ, বাংলাদেশ কাথলিক নার্সেস গিল্ডের সভাপতি আগ্নেস হালদার, বারাকার পরিচালক ব্রাদার সুবল এল রোজারিও সিএসসি, বাংলাদেশ কাথলিক ডক্টরস্ এসোসিয়েশনের সভাপতি ডাঃ এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও, সেক্রেটারী ডাঃ নেলসন পালমা। ন্যায্যতা ও শান্তি কমিশনের আওতাভুক্ত প্রিজন মিনিস্ট্রি এর আহ্বায়ক ফাদার লিটন এইচ গমেজ, সিএসসি, অভিবাসী ডেস্ক এর কনভেনার মিঃ জ্যোতি গমেজ, জলবায়ু পরিবর্তন ডেক্স এর কনভেনার মিঃ আগষ্টিন বৈরাগী, শিশু রক্ষা ডেস্ক এর কনভেনার মিস মার্গারেট অনিতা। ভক্তজনগণ কমিশনের আওতাভুক্ত সিসিপি'র পরিচালক ফাদার ষ্ট্যানিসলাস গমেজ, সেক্রেটারী সিষ্টার মেরী আঞ্জেলিকা, এসএমআরএ, এসোসিয়েশন ও সংগঠন বিষয়ক ডেক্স এর কো-অর্ডিনেটর মিসেস রেবেকা কুইয়া, নারী বিষয়ক ডেক্স এর কনভেনার মিসেস রোজলীন রিটা কস্তা, যাজক ও সন্ন্যাসব্রতী কমিশনের আওতাভুক্ত বাংলাদেশ ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ভ্রাতৃসংঘের সভাপতি ফাদার জয়ন্ত গমেজ, সেক্রেটারী ফাদার শিশির গ্রেগরী। বিসিআর-এর সভাপতি ব্রাদার সুবল এল. রোজারিও, সিএসসি, সেক্রেটারী সিষ্টার এডলিন পিরিচ, সিআইসি।

বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ০৮
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 08
Regd. No. DA-33
❖ 7 - 13 March, 2021, ২২ - ২৮ ফাল্গুন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

স্মরণে তোমায়

প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত টিনা জুলিয়েট কোড়াইয়া
জন্ম : ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৮ মার্চ, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যুর প্রথম বছর ৮ মার্চ, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ। গতবছর ৬ অক্টোবর, ২০১৯ যখন তোমার Gall Bladder ক্যান্সার সনাক্ত হয়। তার আগ মুহূর্তেও বুঝতে পারিনি আমাদের জীবনের সব থেকে বড় আঘাতটি অপেক্ষা করছে। ডাক্তার যখন তোমার প্রথম রিপোর্ট দেখে জানালো তোমার বেঁচে থাকার অধিকার মাত্র কয়েকটি মাস। সেই বিভীষিকাময় যন্ত্রণার ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তোমার কাছে সব গোপন রাখা হয়েছিল কারণ চাইনি মারা যাবার আগেই মারা যাও। মাত্র ১২ বছর সংসার আমাদের। এরই মাঝে এসেছে স্বর্গীয় আশীর্বাদে ২টি সন্তান। কত স্বপ্ন, কত ভালবাসা, কত মায়া মমতা, সাজানো গোছানো সংসার তোমার। কত কিছুই না দেখার ছিল, উপভোগ করার ছিল। কিন্তু স্বর্গীয় ইচ্ছায় পরম করুণাময় ঈশ্বরের কাছে চলে গেলে। বিশ্বাস করি যতটুকু সম্মান তুমি তোমার স্বামী, বাবা-মা, শ্বশুর-শ্বাশুড়ী, মুরুব্বি, আত্মীয়-স্বজনদের দিয়েছে তার হাজার গুণ বেশি যিশু খ্রিস্ট তোমাকে সম্মানিত করেছেন। তুমি আমাদের ভালবাসা, প্রার্থনা ও স্মৃতিতে আছো এবং থাকবে।

ধন্যবাদান্তে,
স্বামী : রনাল্ড নিউটন ছেড়াও (তুষার)
মেয়ে : ফিওনা ম্যাগডেলিনা ছেড়াও
ছেলে : আরিয়ান আন্তনী ছেড়াও
বাবা-মা : পরিমল ও মায়া কোড়াইয়া
শ্বশুর-শ্বাশুড়ী : রবিন ও লতিকা ছেড়াও
২/বি উজ্জ্বল হাউস, পূর্ব রাজাবাজার, তেজগাঁও, ঢাকা।

বিজ্ঞ/৪৯/২১

প্রতিবেশী'র ইস্টার সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিন

পুণ্য তপস্যাকালের পরেই আসছে প্রভু যিশুর গৌরবময় পুনরুত্থান পর্ব বা ইস্টার সানডে। আপনার প্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী' আসন্ন ইস্টার সানডে উপলক্ষে জ্ঞানগর্ভ, অর্থপূর্ণ ও আকর্ষণীয় সাজে সজ্জিত হয়ে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। **সম্মানিত পাঠক, লেখক-লেখিকা ও সুধী,** আসন্ন ইস্টার সানডে উপলক্ষে আপনি কি প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে চান কিংবা আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে চান? এবারও ভিতরের পাতায় রঙিন বিজ্ঞাপন ছাপার সুযোগ রয়েছে। তবে আর দেরী কেন? আজই যোগাযোগ করুন।

ইস্টার সানডে'র বিশেষ বিজ্ঞাপন হার

শেষ কভার পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	২৫,০০০ টাকা	বুক্ড
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	১৫,০০০ টাকা	বুক্ড
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	১৫,০০০ টাকা	বুক্ড
ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা রঙিন	=	১০,০০০ টাকা	
ভিতরে অর্ধেক পৃষ্ঠা রঙিন	=	৬,০০০ টাকা	
ভিতরে এক চতুর্থাংশ রঙিন	=	৩,০০০ টাকা	
ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা সাদাকালো	=	৭,০০০ টাকা	
ভিতরে অর্ধেক পৃষ্ঠা সাদাকালো	=	৪,০০০ টাকা	
ভিতরে এক চতুর্থাংশ সাদাকালো	=	২,৫০০ টাকা	

যোগাযোগ করুন – বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন বিভাগ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫, মোবাইল : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২ (বিকাশ)

Edited & Published by Fr. Bulbul Augustine Rebeiro, Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : wklypratibeshi@gmail.com, Web: weekly.pratibeshi.org